সার-প্রমুখ।

পল্লীগ্রামের দুরবস্থা কতদূর, আমি বোধ করি, সর্ব্ব সাধারণের সেটি স্পষ্ট রূপে জানা নাই। বস্তুতঃ সেই অবস্থা অবলোকন ও শ্রবণ করিলে হৃদয় কোষ ক্লেশ প্রবাহে পরিপূর্ণ হয়। আমি বহু আয়াসে ও অনুসন্ধানে হতভাগ্য পল্লীবাসীগণের অবস্থার সহিত বিশেষ বিশেষ পল্লির শোচনীয় অবস্থা রূপ পারদে স্বভাব রূপ উপকরণে এই অভিনব দর্পণ আমি প্রস্তুত করিয়াছি। সেই দর্পণ খানি অদ্য দয়া দাক্ষিণ্যবান্ স্বদেশ হিতৈষী গুণী জনগণ সন্নিধানে সমর্পণ করিলাম। এই দর্পণ খানি নেত্রগোচর হইলে যাঁহারা ইহাতে আত্ম প্রতিবিম্ব দর্শন করিবেন, যোড় করে তাঁহাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা; আর যে সকল মহোদয় প্রাকৃতিক নেত্রে ক্লিষ্ট প্রজা কদম্বের প্রতিবিম্ব দর্শন করিবেন, তাঁহাদিগের নিকট নত শিরে সহায়তা প্রার্থনা—পল্লীগ্রামের লোকেরা যে কষ্টে কাল যাপন করে, প্রবলেরা দুর্ব্বলের প্রতি যে প্রকার সদ্ব্যবহার করেন, ঋতু বিশেষে পল্লী বিশেষের যেরূপ অবস্থা হয়, তাহাই আমার এই নবীন দর্পণের বন্ধনী।

প্রকৃতি সতীকে শত নমস্কার! নাটক তাঁহার ছবি; আমি প্রথম উদ্যমে সেই ছবির অসংসাহসী চিত্রকর। এতাদৃশ গুরুতর কার্য্যে কৃতকার্য্য হওয়া না হওয়া নাট্যবন্ধু সমাজ বন্ধুর হস্তাধীন।

স্বভাব আমার আদর্শ, এবং এখানি স্বভাবের আদর্শ। সফল যত্ন হইলাম কি না, সে বিচারে আমার ক্ষমতা নাই, অধিকারও নাই। মধ্যে মধ্যে স্বভাব প্রণেতা স্বভাবপতিকে স্মরণ করা হইয়াছে এই এক মাত্র ভরসা। যাহা হউক, এক্ষণে সাহিত্য সমাজ, এবং চির-প্রত্যাশিত নব-সংস্থাপিত জাতি সাধারণ নাট্য মন্দির ইহার প্রতি সস্নেহ সকৃপ কটাক্ষ করিলে সফল শ্রম হইব।

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র শর্ম্মা।

২৫ মাঘ ১২৭৯ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

নাম	পরিচয়
ভবদেব মুখোপাধ্যায় …	জমীদার দ্বয় …
গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় …	
ভূদেব মুখোপাধ্যায় …	ভবদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা …
রমাকান্ত বিদ্যাবাগীশ	ভবদেবের সভাপণ্ডিত …
গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় …	ভবদেবের মোশাহেব …
নীলমাধব ঘোষ …	ভবদেবের দেওয়ান …
বিপীন …	ভবদেবের পুত্র …
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় …	গ্রামবাসী লোক সকল …
গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য …	
কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় …	
গোরাচাঁদ চট্টোপাধ্যায় …	
ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় …	
দিগম্বর হালদার …	
ভগবান রায় …	
বিনোদবিহারী হালদার …	দিগম্বরের পুত্র …
হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় …	কেশবের পুত্র …
রামচাঁদ সরকার …	গুরুমহাশয়, কেশবের বাটীতে অবস্থিত
উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় …	ভবশঙ্করের কনিষ্ঠ ভ্রাতা …
মহেশ পাল …	দোকানদার …
শম্ভু গোপ …	কৃষক দ্বয় … …
সনাতন কলে …	
শরচ্চন্দ্র মিত্র …	ডাক্তার দ্বয় … …
হরিশ পরামাণিক …	

স্ত্রী।

বিলাসময়ী ...	ভবদেবের স্ত্রী ...
মাতঙ্গিণী ...	ভূদেবের স্ত্রী ...
বিমলা ...	ভবদেবের দাসী ...
কাদম্বিনী ...	ভবশঙ্করের প্রতিবাসিনী
বিন্ধ্যবাসিনী ...	ভবশঙ্করের কনিষ্ঠা ভগ্নী
বড় বউ ...	ভবশঙ্করের স্ত্রী ...
প্রমদা ...	উমাশঙ্করের স্ত্রী ...
কনকমণি ...	পশ্চিম পাড়া বাসিনী রমণী দ্বয়।
কাশীমণি ...	
সরস্বতী ...	ভবদেবের কন্যা ...
সুলোচনা ...	কেশবের স্ত্রী
আনন্দময়ী ...	দিগম্বরের স্ত্রী .
দামিনী ...	কেশবের কন্যা ...
মালতী ...	ভবশঙ্করের কন্যা ..

পল্লীগ্রামদর্পণ।

প্রস্তাবনা।

(সূত্রধার ও নটীর প্রবেশ)

সূত্রধার। বরষারাজের ছবি, আঁকিতে ইচ্ছিলে কবি,
আঁখিতে রাখিতে নারে নীর।
তুলী তুলি চিত্রকরে, রহে মোহে স্থির করে,
মন কাঁপে অস্থির শরীর ॥
মাঠময় জলময়, আনন্দে কৃষক চয়,
ধেয়ে যায় রুইবারে ধান।
পেকে মাথে বেল্না হাতে, লুসিয়ে পান্তি ভাতে,
টেঁকে দোক্তা টেঁনা পরিধান ॥
চাটুর্য্যে মুখুর্য্যে দাদা, আজানুচুম্বিত কাদা,
সম্বিত লম্বিত কোঁচা সব।
ছাতি ঘাড়ে হেলে হেলে, ফিরে ফিরে এলে এলে,
বলিছেন কি করহে সব ॥
মেঘ করে কড় মড়, বাড়ি পড়ে হড় মড়,
পথে ইট গড়াগড়ি যান।
বৃষ্টি পড়ে টুপ টাপ, দ্যাল পড়ে ঝুপ ঝাপ,
ছেলে বলে " নদী এল বাণ "

কেহ কাঁদে কেহ হাসে, পৌষ মাসে সর্ব্বনাশে,
দ্বেষ ভাবে মিশিয়াছে শেষ।
অমুকের গেছে বাড়ি, আজ চড়েনিকো হাঁড়ি,
কেহ বলে হইয়াছে বেশ॥
হেরিলে পথের মুখ, ফাটে বুক চটে সুখ,
বাবু সব এঁটে তুলে যান।
করে করে বিনামায়, কেহ বা মানের দায়,
পায়ে দিয়ে হন লবেজান॥
গুড়নি বৃষ্টির দায়, রমণীরা মারা যায়,
জলে মলে হেজে গেছে পা।
ভিজে খোঁপা ভিজে শাড়ী, টানাটানি ঘাট বাড়ি,
অলি গলি পাঁকুরের ঘা॥
বিশেষ বহুরি যারা, খেটে খেটে হয় সারা,
কিবা দিবা কিবা বিভাবরী।
অবলা সবলা বালা, সম্বরে নিদেন জ্বালা,
ভিজে মাথা অম্বরে আবরি॥
ভিজে ঘুঁটে ভিজে কাট, ফুঁক দিয়ে গলা ফাট
নেত্র নীরে ভাসিছে হৃদয়।
ছোট কর্ত্তা এলে বাড়ি, এখনি ভাঙ্গিবে হাঁড়ি,
ভাত যদি পেতে দেরি হয়॥
দেখিয়ে তাদের দুখ, রবি শশী ঢাকে মুখ,
রজনীর চক্ষে বহে নীর।
কমলিনী কুমুদিনী, হয়ে অতি বিষাদিনী,
খেদে কাঁদে নত করি শির॥

কেবল জঙ্গল ভায়া, বৃদ্ধি করিছেন কায়া,
মাথা নেড়ে স্বর্গে যেতে চান।
শিয়াল খটাশ সাপে, সঙ্গে লয়ে বীর দাপে,
যেখানে সেখানে রোযে ধান॥
বরমারা ছয় ভাই, এ পক্ষে কেহই নাই,
বোধ করি ছাড়ালেন দেশ।
হাতে খাঁড়া খরশাণ, বধেন দুঃখীর প্রাণ,
বেশ করি দ্বেষ করি বেশ॥
সদাশয় মন্ত্রীবর, নাম সংক্রামক জ্বর,
রঙ্গপুর পূর্ব্ব বাস স্থান।
ছেলে পিলে নিয়ে শোনে, আসিয়ে এ মিঠে দেশে,
ছাড়িয়ে যাইতে নাহি চান॥
বসিয়ে মন্ত্রীত্ব পদে, ধন মদে মান মদে,
মদে মত্ত করী মদ হরে!
দেশ বেশ শাসিছেন, সবংশেতে নাশিছেন,
শুষিছেন পুষ্ট কলেবরে॥
মাঝে মাঝে ঝড় আসে, গাছ পালা ভিটে নাশে,
দ্রব্য সব অগ্নি মূল্য হয়।
শাক মাছ খড় ধান, থোড় মোচা কলা পান,
কষ্টে কিনি যা না হলে নয়॥
দয়া নাই ধর্ম্ম নাই, দাতা নাই বৈদ্য নাই,
এদেশেতে থেকে কাজ নাই।
চল ভাই বনে যেয়ে, বৃক্ষ কাছে মেগে খেয়ে,
অবশিষ্ট জীবন কাটাই॥

প্রিয়ে ! বুজলে তো।

নটী। নাথ ! আমার মনের কথা টেনে বলেচো। দেখ, আমার এই সব আঙ্গুলে ঘা হয়েচে, দেখেচো (পায়ের অঙ্গুলি ফাক করিয়া দেখান)

সূত্র। ঈঃ ! সত্যই তো, তেল তপ্ত করে দিও।

নটী। তেল, মরবার সাবকাশ নেই, তা আবার তেল তপ্ত। যাই, ছেলের এখনো অষুদ খাওয়া হয় নি। তোমার কি বল, তুমি তো দিবে রাত্রি গান বাজনা নিয়েই আচ, তোমার তো কোন ভাবনা চিন্তে নেই, তৈয়েরি ভাত পাবে আর বদনে দেবে, তাও আবার ডেকে ডেকে সারা হতে হয়। আমাকে যে সব দিক দেখতে হয়, তার কি বল দেখি। যা জান, তা করগে, আমি এখন যাই।

সূত্র। আমি যে মিছে গান বাজনা নিয়ে মেতেচি, তা মনে করো না। বলি, আমাদের এই পোড়া দেশের দশা সব দেখচো তো, এখানে সব লোকে যেমন ধরা দুঃখ পাচ্চে, তা কেউ টের পায় না, তারি জন্যে যাত্রার রকম করে সব্বাইকে দেখাবার ইচ্ছে করেচি, করে সুর টুর বাঁদচি আর সাজ গোজের উদ্যোগ কচ্চি। তা তোমাকেও চাই, তুমি খালী উননের কাছে বসে থাকলে কাজ চলবে না। তুমি এসে না দাঁড়ালে আঁসরের শোভাই হবে না, একটু আধটু নাচতেও হবে গাইতেও হবে।

নটী। অবাগ্নির দশা আর কি ! আমি নাচ্‌তে টাচ্‌তে পারব না। তা বসে বসে বেশ মতলব বার করেচো কিন্তু। তোমার যাত্রা শোনবার জন্যেই বুজি এত সব লোক জন এয়েচে ?

সূত্র। ওদিকে দেখ্‌চো কি ? একবার এদিক পানে তাকিয়ে দেখ, কত বড় মানুষের শুভাগমন হয়েচে, যেন কত শত চাঁদের উদয় এক জায়গায় হয়েচে, রূপের ছটায় এমন বাতির আলোকে ঝক্‌মেরে দিয়েচে। দেখ্‌চো কি ? এঁরা যে সে লোক নন, এক এক জন এক এক ইন্দির। এঁদের কারু নজরে যদি লেগে যায়, তা হলে আমা-

দের সব দুঃখ ঘুচে যাবে, এই দেশ আবার সোনার দেশ হবে। এঁদের হাত ঝাড়লে পর্ব্বত।

নটী। খাসা হয়েচে, দেখে আমার ভারি আহ্লাদ হচ্চে। তা আমি কি তোমার মত ছাড়া, বল্লেই হাজির আচি। তুমি ততক্ষণ আরম্ভ করে দ্যাও, আমি ছেলেকে অষুদ খাইয়ে উননের জ্বাল্‌টা ঠেলে দিয়ে শীগ্গির আস্‌চি।

সূত্র। তবে চল আমিও যাই, দুজনেই সেজে গুজে আসিগে।

উভয়ের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

মনোহরপুর।

ভবদেব মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা।

ভবদেব মুখোপাধ্যায়, গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও

নীল মাধব ঘোষ আসীন।

রমাকান্ত বিদ্যাবাগীশের প্রবেশ।

ভব। আসুন, আসতে আজ্ঞা হক, কদিন দেখিনি যে ?

বিদ্যা। বলি, অগ্রে পদ প্রক্ষালন করি। অতিশয় কর্দ্দম, বিশেষ আপনার পাড়ার এই খানটা আস্‌তে অত্যন্ত কষ্ট হয়। শান্তো, গাড়ুটো দেতো বাবা।

গোব। বিদ্যাবাগীশ মশায়, এবার অবধি এ পাড়ায় যখন আসবেন, পা দুটো মাথায় করে নিয়ে আস্‌বেন। বাবুর গোয়াল বাড়িরসামনে প্রাণ হাতে করে আস্‌তে হয়, কাল এমনি পপাত ধরণী তলে যে বাড়িতে মুখ দেখাতে পারিনে। বরষার বাহার যেমন আমাদের এখানে এমন আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। আমাদের হয়েচে এই দোয়ার বই আর স্থান নাই, মরেও আস্‌তে হয়।

(গাড়ু হস্তে শান্ত চাকরের প্রবেশ ও বিদ্যাবাগীশকে গাড়ু প্রদান)

বিদ্যা। ভাল বলেচো গোবর্দ্ধন, পা দুটো মাথায় কত্তে পাল্লে ভাল হয় বটে। (পদ প্রক্ষালন করিয়া উপবেশন) বরষার কথা কেন বলচো ভাই, আমাদের দুঃখীর পক্ষে সব কালই সমান।

গোব। মশায় কি পা ধুলেন। বাঃ ! ছাঁটুর উপরে কাদা রয়েচে যে।

বিদ্যা। কই, (দেখিয়া) তাই তো, অমন ধরা অনুসন্ধান কত্তে গেলে মস্তকের উপরেও পাওয়া যায় (নস্য গ্রহণ করত ভবদেবের মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) অত্যন্ত বিপদে পড়েছিলাম, ঘোষজাকে সমুদয় বলেছি। আপনি তখন বাটীর মধ্যে ছিলেন।

গোব। আজ্ঞে হাঁ, কি হলো মশায় সে বিষয়ের ?

বিদ্যা। হলো মাথা আর মুণ্ডু। সে সব কথা বাবুকে তুমি জ্ঞাত করনি ? যেতে হয়েছিল, বাপের জন্মে যা কখন হয় নি।

ভব। কি ? ব্যাপারটা কি ?

বিদ্যা। ব্যাপার আর কি, আমাদের এই গ্রাম্য দলাদলির বিষয়ে গোপাল বাবুর একটু আন্তরিক রাগ আমার প্রতি আছে। আমি যে আপনার নিতান্ত অনুগত তা তিনি বিলক্ষণ জেনেছেন। তাঁর ইচ্ছা আমি সর্ব্বদা তাঁর নিকট আনুগত্য করি, তা যাবৎ কণ্ঠাগত প্রাণঃ। আপনাকে আশীর্ব্বাদ করি, আপনার শ্রীবৃদ্ধি হক, আপনার কল্যাণে আমার অভাব নাই। গোপাল বাবু আমার কত্তে আর বাকী করেন নি, এই দলাদলির উপলক্ষে বিশেষ উপরোধ অনুরোধ নানা খানা করে তাঁর পাড়ায় আমার যে কঘর যজমান ছিল সে সব গুলি ছাড়িয়ে নিয়েছেন। আবার আমার মাতামহ দত্ত কবিঘা ব্রহ্মত্তর ভূমি তাঁর তালুক বিল-গ্রামের মধ্যে ছিল, তাও সব কেড়ে লয়েছেন, অদ্য তিন বৎসর কড়া কবর্দ্দক পাই নাই।

গোব। ভাল বিদ্যাগীশ মশায়, বলি, যে বিপদের কথাটা পাতনামা করেছিলেন, তার তো কিছুই বল্লেন না, কেবল গৌর চন্দ্রিকাতেই রাত পোয়ায় যে।

বিদ্যা। ওহে তুমি থাম। কেন, যে গুলো উল্লেখ কল্লাম এগুলো কি বিপদ নয় ? তুমি এর কি বুঝবে।

গোব। আজ্ঞে, বুঝি আর না বুঝি, বলি বাপের জন্মে যা হয়নি, সেটা কি ?

ভব। গোবর্দ্ধন, বিদ্যাবাগীশ মশায় যা বলচেন, স্থির হয়ে শোননা হে। তামাক দে রে।

গোব। আমাকে অস্থির আবার কোন্ কালে দেখলেন, তবে বোবার

মতন চুপ করে বসে থাকতে পারিনে, ভালই বলুন আর মন্দই বলুন। যত দোষ নন্দঘোষে।

ভব। (গুড়গুড়িতে তামাক ফুকিতে ফুকিতে) বিদ্যাবাগীশ মশায়, আপনি যা বলছিলেন, বলুন তো।

গোব। শান্তো, আমাদের এই রেজপেয়ে কলকেটাও নিয়ে যাও। একবার নেড়ে বাঁদো, মুখ বন্দ হক। এখানেতো ভদ্র লোকের কথা কবার যো নেই। বিদ্যাবাগীশ মশায়ের বাপের জন্মটা না শুনেও ছাই বাড়ি যেতে পাচ্চিনে, নইলে আমার সে ভাবা হুকো সব চেয়ে আচ্ছা, প্রাণের সঙ্গে কথা কয়।

ভব। আর তোমার খেদে কাজনেই, আমার এই কলকেটা নাহয় নাও।

গোব। কি হিসিবি লোক, বলিহারি যাই, এমন নইলে কি বিষয় টেকে, পাছে এক ছিলিম তামাক জেয়দা খরচ হয়। আর কাজ নেই, আপনি গাল কাত্ করে খান, আমাদের অদৃষ্টে থাকে হবে। বিদ্যাবাগীশ মশায়, একটু নস্য দিন তো।

(শান্ত চাকর হেঁট মুখে হাসিয়া তামাক সাজিতে গমন)

ভব। গোবরার জ্বালায় লোকের সঙ্গে কথা বার্ত্তা হওয়া ভার. কুকুরকে নাই দিলে মাথার উপর ওঠে। (বিদ্যাবাগীশেরপ্রতি) তার পর?

বিদ্যা। হাঁ, তিন বৎসর খাজনা পাই নাই। ছোট বাবু নালিশ কত্তে বলেছিলেন, কিন্তু দলীল পত্র কিছু মাত্র নাই। আর আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক, ওসব বড় একটা বুঝতেও পারিনে।

গোব। বোঝাবুঝি আকাশ থেকে পড়েনা, ক্রমেই হয়, "ভর্বাত্ত বিজ্ঞতম ক্রমশ জনং"।

বিদ্যা। আঃ! ত্যক্ত কল্লে যে হে, ওহে জনং নয়, জনঃ। যাক, কি বলছিলাম ভাল, হাঁ, "মৌনং সম্মতি লক্ষণং" বিবেচনা কল্লাম যে মৌনাবলম্বন করাই ভাল।

ভব। সম্প্রতি যে ঘটনার কথা বলছিলেন সেটা কি?

গোব। আমি বল্লেই দোষ হয়, "শ্বশুর তিন কুল মুক্ত" আমার বেলাই খিচ্‌য়ে ওটেন, কেউ আবার কুকুর আরো কত কি।

ভব। গোবৰ্দ্ধন, তুমি ভারি অসভ্য।

গোব। কাজেই। "যদি না পড়ে পো, তো সভায় নিয়ে থো," এমনসভ্য এমন সভ্য পণ্ডিত, তবু আজও আমি অসভ্য, তবে মৌনং সম্মতি লক্ষণং, মৌনাবলম্বন করাই ভাল।

ভব। বিদ্যাবাগীশ মশায়, গোবৰ্দ্ধনের কথা ছেড়ে দিন। আপনি যা বল্‌ছিলেন তা বলুন।

বিদ্যা। হাঁ, মাঝের পাড়ার ঘোষেদের যে ঘরাও বিবাদ উপস্থিত হয়েছে, বোধ করি আপনি তা জানেন। ছোটোর পক্ষে গোপাল বাবু বিলক্ষণ পুষ্টিপূরক হয়ে লেগেছেন। ছোটোরা আমাকে সাক্ষী মেনেছিল, আমি তা পূৰ্ব্বাহ্ণে জান্‌তে পেরে সতর্ক ছিলাম। কএক দিন বাটীর বাহির হই নাই, তাতে করে আহারের অতিশয় কষ্ট হতে লাগ্‌ল। বিবেচনা কল্লাম চুপি চুপি নূতন পুকুরের ধার দিয়ে গিয়ে বাজার করে আনি। পেয়াদা যে এয়েছে, তাও আমি জান্‌তে পারি নাই। কেমন গ্রহের ফের, বাজার করে আসবার সময়, গোপাল বাবুর বাড়িতে থাকে, ঐ ছোঁড়াটা, নাম কি ভাল, ঐ যে গো—ঐ গিরের বেটা, সেই বেটাচ্ছেলে আমাকে দেখয়ে দিলে, দিতেই পেয়াদা বেটা আমাকে ধরে কেনা ময়রার দোকানে বসয়ে বলাৎকার করে রসিদ লিখয়ে নিলে, আর শমন না কি বলে, সেই খানা আমার হাতে দিলে। আমি তখনি মাছ তরকারী বাড়িতে ফেলে তাড়াতাড়ি এখানে এসে শুন্‌লাম যে আপনি বাড়ির ভিতর গেছেন। দেওয়ানজী বল্লেন যখন রসিদ দিয়েছেন তখন হাজির হতেই হবে। বৈকালে এসেও আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না, অসুখ হয়েছে শুন্‌লাম। দেওয়ানজী মোক্তারের নামে চিটী দিয়েছিলেন। মোক্তারটী যতদূর ভদ্র হতে হয়,

আমাকে যথোচিত আপ্যায়িত কল্লেন। তা যা জানি এক রকম বলে তো এলেম, বোধ করি তাতে ছোটোর পক্ষে বড় ভাল দাঁড়াবে না।

গোব। বাঁচলাম মশায়, ভাল হয়েছে, ভয় ভাঙ্গা হলো। বলি (আঙ্গুল বাজাইয়া) অর্থ সম্বন্ধে কেমন?

বিদ্যা। গাড়িভাড়া বলে আট আনার পয়সা সেই পেয়াদা বেটাই দিয়ে গেছ্‌ল।

গোব। সে কি মশায়, ভারি ফস্কেচে, এমন দাঁও তো পেলে হয়। একটু মোড় দিলেই হতো।

বিদ্যা। সে কি গোবর্দ্ধন, এ অতি ঘৃণিত কর্ম্ম।

গোব। ঘৃণিত, দুপাত ব্যাকরণ উলটেই একেবারে জ্ঞান টন টনে। আপনি স্বকৃত ভক্ত কিনা, আধুনিক, তাতেই এত ভয়, গোবর্দ্ধন শর্ম্মা পিতামহ ঠাকুরে ভক্ত, এই বাড়িতেই। গোবর্দ্ধনকে চাওরে-চেন কি? বড় একটা কেও নয়, "এতোর মাসীরে বাপা, কোন কর্ম্ম আছে ছাপা, আকাশ পাতাল ভূমণ্ডলে"।

(ভবদেবের হাস্য।)

(নেপথ্যে আর্ত্তস্বরে)

খিদেয় পেট জ্বলে গেল, জল তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেল, বসন্ত সিং, একটু জল দে বাবা, প্রাণ বেরুলো, মেরোনা বাবা, দাত দই বাবা, এবার মাল্লেই মরে যাব।

বিদ্যা। রোদন করে কে?

ভব। (স্বগত) শালা (প্রকাশে) হাঁ বিদ্যাবাগীশ মশায়, আপনার সাক্ষ্য আদায় হলো কবে?

বিদ্যা। কল্য, সন্ধ্যার গাড়িতেই বাড়ি আসতাম, তা মোক্তার মশায় কোন মতেই ছাড়লেন না, রাত্রে সেই খানেই অবস্থিতি করেছিলাম। অদ্য নয়টার গাড়িতে এসেছি। এই টুকু আসতে জল কাদায়

প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। বিশেষতঃ মদনপুরের ভিতরে হাঁটু পর্যান্ত বসে যায়। এমনি গ্রহ, বাড়িতে এসে দেখি, কান্তির জ্বর, বৌমাটী আহারের পর লেপ গায়ে দিয়ে পড়েছেন, ছোট ছেলেটীও খ্যাঁত্ খ্যাঁত্ কচ্চে।

(বিমলা দাসী আসিয়া বৈঠকখানার দ্বারদেশে ভবদেবের নয়ন গোচরে দণ্ডায়মানা)

ভব। তুই যা, আমি যাচ্চি। শাস্তে, ঘড়িটে নিয়ে আয়তো (ঘড়ি আনিলে দেখিয়া) পাঁচটা, পাঁচ, দশ, এগার, বার, তের মিনিট। বিদ্যাবাগীশ মশায়, আপনি একটু বসুন, আমি আস্‌চি।

বিদ্যা। এখন আর বড় বসতে পারব না, একবার ডাক্তারের বাড়ি যেতে হবে, সন্ধ্যার পরে এসে সাক্ষাৎ করব।

গোব। তবে আমরা বসে আর করি কি ? চল ঘোষজা।

সকলের প্রস্থান।

ভবদেবের অন্দর বাটী।

বিলাসময়ী ও মাতঙ্গিনীর প্রবেশ।

মাত। দিদি, বট্‌ঠাকুর জল খাবার সময় বাড়ির ভেতর এলে, হেই দিদি, আমার মাথা খাও, বট্‌ঠাকুরকে বলে যাতে * * * বিপীন বলছেলো মিন্সে নাকি খালী কাঁচ্চে। হাঁ দিদি, বিপীনকে দিয়ে চাড্‌ডি ভাত পাটিয়ে দেবো।

বিলা। তুই যা জানিস্ করগে যা বোন, আমি কিন্তু কত্তাকে বলে তাঁর মুখ নাড়া খেতে পারব না। তুই কেন ঠাকুরপোকে বলগে না। বরঞ্চ তার শরীরে দয়া মায়া আচে।

(মাতঙ্গিনী হেঁট মুখে দাঁড়াইয়া পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মৃত্তিকাখনন)

বিলা। ছোট বৌ তোর যে ভারি টান দেখ্‌চি। যাও বোন যাও, কাপড় ছাড়গে, ভিজে কাপড়ে আর দাঁড়য়ে থেকো না, যা হয় হবে এখন, যাও আর গায়ে জল বসও না। যাই, বলিগে একবার তো।

উভয়ের প্রস্থান।

ভবদেবের শয়নাগার।

বিলাসময়ী ও বিমলার প্রবেশ।

বিলা। বেমলা, দ্যাক্‌না লা, আফিম খাবার সময় যে উক্‌ড়ে গেল। ভাল বাবু জমীদারী ফন্দি, খাবার সময় খাওয়া, নাবার সময় নাওয়া ভাও ছাই হবার যো নেই। পোড়া দলাদলি নিয়েই মেতেচেন, পরকালে সাক্ষী দেবে আর কি।

বিম। ঐ আসচেন, জুতোর শব্দ পাচ্চি। (বিমলার প্রস্থান।)

(ভবদেবের প্রবেশ ও উপবেশন)

বিলা। ভাল খাওয়া দাওয়া কি মনে থাকে না। এতক্ষণ কি হচ্ছেলো ?

ভব। তোমার মতন নির্ভাবনার শরীর তো আমার নয়, কত কাজ কত্তে হয় তা জান। অপরাধটা কি বল দেখি, এই তো বেমলা ডাকতে গেছলো, এতক্ষণ কত সামলে সামলে তার পর সে বেটাকে গোয়াল বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে তবে আসচি। তোমার তাগাদায় বিদ্যাবাগীশ মশায়ের সঙ্গে পর্য্যন্ত ভাল করে কথা কইতে পাল্লাম না।

বিলা। তোমার যত অনাছিষ্টি, তোমার রকম সকম সব দেখে আমি অবাক হয়ে গেচি। মিছে সব হুজুগ নিয়ে তিন পহর বেলায় নাওয়া তিন পহর বেলায় খাওয়া, এতে কি শরীর থাকে। তোমার কিসের অভাব আচে বল দেখি, সকাল সকাল করে নাও, দিব্বি করে খাও, হেসে খেলে আল্লাদ আমোদ কর, তা তো হবার যো নেই, খালী লোককে ধর পাকড় আর মার ধোর কত্তেই দিন যায়, গা জালা করে। সত্যি, তোমার রাগাল মুখ দেখলে আমাদের হাত পা পেটের ভেতর সেঁদয়ে যায়। সে মিন্সে এখানে ছেলো মন্দটা কি ? আবার তাকে গোয়াল বাড়িতে পাটিয়ে দেওয়া হলো কেন ?

ভব। বেটা ভারি বজ্জাত, ভিটকুমি করে চেঁচায়, আর সব লোকে জানতে পারে।

বিলা। তার ভারি অপরাধ। সমস্ত দিনটে গেল, শুনলুম কাল রাত অবধি কিচ্ছু খায় নি, খিদেয় নাড়ি জ্বলে যাচ্চে, জল তেষ্ঠায় ছাতি ফেটে যাচ্চে, তা একটু জল চেয়েছিল বুজি। দয়ার সাগর আর কি, তোমার আমার এর মধ্যে কথার খাওয়া হয়েচে দেখ দেখি। তোমার যেমন মাগ ছেলে আচে তারও তেমনি মাগ ছেলে আচে। ভাল শরীরে কি এক রত্তিও দয়া মায়া হয় না, ছোট বৌটী পর্য্যন্ত কত দুঃখু কচ্চিলো। বাপরে! পুরুষ মানুষের শরীর পাতরে গড়া।

ভব। তোমরা মেয়ে মানুষ ও সকল কথা কি বুঝবে বল। দয়া কত্তে গেলে বিষয় কর্ম্ম চলে না, তোমার কথা শুনে আমার জমীদারি গুলি বিকয়ে যাক। আবার শুনলাম বিপীন নাকি বাড়ির ভিতর থেকে ভাত নিয়ে গিয়ে সে বেটাকে খাইয়েচে। ও ছেলেটারও কিছু হলো না, উঠন্তি মুলো পত্তনেই চেনা যায়।

বিলা। তা আমরা বুজি আর নাবুজি, ভাল একটা কথা বলি, বংশধর ঐ একটু গুঁড়ো আচে, কত দেবতা বামনের আশীর্ব্বাদে ও কত ঘি পুড়য়ে তবে ঐটী হয়েচে, তাকেও দিবে রাত্তির দূর ছাই কচ্চো, আর ছিষ্টির লোকের মন্নি কুড়ুচ্চো, মনে একটু ভয় হয় না? বাক্য করগে, এ ছোট লোকের কথা ভাল লাগবে কেন, কিন্তু কাঙালের কথা বাসী হলেই মিষ্টি লাগে, তোমাকে বলা আর বনে বসে কাঁদা সমান। আমার খালি ভাবনা হচ্চে কি জান যে ওর মাগ ছেলে বসে বসে কাঁদচে আর তোমাদের ঘরে মন্নি কচ্চে।

ভব। তোমার যত উদ্ভট ভাবনা, অত ভাবতে গেলে বাড়ি ঘর সব ছেড়ে বনে যেতে হয়, সংসার ধর্ম্ম আর করা হয় না।

বিলা। আমি তোমাকে সংসার ধর্ম্ম কত্তে তো বারণ করিনি, কিন্তু যাতে লোকের মন্নি হয় এমন ধরা সব কাজে হাত দিও না। আমার বড় ভয় করে। তা সে এখনকার কথা নয়, এর পরে বলবে।

উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

শিবতলা, মহেশ পালের দোকান।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিনোদ বিহারী হালদার, গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও মহেশ পাল আসীন।

সম্ভু গোপের প্রবেশ।

সম্ভু। ময়েশ দাদা, পান আছেন, থাকে তো আদ পয়সার দে দাদা, জামাই এয়েচে। আজ সোমস্ত দিনটে বড় বোলে পাকনা ক'রে পায়ের দফা নফা হয়েচে, যেই একটু দাওয়ায় এসে বসেচি, অমনি যা শালা যা দোকানে।

বিশ্ব। সম্ভু, এক ছিলিম তামাক খাও ভাই। তোমার মেয়ের বিয়ে হয়েচে কোথা সম্ভু?

সম্ভু। কলকেটা কোতা ময়েশ দাদা?

মহে। এই কলকে ন্যাও, তামাক ন্যাও, ঐ খুচুনিতে টিকে আছে।

সম্ভু। (টিকা ধরাইয়া নাড়িতে নাড়িতে) মোর মেয়ের বিয়ে হয়েচে গঙ্গা পারে গো। তারা ভারি কুটুম খারাপ গো দাঠাকুর। সে আদিনে অ্যাক থামা চালদে পেড়ে ডেঁগোর ডাঁটা দিয়ে ভাত করে পেটিয়েছেল, মুচি বৌ বয়ে নিয়ে যেতে পারেনা এতো সামিগিরি দিয়েছেল, তা সে মাগীকে বসতেও বলেনি পয়সাও দেয়নি, সে তার কুটুম বাড়িতে ভাত খেয়ে তবে বাড়ি এসে। কবার এস্তে পেটিয়েছিনু, তা পেটিয়ে দেয়নি, গোপাল বাবুর বি দয়ার শরীল, বলতে মোতই রুবাই সদ্দারকে ডেকে তখুনি বলে দিলে "কাল যাঁহা রাত্ত যাঁহা দিন সম্ভুর মেয়েকে এনে দিবি"। আর শালাদের রেকবের বকচুর হয়নি, সেই আমাবস্যের দিনই পেটিয়ে দিয়েচে। জামাই শালাও পেচনে পেচনে এয়েচে, তা

শালাকে আচ্ছা করে খেট্‌য়ে নেবো, কালই সোনা বোলে বাক্‌ড়াচে তাওতে পেট্‌য়ে দেবো, শালার পান চেবোনো বার করে দেবো, বৌ বল্লেন তাই এনু। (কলিকায় শোষটান মারিয়া) বেশ তামাক হয়েচেন মহেশ দাদা, আদ পয়সার দে দাদা, এই অ্যাকটা পয়সা নে। বাঞ্চোত দোক্তা টিপে টিপে আজ সমস্ত দিনটে হয়রান হয়েচি, তবু তলব নাগে না।

মহে। নিছক বোম্বাই, এবার হোজা দিইনি।

বিশ্ব। তামাকটা হয়েচে ভাল বটে। পরশু ওপার থেকে এক বেটা তামাক বেচতে এয়েছিল, জান মহেশ, বেটা আমাকে ভারি ঠকান্‌টা ঠক্‌য়ে গেছে। বেটা হিংগুলী বলে দিয়ে গেল, কিন্তু তামাকটা যাচ্ছেতাই হয়েচে, গলায় লাগে না, আবার খানিক বোম্বাই মিশেল দিতে হবে দেখতে পাচ্চি। সম্বু চল্লে যে, আর এক ছিলিম তামাক ভাল করে খাও, আর বোয়ের দুই একটা গল্প কর শুনি।

সম্বু। (হাস্য করত বসিয়া) মোদের বৌ বড্‌ড লোক গো দা ঠাকুর। মুই না খেলে মজাল ভাত খাননা, পসাদ পান, গায়ে পা ঠেক্‌লে অম্‌নি গড় কর্‌ন্নে। তিরী রত্ন রত্ন, নয়গা দাঠাকুর? বৌ আমাকে আবার বলে কি তা জানো—

ভট্টা। বাবা বলে বুজি রে মন্বো?

(সম্বুর হাস্য)

বিনো। তামাকেই আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ হলো। অলশের মূল, মানুষকে অকর্ম্মণ্য কত্তে এমন আর কোন বস্তুই নাই। কোন কোন ডাক্তরে বলে অজীর্ণের এক প্রধান কারণ।

ভট্টা। নে বাবু, দুপাত ইংরিজি উলটে তুই আর মিচে ক্যাচ্‌ ক্যাচ্‌ করিসনে।

সম্বু। ভট্‌চার্জ্জি মশায়, মুকুজ্জেদের হেম নাকি ইংরিজিতে বড্‌ডি নায়েক হয়েচে গা?

ভট্টা। সর্ব্বাই নায়েক রে সবো, কেবল আমিই নই।

বিশ্ব। হেমটী যথার্থ লেখা পড়া শিখেচে বটে, " ফলেন পরিচিয়তে " ফল ধরেই গাছ নুয়ে পড়ে, তা হেমকে দিয়েই দেখা যাচ্চে। পিতা মাতার প্রতি হেমের যথেষ্ট ভক্তি, কেশব দাদার শেষ দশায় বেশ সুখ হয়েচে। মধ্যে দিন কতক একটু কষ্ট হয়েছিল, তা অমন লোকের কষ্ট থাক্‌বে কেন। ব্রাহ্মণের মন অতি ভাল, সেই মনের গুণে হেমের চাক্‌রিটীও বেশ চাকরি হয়েচে। শুন্‌তে পাই হেম বড় একটা উপরি লাভের দিকে যায় না, তা হলে মাসে দুশো আড়াইশো টাকা রোজগার কত্তে পাত্তো। সাহেব নাকি খুব ভাল বাসে, মাইনে বাড়বার জন্যে চিটী লিখেচে। হেম ইংরেজিতে কেমন বিনোদ ভায়া তার সবিশেষ বল্‌তে পারেন।

ভট্টা। ইংরেজি আবার বিদ্যে তার আবার কথা। হল কি না, " আই জম্প, আমি লাপাই " আরে শালা লাপ্‌য়ে মরিস্ কেন ? বল্লেন কি না, " তুমি কর যেমন আমি করি তেমন " "গল্প হল কিনা " এক বালক একটা পাকীর ছানার ঠেক্ষে দড়ি বেঁদে টেনে নিয়ে যাচ্চে, ধাড়ি পাকীটে কাস্তে লেগেচে" এইতো বিদ্যে। হাঁ, বিদ্যে বটে ফারসী, এক এক কেচ্চা শুন্‌লে প্রাণ জুড়য়ে যায়, অমনি ঘুম এসে।

বিনো। (ভট্টাচার্য্যের কথার প্রতি অমনোযোগ করিয়া বিশ্বনাথের প্রতি) কি বল্‌ছিলেন দাদা মশায়, হেম বাবু, উাঁর তুল্য বিদ্বান লোক আমাদের এ পড়সে নাই, উাঁর অভিপ্রায় অতি উত্তম, আমাদের গ্রামের কিসে ভাল হয় এই উাঁর চেষ্টা। এখানে একটী স্কুল হবার জন্যে তিনি ঐকান্তিক যত্ন পাচ্চেন, চাঁদার বই হাতে করে লোকের বাড়ি বাড়ি বেড়াচ্চেন। উাঁর মতন আর গুটি কতক লোক আমাদের গ্রামে থাক্‌লে গ্রামের শ্রী হতো। হেম বাবুর আচরণ অতি বিশুদ্ধ।

ভট্টা। ভারি গুন্ধ, গুঁড়ির ভাত পেটে কত আছে। বোমা মাল্লে আরো কত কি বেরয়।

বিনো। ভট্টচার্য্যি মশায়, আপনি কি লোকের দোষ ব্যতীত গুণ দেখতে পান না? দোষটা কি আপনার এত মুখ রোচক? নির্ম্মল স্বভাবের প্রতিও দোষারোপ করেন?

বিশ্ব। শুন্‌লাম, কেশ নাকি অনেক গুলি ঔষধ পত্র এনে বাড়িতে রেখেচে, চাইলেই পাওয়া যায়, তাতে করে বিস্তর লোকের উপকার হচ্চে। আমাদের এখানে রে ভাই যেমন রোগের দৌরাত্তি,তেমনি চিকিৎসার অভাব হয়েচে। মরে সব ভুট হয়ে গেল, এই শিবের তলায় সন্ধ্যার পর লোক ধত্তো না, যেন চাঁদের হাট বসতো। কি সর্ব্বনেশে রোগই এখানে এসে ঢুকেচে, সব ছার খার করে ফেল্লে।

ভট্টা। চিরকাল বাঁচতে কে এয়েচে বলো।

বিশ্ব। কেবল তুমি। (বিনোদের প্রতি) যাহক হেমের দ্বারায় তবু আমাদের গ্রামের লোকের অনেক উপকার হচ্চে বলতে হবে। কেশব দাদাও বড় বাপের বেটা, নিজেও অনেক টাকা রোজগার করেচেন, কেবল দিয়্তাং ভোজ্যতাং, এক পয়সাও ব্রাহ্মণ হাতে রাখতে পারেনি। অমন অমায়িক সরল লোক আজকের বাজারে প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না।

শম্ভু। মোর ছোট মেয়েটিকে বড্ডি ভালবাসে গো দাঠাকুর। বৌ দুদ দিতে যায় তাকে কোলে করে নিয়ে যায়, তাকে কাচে বসয়ে খাবার দেয়, কত আদর করে। আর বছর শীতকালে তাকে দিব্বি অ্যাক খান ন্যাজাই দিয়েছেলো, তা সেখানা ইঁদুরে কেটেচেন। ইঁদুরের এমনি রূপদ্রব হয়েচেন দাঠাকুর, এতে যেন নড়ুই করে। কাল্‌কে বৌ চাড্ডে ইঁদুর মেরেচেন, সেতো কম নয় দাঠাকুর, যেন এক একটা হলো বেরাল গো। বৌ তাদের কত সুখোত করে, শালার মেয়েও বামুন বাড়ি যাবার নামে আগে দৌড়য়।

ভট্টা। কেশব মুর্খুঘোর দিন কতক খুব কষ্ট গেছে, ঘটি বাটি পর্য্যন্ত বেচে খেতে হয়েচে। আজও এক খানা থালা আমার বাড়িতে বাঁদা রয়েচে। যে যেমন লোক আমার আর জানতে বাকী নেই, এখানকার সব বেটাকেই জানি।

শম্ভু। ভট্টচাজ্জি মশায়, বলি, তাদের এক দিনের খরচে তোমার এক বচ্ছর কেটে যান। যাই দাঠাকুর, গরুর জাব দিতে হবে।

বিশ্ব। খড়টা এ বৎসর অতিশয় দুর্ম্মূল্য হয়েচে। আমার খড় ফুরয়ে এলো ভাবনা হচ্চে।

শম্ভু। মোদের এ গাঁয়ে খর নেই দাঠাকুর। মদনপুরের মোড়লরা দুপোন করে বেচ্চে, তাও পড়তে পাচ্চে না।

বিশ্ব। হাঁ শম্ভু, গোপাল বাবুর কি ব্যায়রাম হয়েচে নাকি?

শম্ভু। আজ্ঞে, গায়ে পিত্তি বেরয়েচেন তাই মশলা খাচ্চে। বড়ো মানুষদের নিত্তিই রোগ, আমাড় ট্যাকা আচে, দেদার খরচ করে, রোগ জব্দ মোদের কাচে দাঠাকুর। মেলাই টাকা খরচ কচ্চে গো দাঠাকুর তবু বাম্বোতে সামাই খাচ্চে না।

ভট্টা। পিত্তি নয় রে, আসল। অমন মহাপাতকী কি আর আচে, আঁরায়া বাঁয়া ব্রহ্ম হত্যা করেচে, তার ফল ফলবে না, আজও দিন রাত হচ্চে।

শম্ভু। যে শালা অমন কতা বলে তার মুখ ন্যাড়ার আগুনে পুড়য়ে দিই।

ভট্টা। তা দ্যাক শম্ভো, মুখ সামলে কথা কস্, বেটা হারামজাদা, (চড় উচাইয়া মারিতে গেলে বিশ্বনাথ ও বিনোদ ধরিয়া বসাইলেন) ছেড়ে দেও হে, বেটাকে একবার দেখি। বেটার যদ্দুর মুখ তদ্দুর কথা। বেটা চাষা, বিচি কাটা।

শম্ভু। নে, অমন বামুন ঢের দেকেচি। এতক্ষণ অনেক সয়েচি তা জানিস, আপনার মান আপনার ঠেঁই। (আগে হাঁটিয়া) মার না একবার দেকি, মুক ভেঙ্গে দেবো জানিসনে। ঠায় মারবে,

তোর বামুনের কেঁতায় আগুন, তোর বাপের বিয়ে দেকয়ে দেবো।

ভট্টা। বেটাকে জুত্য়ে লম্বা করে দেবো জানিস্‌নে বেটা।

শম্ভু। জুতো আগে তোর পায়েই উটুন, তার পর নম্বা করিস্‌।

বিশ্ব। (ধরিয়া) সম্ভু, আর কাজ নেই, থাম, বাড়ি যাও।

শম্ভু। (গামছা কোমরে বাঁধিয়া) ছেড়ে দেও দাঠাকুর, একবার দেকি ওর গায়ে কত জোর আচে। ওর বামুন নিয়ে তিন করেচে, অ্যাক চড়ে ওর দুপাটী দাঁত ভেঙ্গে ফেলবো।

বিশ্ব। না সম্ভু, ক্ষান্ত হও। এই তোমার পান ন্যাও, তামাক ন্যাও বাড়ি যাও।

(শম্ভু চিৎকার শব্দে গালি দিতে দিতে প্রস্থান)

বিশ্ব। ভটচায্যি ভায়া কারু কাছে এক দিন উত্তম মধ্যম না কলে আর ঠাণ্ডা হচ্চেন না।

ভট্টা। ভাল আমি অন্যায়টে কি বলেছিলুম দাদা।

বিনো। চোরে চুরি করে, ঠেঙ্গাড়েতে মানুষ মারে, তারা যদি সেই সকল কর্ম্মকে অন্যায় বোধ কত্তো, তা হলে আর ভাবনা ছিল না।

ভট্টা। (সক্রোধে) বাবু, তোর আর জেটামিতে কাজনেই। বেটা এঁচড়ে পেকেচে। খ্যাঁদা পুতের নাম পদ্মলোচন।

বিশ্ব। ভায়া, একটু স্থির হয়ে বোঝো দেখি, তোমার রাগেতেই সর্ব্বনাশ হলো। এত বয়েস হলো, আজও বুদ্ধি পাকল না হে, বালক কালে যেমন দেখেচি এখনও ঠিক তেমনি। ভাল কটু কথা বলে লোকের নিন্দে করে কি লাভ হয় বল দেখি, খালী লোকের অপ্রিয় হও এই মাত্র। ছি ভাই, এখনও সমজে চল, আক্কেল হবে কবে, "কাঁচায় না নুইলে বাঁশ, পাকায় করে ট্যাঁস ট্যাঁস"।

বিনো। স্বভাব যায় মলে, আর ইল্লৎ যায় ধুলে। "অঙ্গার শতধৌতেন মলিনত্ব নযায়তে"। ভটচায্যি মশায় আমাদের কটু

কথা কয়ে কেবল লোকের শত্রু হন। জিহ্বা কিছু কটু ভাষের নিমিত্ত নির্ম্মিত হয় নাই।

রসনা রসের খনি যশের ভবন।
তাই তাতে হাড় নাই কোমল গঠন॥
রসনা রস না দিলে কে বিতরে রস।
রসনা বশ না হলে ঘোষেনাকো যশ॥
বাক্য সুধা দানে যেই কাতর না হয়।
ছোট বড় সব লোক তার বশ হয়॥
কটু কথা খরশর মর্ম্ম বেধ করে।
দিন নাই রাত নাই সদা জ্বলে মরে॥
একবার সেই শরে ক্ষত যার কায়।
ঔষধের সাধ্য নয় শুকায় সে ঘায়॥
পরের সুখেতে যেই হয় অসন্তোষ।
পরের দুঃখেতে হয় পরম সন্তোষ॥
পর নিন্দা কটু ভাষা তাযে যেই জন।
সতত সবার করে ছিদ্র অন্বেষণ॥
এরূপ খলের পায়ে কোটী নমস্কার।
যার নামে হাড়ে কাঁপে জগৎ সংসার॥
সর্পাঘাতে বরং ঔষধ পাওয়া যায়।
তার আর পার নাই খলে যায় খায়।
একের কর্ণেতে দংশি অন্যেরে সংহারে।
এমন বিষম বিষ না দেখি সংসারে॥
যত পোষ যত তোষ পোষ নাহি মানে।
পাইলে সুযোগ শেষে গোড়া ধরে টানে॥

পরে কষ্ট দিতে নিজে বহু কষ্ট পায়।
সংসারের সব সুখ হেলায় হারায়।
অহরহ মন দাহে দেহ তার দহে।
দারুণ দুঃখের ভার শিরে সদা বহে॥
কুত্রাপি না হয় প্রিয় এমন কুজন।
ভবন গহন তার জীবন মরণ॥
বরণ মরণ তার পরম মঙ্গল।
সংসার সচ্ছন্দ হয় জুড়ায় সকল॥

ভট্টা। কাল্‌কের ছোঁড়া, গলা টিপলে দুদ বেরয়, ও আবার পণ্ডিত হলো। খলো তুই, তোর বাপ, তোর সাতগুষ্টি। আশ্চর্য্য দেশের বিচার, ওবেটা যে এত গালাগাল দিলে তাতে কারু মুখে কথাটি নেই, সব দোষ আমারই। বিশ্বনাথ দাদা, তোমরাই পাঁচ জন যুটে ছোট লোকের বৃদ্ধি করে দিচ্চো। এখানে আর থাকতে নেই, কালই ভবদেব বাবুকে বাড়ি ঘর দোর বেচে এখান থেকে উটে যাব। ও বেটার নামে লাইবেল কেশ এনে বেটার মাগ ছেলে বেচে নেবো। অনধিকার প্রবেশও ঘট্‌তে পারে। বেটাকে যখন পিছ মোড়া করে বেঁদে নিয়ে যাবে তখন বেটা জান্‌তে পারবে যে আমি কে। আজ দশমী ছিল কতক্ষণ? মহেশ পাঁজি খানা দে তো।

বিনো। ভটচায্যি মশায়, বেশ ঠাওরেচেন, আপনার এখান থেকে উঠে যাওয়াই কর্ত্তব্য, সব্বাই খুসী হয়, হাড়ে বাতাস লাগে। তা আপনি যদি বাড়ি বিক্রি করেন, তো অনেক খদ্দের হতে পারে। ভবদেব বাবুকে কেন দেবেন, গোপাল বাবুর বিলক্ষণ চেষ্টা আছে, আমি বরং এ কথা কাল প্রাতে তাঁর কাছে উথাপণ করব। আপনার ভদ্রাসন কি লাখরাজ? কেউ কেউ বলে মুকুন্দ বাটীর সামিল মাল নাকি, তা হলে কিন্তু দাম অধিক হবে না।

ভট্টা। নে, তোর আর পাকামোতে কাজ নেই, রসিক হয়েচেন। (সক্রোধে) অ্যাক চড়ে তোর দাঁত ভেঙ্গে দেবো। গট মট সট ছুটো শিকে লম্বা কোঁচা ঝুলুয়ে বেটা যেন খিজি হয়েচেন, মানুষকে মানুষ জ্ঞান করেন না, বেটা যেন নবাব সেরাজদ্দৌলার ন্যাতি। বিলিতি ধুতি সস্তা হয়ে লম্বা কোঁচার তো আর ভাবনা নেই। তুই বেটা যেন এড়ি তোলা জুতো পায়ে দিয়ে লম্বা কোঁচা ঝুলয়ে বেড়াচ্চিস্, তোর মা এমনে যে ঘুঁটে কুড়ুচ্চে রে বেটা, পোঁটা চুন্নির ছেলে চন্নন বিলেস। তোর সব জান্‌তে আমার আর বাকী নেই। বেটা বোড় বামন, দলাদলির গাঁ বলেই চলে যাচ্চিস্।

বিনো। আপনি আর সকলের খবর বিলক্ষণ রাখেন কিন্তু নিজের খবর তো কিছুই রাখেন না দেখ্‌চি। তা রাখুন না রাখুন, আর সকলে কিন্তু তা নখ দর্পণে দেখতে পাচ্চেন। ভেবে দেখুন মনের অগোচর পাপ নাই, তবে খুঁচয়ে অন্যের দোষ বার কত্তে যান কেন? লজ্জা করে না, শেষ কি কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরয়ে পড়বে।

রাশি রাশি নিজ দোষ তার বেলা কানা।
কণা মাত্র পর দোষে কথা কও নানা॥
শূকর যেমন সুখ সেব্য দ্রব্য ফেলে।
থপ টপ লপ করে বিষ্ঠা গিয়ে গেলে॥
শুনিকে শোয়াও যদি সন্দেশ শয্যায়।
ছেঁড়া জুতো পানে তবু এক দৃষ্টে চায়॥
পচা ক্ষত গন্ধে মাছী উঠে তো পড়ে না।
উড়ে এসে ঘুড়ে বসে তাড়ালে নড়েনা॥
গুণ ভাগ তেয়াগিয়ে দোষে রুচি যার।
শূকর কুকুর মাছী সমতুল তার॥
চালনি বলেন ছুঁচে মার্গে কেন ছ্যাঁদা।
তেমনি তোমার ভাব ভট্টাচার্য্য দাদা॥

বেশ বেশ বেশ দাদা দোষ কর গান।
খর স্বর সেধে মার সপ্তমেতে তান॥
থাক থাক বেঁচে থেকে পর মলা হর।
হিংসা তাপে দিন রাত জ্বলে জ্বলে মর॥
নিন্দা করে ভাব করি পর গুণ ক্ষয়।
তা নয় তা নয় দেও নিজ পরিচয়॥
তুমি একা যার নিন্দা কর ঘরে বসে।
তার গুণে বশ হয়ে যশ গায় দশে॥
সুজনেরে খাট কত্তে কেহই পারে না।
স্বভাব সুবাস তার ধরায় ধরে না॥
তবে নিন্দা করে কেন বড় হতে যাও।
জাননা যে আপনি আপন মাথা খাও।
দেবনে টানিছ দাদা দেহে পর পাপ।
পড়িয়ে নরকে পরে কবে বাপ্ বাপ্॥

ভট্টা। সত্য যুগে হিরণ্য কশিপু, ত্রেতা যুগে রাবণ, দ্বাপরে শিশুপাল, আর কলিতে এই বেটা এসে জন্মেচে। দুষ্টের দমন মধুসূদন, বড় একটা ভাবিতে হবে না। বেটা আবার ছড়া কাটাচ্চেন, অমন ছড়া আমিও ঢের জানি।

বিশ্ব। বিনোদ, চুপ কর ভাই, তুমিও যেমন পাগল, বল কাকে, চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। ওসব ছেড়ে দিয়ে অন্য অন্য কথা কও। ভাল ভটচায্যি ভায়া, আজ বিদ্যাবাগীশ মশায়কে তোমার বাড়িতে দেখ্‌লেম যে।

ভট্টা। ঠাকুরদের কিছু তুলসী দেওয়া হচ্চে। এই দুটো মাস গেলে বাঁচি, মনঃপীড়া, বন্ধু বিচ্ছেদ, নানা রকম ব্যাঘাত ঘট্‌চে। আজ উঠলাম, তোমরা বসো, কাল একটু সকাল করে উঠতে হবে।

যাই, দিন কতক বেড়্য়ে আসিগে। এখানকার সব বেটা বদ লোক, দেখা যাক, একবার ফিরে তো আসি।

ভট্টাচার্য্যের প্রস্থান।

বিনো। হাড় যুড়ুলো, এখন কথা কয়ে বাঁচা যাবে, ও সব মানুষের কাছে মনের কথা খুলে বলা যায় না। আমাদের এখানকার অধিকাংশ লোকই প্রায় ঐরূপ। এখানকার লোকের সঙ্গে সামলে সমলে কথা বার্ত্তা কইতে হয়, মন খুলে কথা কবার যো নেই। আজ একটা কথা শুন্‌লেম, সেটা কি রকম বলুন দেখি, আপনি বিদ্যাবাগীশ মশায়ের কি কোন নিন্দা বান্দা করেছিলেন ?।

বিশ্ব। সে কি বিনোদ, এ কথাটা কেন বল্লে ভাই, বিদ্যাবাগীশ মশায়ের নিন্দা আমি কেন করব, আমি তো তাঁকে ভাল বলেই জানি, তাঁর নিন্দার কি আছে। কেন, রকমটা কি ?

বিনো। তিনি আজ সকাল বেলা গোবৰ্দ্ধন বাঁড়ুর্য্যে মশায়ের সাক্ষাতে বল্‌ছিলেন শুন্‌লাম, যে "বিশ্বনাথটা অতি অর্ব্বাচিন, গোবিন্দ ভটচায্যির সাক্ষাতে ভাল থাকা ইত্যাদি কটু কাটব্য বলে ব্রাহ্মণীকে কতক গুলা যাচ্ছে তাই গালাগাল দিয়েচেন, আমি তাঁর কি করেচি, এ পর্য্যন্ত ভাল ব্যতীত কস্মিন্‌কালে তাঁর কিছু মাত্র মন্দ চেষ্টাও করি নাই। তিনি কি মনে ভেবেচেন যে আমি চেষ্টা কল্লে তাঁর মন্দ কত্তে পারিনে। কালের ধর্ম্ম আর কি, 'যার জেগে চুরি করি সেই বলে চোর'। এই সে দিনেও তাঁর ছেলের জ্বর হলে আমি আপনা হতে গিয়ে তিন দিন আপদোদ্ধার শুনয়ে এয়েচি, তা কি তাঁর মনে নেই। ভবদেব বাবুর মেয়ের বিয়ের সময় যখন গোলমাল হয়, তখন তাঁর জন্য আমি কি না করেচি, তাও কি ভুলে গেচেন। কি বল্‌বো বল, আজকের কালে লোকের ভাল কত্তে নেই"।

বিশ্ব। একি সর্ব্বনেশে কথা। সে কি ? কবে তাঁকে কি বল্লাম ? বিদ্যাবাগীশ

মশায় আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন। তিনি আমার পরম উপকারী, প্রাণ থাকতে আমি কি কখন তাঁর মন্দ কথা বল্‌তে পারি। এ কথাটা কেন হলো, কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে যে, (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) হাঁ এক দিন কথায় কথায় এই বাজার করবার কথাতে বলেছিলাম মনে হচ্চে যে, আমাদের এখানকার মধ্যে বিদ্যাবাগীশ মশায়ের আহারের পারিপাট্য ভাল আছে, তাঁর স্ত্রীও মন্দ আহার কত্তে পারেন না, ভাল খান, এই তো ভাই জানি। কি আশ্চর্য্য দেশের লোক, বিদ্যাবাগীশ মশায়ের সঙ্গে আমার প্রণয় থাকা তাদের আর সহ্য হয় না। বিনোদ, তুমি ভাই অতি অবশ্য করে বিদ্যাবাগীশ মশায়ের সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁকে ভাল করে বুঝয়ে বলো তো, যেন তিনি আমার উপর রাগ না করেন। ভাগ্যে ভাই বল্লে, তা নইলে ভারি একটা মনান্তর ঘটবার সম্ভাবনা হয়ে উঠেছিল তো।

মহে। বিদ্যাবাগীশ মশায়ও যে মেয়ে মানুষের মতন দেখ্‌তে পাচ্চি। আমাদের গাঁটা ভারি খারাপ হয়েচে, কতকগুলো উনপাঁজুরে বরাখুরে লোক হয়েচে, তারা খালী কথার সব কুতর্ক ঘটয়ে আর লোকের নিন্দে করে বেড়ায়, একটু মনে ভাবে না যে আমরা কি। আপনার গায়ে হাত দিয়ে কেউই কথা কয়না।

বিনো। আজ্ঞে হাঁ আমি এখনি গিয়ে তাঁকে বলবো। আমাদের গাঁয়ের দশাই এই দাদা, কাণ নিয়ে গেল কাকে, তো ধর কাককে, অমনি পিছনে পিছনে দৌড়য়, ল্যাজ তুলে দেখা নেই, যেমন শোনে তেমনি বিশ্বাস করে। বিবেচক মানুষের কর্ত্তব্য কোন নিন্দাবাদের কথা শুন্‌লে তৎক্ষণাৎ সেই নিন্দাকর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি সে রূপ কথা বলেচেন কি না, তার পর তাঁর উত্তর অনুসারে ক্রোধের ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করেন। হটাৎ একটা কথা শুন্‌লেই যে একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা সেটাও

কিছু নয়। আবার গোপন ভাবে মনে মনে রাগ সঞ্চয় করে রাখা সেটা আরো ভয়ানক, সেই রাগ তুষের আগুণের ন্যায় ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হতে থাকে, তখন তার ভাল কথাকেও মন্দ বোধ হয় ও সেই আগুণকে বাতাস দেয়। এই রূপ রাগ সঞ্চয় করে রাখা সুহৃৎ ভঙ্গের একটি নিদান। এ গুলো যে কত বড় মূর্খের কাজ তা বলা যায় না, রাগেতে কিনা হতে পারে। আরো হয়েচে কি জানেন, এই আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেই বিবাদপ্রিয়, তারা বহুরূপীর রূপ ধরে বাড়ি বাড়ি বেড়ায়, কুটার্থ ঘটয়ে এর কথাটি ওর কাছে আর ওর কথাটি এর কাছে বলে বিরোধের যোঠনা করে। পোড়া দেশের লোক সকলও এমনি সুবোধ যে ঐ সকল মায়াবী বহুরূপী লোকের কথায় বিশ্বাস করে পরমাত্মীয় সুহৃজ্জনেরও অপমান ও অনিষ্ট করে। ঐ সকল ছদ্মবেশধারী লোকেরা কেবল গুড়ুক ফোকে আর মতলব আঁটে, বিড়াল ধার্ম্মিকের মতন আস্তে আস্তে পা ফেলে গিয়ে লোকের বাড়ি ঢোকে। তারা নারদ মুনির মতন শুদ্ধ কৌতুক দেখবার জন্যে যে ঝকড়া লাগায় তা নয়, তাঁতে তাদের বিলক্ষণ লাভ আছে, তারা যখন যার মনোরঞ্জন করে তখন তার বাড়ি থেকে শাকটা, বেগুণটো, থোড়টা, কলাটা, আর বাবুদের পুকুরে মাচ ধরা হলে চুনা ছানা মাছের মুটিটে কুটিটেও পেয়ে থাকে। আবার যদি মকদ্দমা মামলা বাধাতে পাল্লে তা হলে তো ভালই হলো, আরো আদর বাড়্লো, পরের কোঁদল তাদের দুর্গোৎসব। দাদা মশায়, এমনি ধারা কতকগুলো লোকেতেই আমদের দেশটাকে ছার খার করে তুল্লে। ভাল, এক জনকার নিন্দা আর এক জনার সাক্ষাতে করে তারা লোকের ভালবাসা যে কেমন করে হয় তার মানে বুঝতে পারা যায় না। তাদের কি এমন বিবেচনা হয় না, যে আমার সাক্ষাতে যে অন্যের নিন্দা কচ্চে সে অন্যের

সাক্ষাতে আমার নিন্দাও কত্তে পারে। তাদের কথা সকল যদি মোকাবিলা করা হয় তাহলে তারাও জব্দ হয় আর সুহৃদ্ভেদও হয় না, তা কেউ করবেন না, একি খাট যন্ত্রণা।

বিশ্ব। ঠিক বলেচো ভাই, "জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়শী" এই বচন আমাদের কাল হয়েচে। জন্ম ভূমির মায়া ত্যাগ করা যায় না, নইলে এখান থেকে চম্পট দেওয়াই উচিত। এখানকার সব লোকই প্রায় কুলোক, যে দুই একটি ভাল লোক আছে, তারা আওতায় পড়ে মারা যাচ্চে। আর কিছু নয়, এদের কুহুক দেখে আমি অবাক হয়ে গেচি, কাল স্পষ্টরূপে যার শত্রুতা করেচে, আজ আবার তারই পরম প্রিয়পাত্র হচ্চে। বিনোদ, তোমার মনে হয় কি? গোপাল বাবু ধান কাটার মকদ্দমা হারলে গোরা-চাঁদ চাটুর্য্যে গোপাল বাবুর অন্দরের পিছনে ও শম্ভুর বাড়ির উঠানে বোম পুড়য়েছেল, আর কালী তলায় পূজো দিতে গিয়ে গোপাল বাবুর দরজার সামনে হাত তুলে নেচে কত সকার বকার গান গেয়েছিল, সে দিনে গোপাল বাবু তার শির নেবার হুকুম দিয়েছিলেন। দেখ, সেই গোরাচাঁদ আবার আজকাল গোপাল বাবুর কেমন প্রিয়পাত্র হয়েচে, গোরাচাঁদের কথায় গোপাল বাবুর লাল পড়ে। এরা যে কেমন করে পটায় তার কিছু বোঝবার যো নেই। নিন্দা করে প্রিয় হওয়ার কথা বলচো, তার কারণ আর কিছুই নয়, সকলে পরের নিন্দা শুনতে ভাল বাসেন এই। তাঁরা মনে করেন যে তাঁদের নিন্দার কার্য্য কেউ টের পায় না, তাতেই পরের নিন্দা নিয়ে তাঁদের এত আমোদ।

বিনো। কি বলবো দাদা মশায়, আরো হয়েচে কি জানেন, এখানকার লোক সকল খোসামোদের অতিশয় বাধ্য, বিশেষতঃ যে কঘর ধনী লোক এখানে আছেন, তাঁরা বন গাঁয়ে শিয়াল রাজা হয়ে বসেচেন। তাঁরা সর্ব্বদা অভিমানে অভিভূত, তাঁদের সেই অভি-

মানের পোষকতা যে ব্যক্তি করে তাকেই তাঁরা মনের সহিত ভাল বাসেন। আপনার তুল্য বুদ্ধিমান, বিদ্বান, রূপবান, কুলবান, ধনবান আর কেহই নাই ইত্যাদি অভিমান পোষক শব্দ প্রয়োগ কল্লে পাস্লেই তাঁদের কাছে যথার্থবাদী ও আত্মীয় বোধে প্রিয় হওয়া যায়। অভিমানে মত্ততা হেতু তাঁরা নিজের দোষ কিছুমাত্র দেখ্‌তে পান না, পাঁচ জনে তোষামোদ করে তাঁদের ঘরে আরো আনন্দে বিহ্বল করে দেয়। সত্যবাদী ও স্পষ্ট-ভাষী লোককে তাঁরা দুচক্কে দেখ্‌তে পারেন না, বাড়ি ঢুকতেও দেন না। যেখানে কুকর্ম্ম কল্লে সুখ্যাতি পাওয়া যায়, সেখানে কুকর্ম্মকে কুকর্ম্মই বোধ হয় না, বরঞ্চ কুকর্ম্মের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি হতে থাকে। স্পষ্টবাদী ও শাক বেগুণের তোয়াক্কা না রাখা লোক প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না, যদিও কেউ থাকেন তো বাবুদের অসন্তোষ ও রাগের ভয়ে তাঁকে মুখটি বুজে থাকতে হয়। বাবুদের রাগ তো এমন নয়, যার উপর একবার রাগ হয় তার ভিটে মাটি পর্য্যন্ত চাটি করে তবে আর কাজ। বলতেগেলে অনেক কথা,রাত্রি অধিক হয়েচে, আজ ওঠা যাক।

বিশ্ব। আজ শনিবার নয়? বোধ করি হেম আজ বাড়ি আস্‌তে পারে।

বিনো। তিনি এখন প্রতি শনিবারেই এসেন। তাঁর বাড়ির পশ্চিম দিক্কের ছাত গুলো মেরামত হচ্চে।

বিশ্ব। হেমের বাসা খরচেই সবলগ টাকা যায় শুনেচি, তবু ভাল ঘর দোর গুলিয়ে সারাচ্চে শুনে কাণ জুড়ুলো। বড় লোকের বেটা বড় লোকের পৌত্র, ওর বাপ পিতমো ঢের অন্নদান করেচে।

বিনো। হেম বাবুর বাসার লোক গেলে তো ফেরে না, তা যখন যাক, অবারিত দ্বার। আমাদের এখানকার তাবৎ লোকটাই প্রায় তাঁর বাসায় গিয়ে থাকে, তাঁর কাছে মন বিমন নাই, সকলকেই তিনি যথেষ্ট সমাদর করেন, যে যে রকমের লোক তাকে সেই রকমে

আপ্যায়িত করা তাঁর অভ্যাস। যথা সাধ্য সকলের উপকারের চেষ্টা করেন, অমন পরোপকারী লোক প্রায় দেখ্‌তে পাইনে। তাঁর গুণের কথা কি বলবো দাদা মশায়, মধ্যে উত্তর পাড়ার যদুনাথ ঘোষ কর্ম্মের উমেদারির জন্যে তাঁর বাসায় গিয়ে ছিল, আমিও তৎকালে সেখানে ছিলাম। এই গত মাঘ মাসে তার ওলাউঠা হয়, তাতে হেম বাবু তিন দিন আফিস কামাই করে দু তিন জন ডাক্তর আনয়ে তার চিকিৎসা করান, আপনি তিন দিন খাড়া রাত জেগেছিলেন, তার বিষ্ঠার শরা স্বহস্তে ধরেছিলেন, কিছুমাত্র ঘৃণা বোধ করেন নি। ছোঁড়ার নিতান্ত পরমায়ু নাই তা তিনি কি করবেন, বাঁচলে সার্থক হতো, তাতে তাঁর বিস্তর ব্যয় হয়। আমার কথা ধরিনে, একজন নিষ্ঠা পরের সঙ্গেও তিনি সহোদর ভেয়ের মতন ব্যবহার করে থাকেন। এমন আশ্চর্য্য স্বভাব আমি আর কারু দেখি নি। দেখুন আমাদের গ্রামে দলাদলি আছে, তাতে করে এ দলের লোক ও দলের লোককে দেখ্‌তে পারে না, আদা কাঁচকলা ভাব, কিন্তু হেম বাবুকে সকলেই ভাল বাসে, বোধ করি তাঁর শত্রু এজগতে নাই।

বিশ্ব। কাল সকাল বেলা ওদিকে যাবে? অনেক দিন হেমকে দেখিনি।

বিনো। আজ্ঞে হাঁ, কাল সকাল বেলাই যাব ইচ্ছে আছে।

বিশ্ব। তবে কাল সেই খানেই দেখা হবে। বিদ্যাবাগীশ মশায়কে ও কথাটা অমনি বলে যেও, স্মরণ থাকে যেন।

বিনো। এখনি ঐ দিক দিয়ে হয়ে যাচ্চি।

বিশ্ব। এক পয়সার মুড়কী দেওতো মহেশ, কাল পয়সা দিয়ে যাব।

মহে। এই ন্যাও। দাঁড়াও দাদাঠাকুর, আমিও দোকানটা সেরে যাই।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

হেমচন্দ্রমুখোপাধ্যায়ের দরজার কুঠরি

হেমচন্দ্র আসীন। বিনোদের প্রবেশ।

হেম। হ্যালো! (হস্ত পীড়নানন্তর) বসো ভাই, এদের কজনকে আগে ঔষধ দিয়ে বিদেয় করে তবে তোমার সঙ্গে কথা কই, অনেক কথা আছে। শাম, তামাক দিয়ে যা।

বিনো। আমি তামাক ত্যাগ করেচ তা জান।

হেম। হাঁ, মধ্যে মধ্যে ও রোগ তোমার আছে বটে, ভাল, আমরা তো আর ত্যাগ করিনি। আর কিছু ত্যাগ করনি তো? (ঔষধ দিয়া ক্রমে সকলকে বিদায় করিয়া) গত হপ্তার কাগজ দেখেচো? আমাদের এখানকার দুরবস্থার কথা অনেক প্রকাশ হয়েচে। স্কুলের জন্যে এডিটর খুব রেকমেণ্ড করেচেন।

বিনো। কাগজ খানা এনেচো কি?

হেম। এনেচি বইকি, তোমাকে না দেখালে হয়। শাম আমার বাক্‌সের উপরে খবরের কাগজ খানা আছে নিয়ে আয় তো।

(কাগজ লইয়া শ্যাম চাকরের প্রবেশ ও হেমের ইঙ্গিত মতে বিনোদের হস্তে প্রদান)

বিনো। (পাঠ করিতে করিতে) ভেরি ট্রু, থ্যাঙ্কইউ, ইনিউমরেবল থ্যাঙ্কস্, কি? বিকটস্, সে, ভোরেসস্। যাহক ভাই, তোমার কল্যাণে স্কুলটী আজ্‌কো ভরনাকিউলর হলে ভাল হয়।

হেম। হকই আগে, তার পর সে কথা, তোমার রাম না হতে রামায়ন দেখ্‌চি যে। লোকাল সবস্ক্রিপসন ভিন্ন কিছুই হবে না, এখন তার কি? ভবদেব বাবু, গোপাল বাবু এঁরা সব কি বলেন? গেছলে?

বিনো। এক আধবার নয়, পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে গেছে। ভবদেব বাবু বল্লেন যদি আমার পাড়ায় স্কুল হয়, তা হলে কিছু চাঁদা দিতে

পারি, তা নইলে নয়। গোপাল বাবুরও ঐ কথা, কিন্তু দুপাড়াতেই বারয়ারির ভারি ধুম। আমি বলতে আর বাকী করিনি, তা "চোরা কি শোনে ধর্ম্মের কাহিনী" গোপাল বাবুর ওখানেতো কতকগুলো ঠাট্টা খেয়েই এলাম।

(বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবেশ)

হেম। আস্‌তে আজ্ঞা হক। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া পদধুলি গ্রহণ) খুড়ো মশায় আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন।

বিশ্ব। তোমাকে স্নেহ করবোনা তো করবো কাকে বাবা, তুমিতো আমার পর নও, তুমি আমার দাদা মশায়ের সন্তান, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তোমার হাজার টাকা মাইনে হক, জেঠা মশায় দুর্গোৎসবে কাঙ্গালীদের ঘরে যেমন করে অকাতরে মণ্ডা মেঠাই খাওয়াতেন তুমি তেমনি করে জাঁকয়ে দুর্গোৎসব কর, আমরা তোমার খুড়ো হয়ে বসে কর্ত্তৃত্ব করি। অমন পূজো এখানে আর কোন সেওাত কত্তে পারেনি। রাত্তির চার দণ্ড পর্য্যন্ত আমরা থাল হাতে করে পরিবেশন করে বেড়য়েচি, একটু বসবার সাবকাশ পাইনি, এক জন ধরেচে অমনি দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে তামাক খেয়েচি। তখন আমরা খুব খাটতে পাত্তাম, শরীরে জোরও ছিল অগাদ, এদানিসিন পটকে গেচি, জ্বরেতে আর বাতেতেই আমার দফা সেরেচে। হেম, তোমার পিতামহকে তোমার মনে পড়ে কি? বাষট্টি সালে তাঁর মৃত্যু হয়, সেই বৎসর আমার মধ্যম কালাচাঁদেরও কাল হয়। কালাচাঁদ বরাবর তাঁর কাছেই থাকতেন, সেই দেশ থেকে জ্বর নিয়ে যে বাড়ি এলেন, সেই কালে ধল্লো। জেঠা মশায় দেখতে কি সুপুরুষই ছিলেন, ইয়া ভুঁড়ি, ইয়া গোঁপ, যেন একটা ইন্দির। মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন, তিনি যদি টাকা রাখতেন রে বাপু, তো ঘরে ধত্তোনা, তোমার আর চাকরি কত্তে হতো না। দাদা মশায়ও অনেক টাকা রোজ-

গার করেছিলেন, তা কেউ কিছুই রাখতে পারেন নি, যত্র আয় তত্র ব্যয়। এখন কি লোকের ক্রিয়ে কর্ম্ম আর আচে, খালি বাড়ি চুনকাম আর মেগের গহনা, এই করেই হলো।

হেম। আমার পিতামহকে আমার খুব স্মরণ হয়, আমার যজ্ঞ পবীতের পর তাঁর কাল হয়।

বিশ্ব। তোমার পইতের ঘড়া আজও আমার ঘরে আচে। আচণ্ডাল প্রভৃতি হাড়ি মুচি পর্য্যন্ত বকনো দিয়েছিলেন, এক এক বকনো তেল ঠাসা। এই দরজার সামনে দুই নবোত বসেছিল। আমরা পাঁচজনে নাড়ু ভাজতে বসেছিলাম, জেঠা মশায়ের সঙ্গে দুবেটা বামন এয়েছিল, সে দুবেটা অসুর অবতার, খুলী গুলো এক হাতে ধরে নাবাতো। দাদা মশায় তাতে বাড়ি আসতে পারেন নি, উনি তখন দিনাজপুরে পেশকারী কর্ম্ম করেন। আমরা তখন সা জোয়ান, লাটিম ঘুরে বেড়াতাম। তোমার পিতামহীও বড় লক্ষ্মী ছিলেন, সাক্ষাত অন্নপূর্ণা, আমাকে ভারি ভাল বাসতেন, বাড়িতে এলে কিছু না খাইয়ে আর ছাড়তেন না। তোমার মাঠাকরুণের ধাতও হয়েচে ঠিক তাঁর মতন। এদানি বড় একটা আসা যাওয়া নেই, আগে দিন রাত এইখানেই থাকতাম, এইদরজায় বসে আমরা অনেক মজা মেরেচি, এক সের ডের সের তামাক পুড়েচে রোজ।

(কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ)

কেশ। (হেমের কন্যার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক দরজায় আসিয়া বিশ্বনাথকে দেখিয়া) কেও, বিশ্বনাথ নয়?

বিশ্ব। আজ্ঞে হাঁ, (বাহিরে গিয়া কেশবের নিকট দণ্ডায়মান)

কেশ। শাম, টুল খানা নিয়ে আয়, এই খানে দে। (টুল আনিলে উভয়ের উপবেশন) তবে ভায়া, কেমন আছ বল, তোমাকে বহু দিন দেখিনি, অত্যন্ত কাহিল দেখচি যে?

বিশ্ব। সে কথা আর বলবেন না মশায়, যেম্নারামে রেম্নারামে গেলাম,

এখন আবার দুদিন অন্তর জ্বর হচ্চে। কোলোড়ার অষুদ খেয়ে দুপালা কেন, আজ নিয়ে তিন পালা জ্বর হয়নি। আর জানেন নি তো, দাদা বই আর পার্ক নেই, একবার এসে যে চরণ দর্শন করবো, তা ছাই সংসারের কাজের জন্যে এক দণ্ড নড়তে পাইনে, আমার হয়েচ "এক দণ্ড ছেড়ে দেও তো জল খেয়ে আসি"। হেমকে অনেক দিন দেখিনি, মনটা কেমন কত্তে লাগল, বলি যাই একবার দেখে আসি গে। হেমের মতন ছেলে এ গাঁয়ে নেই, আপনি অনেক অন্নদান করেচেন, তার ফল যাবে কোথা।

কেশ। আশীর্ব্বাদ কর ভাই বেঁচে থাক্। এখন একটি নাতি কোলে কত্তে পাল্লেই সুখী হই। আর কদ্দিনই বা বাঁচবো, কাটয়ে তো দিলাম।

বিশ্ব। আপনার মতন কাটাতে কে পারে। জেঠা মশায়ের আমলের দুর্গোৎসবের কথা এতক্ষণ হেমের সাক্ষাতে বলছিলাম। ভাল দাদা মশায়, সেই যে বৎসর এঁড়েদর যাত্রা হয়, কি ধুমই হয়েছিল, লোকে লোকারণ্য, এই ঘোড় দৌড়ের উঠন, তবু জায়গা হয়নি। তখন এঁড়েদদের নতুন দল, কৈলেসা বারুই মালিনী সাজে, কি ঠমকের নাচ, কেমন সব নতুন নতুন সুর, একেবারে মাত করে দিয়েছিল। তেমন যাত্রা কিন্তু আর শুন্‌লাম না দাদা মশায়, এখন সব হয়েচে হেজি পেজির মধ্যে। এখানকার বারয়ারি পুজোর কল্যাণে সকল মিঞাকেই দেখা গেচে, বেলতলাই বলুন আর তালতলাই বলুন অমন জমাতে কোন সেওাভই পারবেন না, তেমন জমাট আর কাণে লাগে না।

কেশ। এত আত্মীয়তা এত প্রণয় ছিল, শেষ দশাটায় ত্যাগ করে গেলে?

বিশ্ব। তাতে আমার অপরাধ কি বলুন, আপনারাই আমাকে পায়ে ঠেলেচেন। কতকগুলো কুলোকের লাগানি ভাঙ্গানি শুনে মিছামিছি একটা ফ্যাকড়া তুলে ভবদেব বাবুর মেয়ের বিয়ের সময় আমাকে নিমন্ত্রণ কল্লেন না। কেম, আমার কি জাত গেছলো,

নাকি মেয়ে ছেলে বের হয়ে গেছলো, দোষটা কি পেয়েছিলেন বলুন দেখি। বলতে গেলে ঐ ভবদেব বাবুই বা কি, তবে কিনা আমরা দুঃখী মানুষ কোন কথা বলিনে। উনি এখনো কসুর কচ্চেন না, তা করুন, কিন্তু তপ্ত জলে ঘর পোড়ে না।

কেশ। তোমার জন্যে আমি যা করেছিলাম, বোধ করি শুনে থাকবে, কি করি শেষে একলা হয়ে পড়লাম। বিদ্যাবাগীশ প্রথমে আমার পক্ষ ছিলেন, কিন্তু শেষ রাখতে পাল্লেন না, ভবদেবের খাতির জেয়াদা। যাহক রে ভাই, কাজটা ভাল হয়নি, সেই অবধি আমার সঙ্গেও বড় একটা ইয়ে নেই, তবে করেন কি, আমা ভিন্ন চলে না, একটু ফেরে পল্লেই দাদা, তা নইলে দাদার সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই। ওর কথা কেন কও, বাগেপেলে আমাকেই ছাড়ে না।

বিশ্ব। আজ্ঞে হাঁ, আমি সব শুনেচি। আপনি করবেন না তো করবে কে, আপনি বরাবর আমাকে সহোদর ভেয়ের মতন স্নেহ করেন। আমি আপনার দাসানুদাস, আপনি তু করে ডাকলে ছুটে এসে আপনার পাতের ভাত খেয়ে যাব, কিন্তু ওঁয়ার বাড়িতে ইহ জন্মে আর নয়। আপনাদের আবার যদি কখন এক দল হয়, তাতে আমি একঘরে হয়ে থাকি সেও ভাল। গোপাল বাবুর দলে গিয়ে খুব সুখে আছি মশায়, অত যে আজ্ঞা করে বেড়াতে হয় না।

কেশ। তুমি রাগ কত্তে পার বটে অন্যায় নয়। তা থাক, তোমার বড় ছেলের কি চাকরি হয়েচে নয়? কে বলছেল ভাল, হাঁ গোবৰ্দ্ধন। কোথা চাকরি হয়েচে? লাভালাভ কেমন?

বিশ্ব। ওপারের রেল ওয়ে আফিসে একটু কেরাণী গিরি কর্ম্ম হয়েচে। লাভালাভ আর ছাই, আমি তো কিছু দেখ্‌তে পাইনে।

কেশ। কেমন, সংসারের আনুকূল্য হচ্চে তো?

(হেমের কন্যা বলিতে লাগিল, "ঠাকুদাদা, বাড়ি চল্ না, তুই যা দিবি বলেছিলি তা দিলিনে")

দেবো এখন রোস। (বিশ্বনাথের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) ওকে চিনিস্, ও তোর আর একটা ঠাকুদ্দাদা,ওকে বিয়ে করবি ?

বিশ্ব। এমন নব কার্ত্তিক আর পাবে কোথা। এসো দিদী এসো, একবার কোলে করি। (হাত ধরিতে গেলে সে কেশবের গলা জড়াইয়া ধরিল) কি বলছিলেন দাদা মশায় ? আনুকূল্য, অমনি, রীতি মত নয়। সংসারের কষ্ট কিছুই দূর হয় নি, যে বিশ্বনাথ সেই বিশ্বনাথই আছেন, বাজার কত্তেও হচ্চে, গরুর খড় কাট্‌তেও হচ্চে।

কেশ। তোমার বড় ছেলের নামটি কি ভাল ? ভুলে যাচ্চি।

বিশ্ব। আজ্ঞে, কিশোরী মোহন।

কেশ। বাসা করেচেন কোথা ?

বিশ্ব। তার মামাদের বাসাতেই থাকে, তারাই কর্ম্ম করে দিয়েচে।

কেশ। হাঁ হেম, কিশোরী মোহনের সঙ্গে তোমার দেখা শুনো হয় কি ?

হেম। আজ্ঞে হাঁ, কাল একত্রেই বাড়ি এলাম। বড় অন্ধকার বলে তাঁর সঙ্গে আবার আলো দিলাম।

কেশ। ভাল করেছিলে, ওপথটা অতিশয় আওল, বিশেষ মোড়লপুকুরের ধারটা বড় ভয়ানক হয়েচে।

(হেমের কন্যা পুনরায় রোদনস্বরে উঁ উঁ উঁ ঠাকুদাদা গোঁ বাড়িচল)

বসো ভাই, খেঁদিকে রেখে আসি।

বিশ্ব। আজ্ঞে না, আর বড় বসবোনা, খড়ের চেষ্টা কত্তে হবে।

কেশবের প্রস্থান।

সনাতন কলের প্রবেশ।

সনা। এই যে চাটুজ্জে মশায় এখানে রয়েচে, মজা করে তামুক খাচ্চে। তোমার গড়ুতে মোর সব ধান খেয়ে ফেল্লেন,শালার গড়ু এমনি কল ধরেচে তাড়ালে নড়ে না, ভুঁই খানা তল মাড় করে ফেলে-

চেন। যে ক্ষেতি করেচেন দেখলে পরাণ ফেটে যায়, জোয়াল বিচ ধান গুনো মুড়োমেরে খেয়েচেন। এমন গড়ু পোষাও দেকিনি বাবু, খালি নোকের সব্বনাশ কচ্চে। এক্কন এসো মশায়, তোমার গড়ুটো ধরে নিয়ে যাও। এতক্ষণে আদ খানা ভুঁই খেয়ে ফেল্লেন। কি বলবো দা ঠাকুর, তোমার গড়ু, নইলে শালার গড়ুকে ঠাঁয় মাত্তুম।

বিশ্ব। সে কি সনাতন? আমার গরু, আমার গরু তো কোথাও যায় না।

সনা। আর মশায়, মুই আর চিনিনে, তোমার সেই ধলা গাইটে।

বিশ্ব। চল দেখি দেখিগে, তবে বুজি কেমন করে দড়ি ছিঁড়ে এয়েচে।

বিশ্বনাথ ও সনাতনের প্রস্থান।

বিনো। এই একটা অত্যাচার যে আমাদের এখানে হয়েচে, বড় ভয়ানক, গাছ পালা আর হবার যো নেই। আমাদের বাড়ির দক্ষিণে খানিকটে জায়গা ছিল, এবার সেইটে ভাল করে ঘিরে কলা গাছ দেওয়া হয়েছিল, কাল দেখি বেড়া ভেঙ্গে গরু ঢুকে গাছ গুলি সব মুড়ো করে দিয়ে গেছে, দেখে এমনি দুঃখটো হলো, তা বলবার যো নেই, বাবুদের গরু গুলোও সব খোলা বেড়ায়। বাবুরা আবার পাঁটা খাবার লোভে ছাগল পুষতে আরম্ভ করেচেন। বিশ্বনাথ দাদার গরু বলেই সনাতন অত কথা বলতে পাল্লে। বাবা এক একবার রাগ করে বলেন "এখান থেকে উঠে যাই, বাবুদের দৌরাত্তি আর সওয়া যায় না, দুটো গাছ পালা আজ্জে খাব তারও ছাই যো নাই।" গরু বাছুর আর ছাগলের দৌরাত্তিতে তাবত লোকই ব্যতিব্যস্ত হয়েচে।

হেম। ভাল, আমাদের এখানে অনেকেই তো মকদ্দমাবাজ, এদের নামে অনধিকার প্রবেশের নালিশ কত্তে পারে না। তারি দুঃখের বিষয়, এর উপর আবার বানর আছেন, এক্কোনা নয়।

বিনো। খালি তার পেয়ে হলে তো বাঁচতাম, দুপেয়েও অনেক। রাজা

রামচন্দ্র কটক গুলিন আমাদের এই দেশেই ছেড়ে দিয়ে গেছেন।

হেম। কি ভয়ানক জঙ্গল হয়েচে ভাই, কই তার কাছে তো কেউ এগয় না, কত নূতন গাছ নূতন জানওয়ার সচরাচর দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্চে। শিয়ালেরা সব বেরালের মতন বাড়িতে বেড়ায়। দত্ত-দের বাড়ি থেকে একটা ছেলেকে নাকি টেনে নিয়ে গেছলো?

বিনো। তার পর তাদের বাঁশ বনের ভিতরে ছেলেটিকে খুঁজে পেয়েচে নাকি। জঙ্গলের কথা বলচো কি? আমাদের যে জায়গাটা ঘিরে কলাগাছ দেওয়ার কথা বল্লাম, সেটা এক প্রকার সুন্দর বন আবাদ মহল বল্লেই হয়, আমাদের সংসারের প্রায় সম্বৎসরের কাটের সমস্থান হয়েচে। জঙ্গল ক্রমেই বাড়চে, জঙ্গল আবাদ করে কেউ যে ছুটো গাছ পালা দেবে, তারও তো যো নেই।

হেম। আমাদের দেশের ক্রমেই শ্রী বৃদ্ধি হচ্চে। পীড়া কেনইবা হবে না, দিন কতক জঙ্গল কাটা ও পুকুরের পানা তোলার জন্যে থানা-ওয়ালারা ধুম ধাম করেছিল, এখন আর সাড়া শব্দ কিছুই পাওয়া যায় না। বাবুদের পিতৃ পুরুষেরা পুষ্করিণী খাদ করে গেছেন, তাঁদের অভিপ্রায় যে সাধারণে সে সব পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করে উপকার লাভ করবে, বর্ত্তমান বাবুরা সে গুলিকে যে পরিষ্কার করে রাখবেন তাও তাঁদের ক্ষমতা নাই, সুতরাং লোকের উপকার দূরে থাকুক, সমূহ অপকারই হচ্চে। জল ব্যব-হার করা চুলয় পড়ুক, ছুঁলে জ্বর হয়, গন্ধে ভূত পালায়, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে বাবুদের বাবুগিরির ধুম ধামের তো কম দেখা যায় না। হয়েচে কি জান বিনোদ বাবু, আমাদের এই গ্রাম জেলা ও থানা থেকে অধিক দূর, তাতেই সকল বিষয় পোলি-শের গোচর হয় না। পোলিশ যদি নিকট হতো, তাহলে বাবু-দের এত লাটী জোটা ও প্রজা পীড়নের এত ধুম ধাম দেখা যেতো না। নিকটস্থ ঘাটীদারেরা বাবুদের ক্রিত দাস বল্লেও বলা

যায়, উপুড় হস্তে তাদের মুখ সেলাই করে দিয়েচেন। এ সকল বিষয় খবরের কাগজে প্রকাশ হলেও অনেক উপকার হতে পারে, তারও তো উপায় দেখি না, বাঙ্গালাই বল কি ইংরাজিই বল, মুকলম লেখেন এমন লোকও বিরল। যদিও কেউ যেমন তেমন করে মাতৃ ভাষায় আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত কল্লেও কত্তে পারেন, কিন্তু তাও হওয়া কঠিন। বাবুদের ভয়ে সব্বাইকেই চুপ করে থাকতে হয়, দুঠোঁট এক করবার যো নেই। ফলত এখানকার আর ভদ্রস্থ নাই, তবে যদি কখন বিদ্যার আলোক এসে প্রবেশ করে, তাহলে কি হয় বলা যায় না। মা সরস্বতীর দয়া ব্যতী-রেকে মঙ্গলের সম্ভাবনা আর কিছুই দেখি না।

বিনো। যা বল্লে, এই সকল কারণেই বাবুদের অত্যাচার ও প্রজা পীড়-নের বৃদ্ধি হচ্চে বটে, ঠিক কথা। আহা! প্রজাদের দুঃখ ভাবতে গেলে আর জ্ঞান থাকে না, যেরূপ দেখ্‌চি, তাতে করে প্রজারা জমীদারদের দাসানুদাসেরও অধিক। প্রজাদের অপরাধ কি, না তারা উপযুক্ত কোন কোন স্থলে বা অতিরিক্ত রাজস্ব দিয়ে ভিটায় বাস করে, ও জমীতে চাস আবাদ করে, সেই রাজস্বের উপর আবার সুদ হিসাবয়ানা ও অন্যান্য বাব সবাব আছে। এ সেওয়ায় জমীদার মশায়ের ছেলে মেয়ের বিয়ে বাপ মার শ্রাদ্ধ এ সকল উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে তাদের ঘরে আবার মাঙ্গন মাথট দিতে হয়, আর তো কথায় কথায় টাকার আঁকে আধ আনা এক আনা করে চড়চট। জমীদারদের আর একটা লাভের অঙ্ক, বাজে আদায়, সেটা কি না প্রজাদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করে সরকারে জমা হয়, তা স্ত্রী পুরুষে ঝকড়া হলেও জরিমানা দিতে হয়, একটু ফুড়ুং কাড়াং কল্লেই অমনি লাগাও জুতি। জমীদার মশায় মধ্যে মধ্যে প্রজাদের নামে হুকুমনামা জারী করেন, তা তৎক্ষণাৎ আমলে না আনলেই সর্ব্বনাশ। নিজের

সহস্র কর্ম্ম ক্ষতি করেও তদ্দণ্ডে দৌড়ুতে হয়, আপনার জমীর চাস আবাদ ফেলে রেখে ঘর থেকে লাঙ্গল গরু নিয়ে গিয়ে জমীদারের জমী আগে আবাদ করে দিতে হয়, তার একটু এদিক ওদিক হলে জরিমানাও দিতে হয় ও গুঁতা গাঁতাও খেতে হয়; কারণ প্রজাদের নামে হুকুমনামা নিয়ে যাঁরা যান, তাঁরা যমের সহোদর ভাই, আগে আপনার গণ্ডা বিলক্ষণ করে বুঝে সুঝে লন, তার পর যা মনে থাকে তাই করেন। আমাদের এই সকল জমীদারেরা দুঃখীর মা বাপ, দয়া দেবী এঁয়াদের এক যোজন পথ দিয়েও গমন করেন নাই। এঁয়ারা যেন রাজাকেই ফাকী দিচ্চেন, কিন্তু সর্ব্বব্যাপী ও অন্তরযামী সেই রাজার রাজা যিনি দিব্য চক্ষে অতি গুপ্ত কার্য্য সকলও প্রত্যক্ষ কচ্চেন, তাঁকে তাঁরা যে কি বলে ফাকী দেবেন তাই ভাবচি।

যত ভাল যত মন্দ যাকর গোপনে।
নাহি থাকে অপ্রকাশ তাঁহার নয়নে॥
অমানিশী ভালবাসি চোরে চুরি করে।
অন্ধকারে পর দ্বারে পর দারে হরে॥
অর্থ লোভে কত লোকে অভয় অন্তরে।
পথিকের মাথা ভাঙ্গে বিজন প্রান্তরে॥
তলে তলে কত নরে ফিরে অত্যাচারে।
কোঁচার ভিতর থেকে ঢিল ফেলে মারে॥
ছদ্ম বেশে এসে ঘেঁষে পড়সীর ঘরে।
অপ্রকাশে অনায়াসে সর্ব্বনাশ করে॥
রাজার বাজারে তারা লভিছে ব্যাপার।
জানেনা যে তাঁর হাতে নাহিক নিস্তার॥

এখানে যেখানে হক দণ্ড পুরস্কার।
হবেই হবেই হবে জেনে রাখ সার॥
চুপি চুপি জল খেয়ে জলে মেরে ডুব।
মনে করে মনে হরে ফাকী দিই খুব॥
মিছে ফাকী দিতে চেষ্টা করা বারবার।
ধর্ম্ম ঢাক কাঁধে করে করেন প্রচার॥
করা দূরে থাক মন্দ ভাবিলেও মনে।
জান সার নাহি পার তাঁহার সদনে॥

হে ধনি বাবুগণ, আপনারা মনুষ্য দেহ ধারণ করেছেন, এখন মনুষ্যের কর্ত্তব্য সমাধান করে যথার্থ মনুষ্য পদে বাচ্য হোন, ও একমাত্র চিরজীবি যে যশ তা সঞ্চয় কত্তে যত্নবান হোন, অনর্থক অর্থ সঞ্চয়ে বৃথা কাল হরণ করবেন না, পর পীড়ন দ্বারা আর অপযশ ক্রয় করবেন না। হস্ত পদাদি অবয়ব বিশিষ্ট হলেই যে মনুষ্য হয় তা নয়, মনুষ্যের কাজ করা চাই। অন্যের নিকট হতে যেরূপ ব্যবহার আকাঙ্খা করা যায়, সেইরূপ ব্যবহার অন্যের প্রতি কল্লেই মনুষ্যের উচিত কাজ করা হয়।

মনুষ্য আকার ধর, মনুষ্যের কাজ কর,
চর চর পথে চর, সকলেরে সম ভাবে তোষ না।
প্রিয় ভাষ ভাষ ভাষ, সমধুর হাস হাস,
শীলতা সলিলে ভাস, দয়া পাখী হৃদয়েতে পোষ না॥
হিংসা দ্বেষ পরিহরি, কলহে বর্জ্জন করি,
রাগের রাগেরে হরি, অভিমানে অবিরত রোষ না।
ত্যজিয়ে পর দূষণ, গুণ কর অন্বেষণ,
খুঁজে খুঁজে অনুক্ষণ, স্বীয় দোষে রোষভরে দোষ না॥
মিছে কেন ধুম ধাম, জাঁকাতে আপন নাম,
দিয়ে বড় বড় থাম, কেন কর প্রতিবাসী ঘোষণা।

কিছুই রবেনা শেষ, অপযশ অবশেষ,
পরহিতে নিয়ে ক্লেশ, এই বেলা যশ কর ঘোষণা ॥
আলবোলা বোলবোলা, সব রবে শিকে তোলা,
কাচা কল্‌শী আছে তোলা, দেখে শুনে মনে লাজ বাস না।
এর হরি ওকে মারি, অমুকের দফা সারি,
আর কেন মারামারি, কাল গেল ছাড় ছাই বাসনা ॥
দিন দিন যায় দিন, নিকট শেষের দিন,
তবু মেরে ক্ষীণদীন, অনর্থক অর্থ কর শোষণা।
ধনে অনাদর করে, ক্ষমাহার গলেপরে,
সন্তোষেরে কোলে করে, খুঁট ধরে চেপে ঘরে বস না ॥

হেম। ক্যাপিট্যাল! ঠিক কথা, মনে এইরূপ স্থির নিশ্চয় করে রাখতে পাল্লে সংসারে আর কোন দুর্নীতিই ঘটে না, বরং সৎকর্ম্মের প্রতি লোভ অগ্রসর হয়, ও চরমে পরম সুখ লাভ করা যায়। আমি বলি, দেশের হিতের নিমিত্তে আমাদের এখানে একটি সভা স্থাপন কত্তে পাল্লে ভাল হয়, তাতে ধর্ম্ম চর্চ্চাও হতে পারে, ও এই হতভাগা দেশের হিত চিন্তাও হতে পারে। বোধ করি, তা হলে কিছুনা কিছু উপকার দর্শিতে পারে।

বিনো। সভার নাম শুনলে গা জ্বালা করে রে ভাই। দিন কতক মধু বাবুর চণ্ডীমণ্ডপে ব্রাহ্ম সভা হয়েছিল মনে হয় তো? সভ্যেরা ধর্ম্মের ভাণ করে কেবল লোকের সর্ব্বনাশ করেছেন, তাঁদের এক একটা কাজ মনে হলে গা শিউরে ওঠে। আমাদের এখানকার লোকের নীতি শিক্ষা অগ্রে আবশ্যক, তার পর ধর্ম্ম; নীতির সোপান ব্যতীত ধর্ম্মের সন্নিহিত হওয়া সুকঠিন। যাহক, সভা একটি হলে ভাল হয় বটে, কিন্তু এ দলাদলির চলাচলি থাকতে হওয়া ভার। চেষ্টা করবার হানি নাই; ফলে এখানকার লোকের

বিদ্যা শিক্ষার উপায় অগ্রে আবশ্যক, পরে অন্যান্য ব্যবস্থা।

(গোরাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবেশ)

গোরা। খুড়ো মশায় কোথা গা?

হেম। কেও? গোরাচাঁদ দাদা, কত্তাকে তল্লাস কচ্চেন? তিনি বাড়ির মধ্যে। আসুন, তামাক খান।

গোরা। (স্বগত) তবেই তো (প্রকাশে) তামাক তৈয়েরি নাকি? অনেক ক্ষণ খাইনি বটে, দ্যাও। (হাই তুলিয়া টুসী মারণ) তাই তো, আবার বাড়ির মধ্যে।

হেম। কেন, কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে কি? সম্বাদ দেব?

গোরা। না, এমন কিছু নয়, আজ হরে বেটা আমাকে ভারি মজয়েচে, বেটাচ্ছেলে পয়সা নিয়ে গেল সকাল সকাল আসবে বলে, তা এখনও তো তার দেখা নেই। বেটা ভারি নষ্ট, বেটাকে কটো পর্য্যন্ত দেখালাম, বেটার তবু হুঁশ নেই। অল্প আগুণে তামাক খাওয়া আর ছোট লোকের খোসামোদ করা সোমান।

হেম। শাম, যা তো, কত্তার কাছথেকে একটু আফিম চেয়ে নিয়ে আয়। কতটুকু চাই?

গোরা। কাকার সঙ্গে দেখাটা হলে ভাল হতো। তাইতো, বেটা যদি ওবেলাও না আসে, তবেই তো।

হেম। শাম, তুই যা কত্তার কটোটা শুদ্ধ নিয়ে আয়।

গোরা। বেশ বলেচো বাবা, হবে না কেন, যেমন বাপের বেটা, অমন হাত দরাজ আর কোন বেটার নেই। দিচ্চেনই তো, যে আসচে তাকেই দিচ্চেন। ওঁর দরয়াতে চের যায়, আর সব বেটাই পুঁটে তোলি। (হাই তুলিয়া টুসী মারণ)আমি কারু কাছে চাইনে ভাই।

রামচাঁদ সরকারের প্রবেশ।

রাম। [illegible] সৌরজী বন্দবস্ত দেখ্‌চি।

গোরা। [illegible] কাজ করে কর দেখি। (কৌটা

আনিলে দরিদ্রের রত্ন গ্রহণের ন্যায় লইয়া একটি বাঁটুল পাকাইয়া আপন কৌটায় রাখিলেন, পরে বড় মটর পরিমাণ আবার লইয়া বদনে নিক্ষেপ করিলেন ও অঙ্গুলী চুষিতে লাগিলেন) বেশ মাল, এখানে বেটারা ভেল দিয়েই খারাপ করে। (রামচাঁদের প্রতি) তুই কোথাকার বঙ্কোমেনে কাইত রে, মিষ্টি পেলে যে আঁটি শুদ্ধ গিলিস্। দে কলকে দে, (হুঁকা বাড়াইয়া দিলেন) তামাকটা বেশ তামাক, কলকাতার বটে। আমি ভাই কলকাতা গেলেই বটতলা থেকে এক তাল করে তামাক কিনে আনি। এখানকার দোকানে তামাক গুলো যাচ্ছে তাই, খাওয়া যায় না। যা হক ভাই, তুমি খুড়ো মশায়কে খুব সুখে রেখেচো। কলকাতায় আজও আঁব পাওয়া যায় বোধ করি। ছেলেটা ক দিন ধরে আঁব আঁব করে এমনি ধরেচে, থামাতে পারিনে।

হেম। আজ্ঞে হাঁ, পাওয়া যায় কিন্তু দুর্মূল্য, এবার আনা হয় নি।

গোরা। যাই, গোপাল বাবুর বাগানের পুকুরে জেলে নেবেচে নাকি।

বিনো। যান, গোপাল বাবুর ছেলে সেখানে দাঁড়য়ে আছেন।

গোরা। বটে, তবেই তো। ভারি কিরেট বাবা, হাত দিয়ে জল সরেনা, চক্ষু লজ্জার নাম গন্ধও নেই।

বিনো। যাদের কৃপণ স্বভাব তারা বড় ভয়ানক লোক, তাদের চক্ষুলজ্জা কি মান অপমান জ্ঞান কিছুই থাকে না, তারা পয়সার খাতিরে না কত্তে পারে এমন কর্ম্মই নাই। তাদের কাছে কিছুই আটক খায়না

দয়া মায়া দান ধর্ম্ম যশ আর মান।
কৃপণের ভবনের সদনে না যান॥
নিষ্ঠুরতা কপটতা অভদ্রতা দ্বেষ।
মাথায় চড়িয়া তার নাচিতেছে বেশ॥
ভাল খাওা ভাল পরা ভাল আভরণ।

পড়িলে নয়নে তার পুড়ে যায় মন ॥
মাতা পিতা ভগ্নী ভ্রাতা অপত্য ললনা।
সকলেই তার কাছে লভিছে ছলনা ॥
আত্ম বন্ধু যাক দূরে আপনারে ফাকী।
সকলি অসার তার সার মাত্র চাকী ॥
টাকা তার ইস্ট দেব টাকা ধ্যান তপ।
সুদ সুদ তস্য সুদ করে করে জপ ॥
টাকা টাকা করে হয় দিন রাত সারা।
নগদ পাইলে হাতে ছেড়ে দেয় দারা ॥
কুকর্ম্মেতে লজ্জা নাই পাপে নাই ভয়।
আমার আমার বলে সব টেনে লয় ॥
যেন তেন প্রকারেন কোলে ঝোল টানে।
পীরের রেয়াত নাই কৃপণের স্থানে ॥
বাড়াতে আপন ধন প্রাণ পণ করে।
পরের জীবন ধন অকাতরে হরে ॥
অর্থ লাগি তলে তলে কিনা বল করে।
অসতী যুবতী মত কত বুদ্ধি ধরে ॥
পেটে মরে কাচা পরে যা করে সঞ্চয়।
ভূপতি অনল চোর যক্ষ ভোগে হয় ॥
শমন আসিয়ে শেষ কেশ আকর্ষিয়ে।
হিঁচ্‌ড়ে টেনে নিয়ে যায় কাঁটা বন দিয়ে ॥
লোহার মুগুরে তথা হাড় গুঁড়ো হয়।
হাড়ি হয়ে জন্মে শেষে হাঁড়ি মাথে বয় ॥

হেম। গোপাল বাবুর ছেলে লেখা পড়ায় কেমন হয়েছে ?

গোরা। তা প্রায় আমারই মতন। তার লেখা পড়ার জন্যে গোপাল বাবু টাকা খরচ কত্তে কসুর কনরে নি, কিন্তু কিছুই হয় নি। বিদ্যার এক গুণ আলাদা, ধীর হবে, নম্র হবে' দয়া, ধর্ম, শীলতা, এ সব থাক্‌বে, তা তার কিছুই নেই, কেবল টাকা চিনেচে, তা সে বিষয়ে দিক বিদিক জ্ঞান নেই। গোপাল বাবু ছেলের জন্যে সর্ব্বদা অসুখী, মধ্যে মধ্যে দুঃখ করে বলেন "আমার ছেলে হতেই আমার নাম ডুব্বে, আমি মলে আমার বাড়িতে প্রস্রাব কত্তেও কেউ আসবে না"। গোপাল বাবু লোকটা খুব রাশ ভারি নাকি, তাতেই বড় একটা টের পাওয়া যায় না, কিন্তু ব্রাহ্মণ ছেলের জন্যে ভারি দুঃখিত। বাপকে বড় একটা গ্রাহ্য করে না। ঐ একটি ছেলে অতিশয় আদরের নাকি, সুতরাং কিছু বলেন না, আবার কোন কথা বল্লে গিন্নী পাছে রাগ করেন সে ভয়ও আচে।

হেম। গোপাল বাবুর মেয়ের বিয়ের হচ্চে কি?

গোরা। পাত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্চেনা, সোনার গাঁ বিক্রমপুর পর্য্যন্ত লোক পাঠান হয়েচে।

হেম। গোপাল বাবু লোকটা এমনে বড় মন্দ নয়।

গোরা। গোপাল বাবু মস্ত লোক, সবদিকে সমান নজর, আর আলী নজর, মান বল, সম্ভ্রম বল, কি আও ভাও লোকলৌকতা বা আত্মীয়তাই বল, যদ্দিন ঐ মিন্সে, ও গেলেই সব ফুরুলো। একটা মানুষের মতন মানুষ, মামলা মকদ্দমা, দাঙ্গা হাঙ্গাম কিছুতেই পিছ পাও নেই। আজকের বাজারে অমন লাঠির জোর এখানে আর কার আছে বল, অত বড় ভবদেব মুখুয্যেকে হাজি হাজি শুম্‌রে দিয়েচে। আজকাল আমাদের গাঁয়ের সেরূপ ওরকাছে মাথা নেড়ে ওঠেন এমন বেটাছেলে এখানে দেখিনে, আর অনুগত প্রতি-পালক। দুঃখের বিষয় এই যে ছেলেটা কিছু হলো না, বাপের নাম রাখতে পারবে না। ছেলেটা হয়েচে ঠিক যেন "নরানাং

মাতুল ক্রম"। এরপর নেশা টেশা কত্তে শিখলে কি রকম দাঁড়ায় বল্‌তে পারিনে, বেয়ে ছেয়ে দেখতে হবে।

বিনো। গোপাল বাবু, গ্রামের লোকের কার কি ভাল করেছেন, বরং অনেকের মন্দ করেছেন বিস্তর দেখতে পাওয়া যায়। অনুগত প্রতিপালন করা আর কি, কতক গুলো গঙ্গাজলে গুলিখোরকে পুষেছেন এই মাত্র।

গোরা। কথা বলতে গেলেই কথা বাড়ে, বোবার শত্রু নেই, চুপ করে থাকাই ভাল। দেও, হুঁকো দেও, খেয়ে যাই, বিনোদের কথা গুলো ভারি চ্যাঁস চ্যাঁসে রকম, আচ্ছা বাবা, বলে ন্যাও, কারু কথাতে কারু গায়ে ফোস্কা পড়েনা।

হেম। আপনি ভবদেব বাবুর ওখানে এখন তার বড় একটা যান টান না বুঝি?

গোরা। ভবদেব আবার বাবু কিসে? আমরাই পাঁচ জনে বাবু করে-ছিলাম। বাবু তো গোপাল বাবু, বোনেদি ঘর, এ গাঁয়ের মাথা। দাতা ভোক্তা, সকলদিকে চৌচাপটে সোমান, ওর আঁস্তাকুড়ও ভাল।

বিনো। ভবদেব বাবু আপনার কন্যার বিবাহের সমুদয় আনুকূল্য করে-ছিলেন নয়?

গোরা। সে ভবদেব বাবুর দেওয়া আর কেমন করে, মফস্বলের আমলারা দিয়েছিল, তাঁকে তো আর ঘরথেকে দিতে হয়নি। অধর্ম্মে কথা বলতে পারিনে, বরং তাঁর ভাই দশ টাকা দিয়েছিল বটে।

হেম। (বিনোদের প্রতি চুপি চুপি) চুপ কর, আর কাজ নেই।

গোরা। আগুনটা হলো না রে। ভাল করে দেতো, খেয়ে যাই, অনেক কাজ আচে।

(গোরাচাঁদের প্রস্থান)

হেম। চল বিনোদ বাবু, স্নান টান করা যাগ্‌গে।

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্দর বাটী
ছোট বউ ও বড় বউ নিদ্রাবস্থায় অবস্থিতি।
কাদম্বিনীর প্রবেশ।

কাদ। ছোট গিন্নী কোতা লো! (দেখিয়া) ওমা! দুজায়েই যে একে-বারে অজ্ঞান হয়ে ঘুমুচ্চেন। (উচ্চৈঃস্বরে) ছোট বৌ, ছোট বৌ, ওটনা লা, আর কি বেলা আচে। একেবারে সগ্‌গে নেই, ওলো বিচে, বিচে, কামড়ালে।

ছোট। (আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া ও কাপড় ঝাড়িয়া) তাই তো, বেলা গেচে যে। কাল ভাই সমস্ত রাত্তির মশায় ঘুমুতে দেয় নি।

কাদ। মশাই হক আর যেই হক, আমি তা বলচিনে। ঠাকুর ঘরে কে না আমি কলা খাইনি। চোরের মন পুঁই আঁদাড়ে। তা হক, এখন মাটে যাবি, নাকি বসে বসে গা চুলকোবি। আমাদের হাড় যুড়য়েচে বাবু, রাত্তিরে হাত পা ছড়য়ে ঘুময়ে বাঁচি।

ছোট। তোর সকলতাতেই ঠাট্টা, তাবলে কেউ আর ঘুময় না।

কাদ। তবে আবার ঘুমও, আমার ঘাট হয়েচে, কাঁচা ঘুমটো ভাঙালুম। সত্তি যাবি? যাস তো ওট, মিচে নল পত করিস্‌নে। আবার দড়ি বার হচ্চে কেন? মাতা বাঁন্তে হবে নাকি? (মুখের কাছে হাত নাড়িয়া যাত্রার স্বরে) যার সহজ রূপে পরাণ কাঁদে, সে কেন গো চুঁড়ো বাঁদে। ওলো বিনোদিনী—ও তোর বিনোদ বিনোদ খোঁপা, খোঁপায় আবার বিনোদ চাঁপা, বিনোদ বিনোদ সাজে, চরণেতে চারগাচা মল বিনোদ বিনোদ বাজে—

ছোট। (কাদম্বিনীর মুখে হাত দিয়া) আর হাড় জ্বালাস্‌নে, চুপ কর ভাই, দিদী শুনতে পাবে।

কাদ। দিদীকেও কি মশা কামড়েছেলো নাকি? ওমা তাই তো, কামড়ে গাল পর্য্যন্ত রাঙা করে দিয়েচে যে! নে, যাবি? যাস্‌তো চল আর দেরি করিসনে, চল বেলা গেল।

ছোট। রোস নে ভাই, দিদীকে আগে ওটাই। (বড় বোয়ের গায়ে হাত দিয়া) দিদি, দিদি, বেলা গেচে, ওটো!

বড়। (উঠিয়া) ছোট্‌ঠাকুজ্জীকে বল্লুম, বলি উটয়ে দিস, তা মজা দেকচে বুজি। ছোট বৌ, তুই কদম ঠাকুজ্জীর সঙ্গে যা, কাপড় কেচে আসগে, আমি এ দিক্কের কাজ কম্ম দেকিগে। ঠাকুরপো এখনি বাড়ি আসবে, জল খাবার না পেলেই অনত্ত করে দেবে। দ্যাক দেকি ছোট্‌ঠাকুজ্জী কাপড় কেচে এয়েচে কি না, তাহলে তাকে বল, রান্না ঘরের কুলুঙ্গির উপুর পেত্তেতে একটা পেঁপে আচে, ছাড়য়ে রাকে। যাঃ! মশারিটে রদ্দুরে দেওয়া হলো না, বকবে এখন কত। মশারিটে অমনি ছাতে ফেলে দিয়ে যাস্‌ তো। তোরা বড় একটা দেরি করিসনে, শীগ্‌গির আসিস।

বিন্ধ্যবাসিনীর প্রবেশ।

বিন্ধ্য। এই যে উটেচেন সব।

বড়। ছোট্‌ঠাকুজ্জী, তোকে বল্লুম একটু সকাল করে উটয়ে দিস, তা ভাল লোককে বলেছিলুম কিন্তু।

বিন্ধ্য। কি বলবো কদি দিদী এসে উটয়ে দিয়েচে, তানইলে আরো মজা হতো। (কাদম্বিনীর প্রতি) তুই কমেন দিয়ে এলি?

কাদ। আগাশ দিয়ে।

বড়। তোর কাপড় কাচা হয়েচে?

বিন্ধ্য। কাপড় আর কাচতে হয় না, রাকালের জ্বালায় এতক্ষণ কি নড়তে পেরেচি। বাপরে বাপ, যে দৌরাত্তিটে করেচে!

বড়। তবে তুইও যা এদের সঙ্গে। পেঁপেটা ছাড়য়ে রেকে যাস, ভুলে যাসনে যেন।

বিন্ধ্য। বেলা এখনো ঢের আচে, তোরা ঘুম চকে দেখতে পাচ্চিসনে। রাজেরা এই মোত্তর কাজকত্তে এলো। ছোটদার আসবার এখনো ঢের দেরি আচে।

বড়। তবে তোরা যা, আমি বিচেনা গুনো রদ্দুরে দিইগে। দ্যাক, বঠ্‌ঠাকুজ্জী যদি মামা শ্বশুর ঠাকুদ্দের বাড়িতে থাকে তবে অমনি ডেকে দিয়ে যাস্। এদের জল খাবার উজ্জুগটি করে দেবেন এ উবগারও তাঁকে দিয়ে হবার যো নেই। এক দণ্ডও বাড়িতে বসতে পারেন না, দিবে রাত্তির এর বাড়ি ওর বাড়ি করে বেড়াচ্চেন, খাবার সময় খালী একবার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেন। এমন করে কি ঘরকন্না চলে, খেতে হলেই কত্তে হয়। কে বলবে বাবু, এখনি গলার মাস ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। আমরাই সব যেন চোর দায়ে ধরা পড়েচি, যে খানে থাকতে হয় সে সংসারের আলস্ব আশ্রয় দেকতে হয়, ভেয়েরা সোণার ভাই, তাই সাজে, নইলে হাড়ির হাল হতো। ওঁকে বল্লে বলেন "তুমি কিছু বলনা, যা জানে তা করুগ্‌গে, তুমি কেন মিছে বলে অখ্যাতের ভাগী হও"। ঠাকুরপো বরং এক একবার ঝোঁকে ঝোঁকে ওটে, তা হলে কি হবে, কিছু বলবার তো যো নেই, তার মুকের কাচে টেঁকে কার বাপের সাধ্যি। একটি কথা বল্লে হাজার কথা শুনয়ে দেয়, সে দিনে ঠাকুরপোর ধুদ্ধুড়িটে ধুয়ে দিলে। (কাদম্বিনীর প্রতি) হাঁ ঠাকুজ্জী, তোদেরও তো ভাই ভেয়ের সংসার, তাকি তোরা এমনি করে গপ্প করে যেখানে সেখানে বেড়াস, সংসার হেজে মজে গেলেও কি একবার তাকয়ে দেকিস্‌নে।

কাদ। গপ্প আর কত্তে হয় না, একটু বসবার যো আচে। বিকেল বেলা তোদের বাড়িতে এসে তবে একবার হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। তোরা তো দুজায়েই সংসারের কাজ কম্ম কচ্চিস, আমাদের বৌ নড়ে বসে না, তার তেল টুকু জল টুকু পয্যন্ত এগয়ে দিতে হয়, পান

থেকে চুন খসলেই অমনি একেবারে কুলুক্ষেত্র করে ফেলে। আমি কোন কথা বলবো বলে দাদা বাড়ি এলে তাঁকে যেন পাকা দিয়ে আগলে আগলে বেড়ায়, বরং দাদার কাচে পাঁচখানি করে লাগয়ে, উলটে আমাকে বকুনি খাওয়ায়। কাকী বুড়ো মাগী, দিবে রাত্তির খেটে মচ্চেন, গোয়াল কাড়চেন, গরুর জাব দিচ্চেন, দোকানে যাচ্চেন, আর ছেলেটি তো গলায় গাঁতা, তাতেও তাঁর পার নেই, এক একবার এমনি খোয়ার করে, তাঁর দুচক্ষে সহস্র ধারা বয়। গরুর এত দুদ হচ্চে, দাদা কিছু বাড়ি থাকেন না, তা আপনি আর ছেলেটি, দশমী দোয়াদশীর দিনও এক ফোঁটা দুদ কাকীকে দেয়না। কাকী সেকেলে লোক অত শত বড় বুঝতে পারেনা, তাই যা বলে তাই সাজে। আদ্দিনে কাকীর মুকের উপর বাপন্ত কল্লে, এবার দাদা বাড়ি এলে কাকী বলে দিয়েছেলো, তাতে দাদা আরো উলটে ধমকে কাকীকে বল্লে, "তোমাদের ওসব রকম আমি বুজেচি, তোমাদের জন্যে কি স্ত্রী ত্যাগ কত্তে হবে নাকি"? আমি তখনি জানি যে, "রাধার শাম রাধার হল, কেবল সখীদিদীর দাঁতটি গেল"। আজকের কাল কেমন, "মাগ হয়েচেন মথার মণি, মাকে ধরে পায়েছানি"। সেই অবদি কাকীর আরো খোয়ার কচ্চে। তা কাকী কিছু বলে না, চুপি চুপি আমার সাক্ষাতে বলে আর খালী কাঁদে। আমি কিন্তু আমাদের বোয়ের কতা আসলে গায়ে মাকিনে, হাজার বলুক, শুনেও শুনিনে, যেন কে কার ঝাড়ে বাঁশ কাটচে, বলুকনো কেন, তারি মুক বেতা হবে, তা আমার কি। তোরা বল্লি তাই বলচি, নইলে আমি কারু কাচে বলিনে, বলে "সখী গো সখী, আপনার মান আপনি রাখি, কাটা কাণ চুল দিয়ে ঢাকি"।

বিন্ধ্য। সত্তি ভাই, সেজো কাকী কিন্তু খুব ভাল মানুষ। এখন আর আমাদের বাড়িতে বড় একটা দেকতে পাইনে, মা থাকতে দুবেলা

আসতেন, কত গল্প কত্তেন, মার সঙ্গে খুব ভাব ছেলো। দাদার সেই বড় বেয়ামোর সময় দুদিন দেখতে এয়েছিলেন, তা কত আশীর্ব্বাদ করে গেলেন। আদ্দিনে মুক্তিদের বাড়িতে বেড়াতে এয়েছেলেন, তা আমাকে দেকে কত আদর কল্লেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার কাচে বসে কত গল্প কত্তে লাগলেন, তা বোয়ের তো কিছু নিন্দে বান্দা কল্লেন না॥

কাদ। ওলো, বৌকে যোমের মতন ডরায়, সমস্ত দিনটে যদি উপস করে পড়ে থাকে, তো কারু কাচে বলবে না যে ভাত খাইনি, বোয়ের দোষ সব্বাইকের সাক্ষাতে ঢেকে ঢেকে বেড়ায়। কাকীর আমার আজও ঘোমটা দেকেচিস্ তো।

বিন্ধ্যা। সত্যি, আজও এক হাত ঘোমটা। সেকেলে লোকের ভারি লজ্জা, পেটের ছেলেকে দেকেও লজ্জা করে। হাঁ কদী দিদী, তুইও কি তোদের বৌকে অমনি ধারা ডরাস্?

কাদ। ডরাই লো ডরাই। চল বেলা গেল, আর ফষ্টি নষ্টিতে কাজ নেই। ছোট গিন্নী আবার গেলেন কোথা? আয় বিন্দু আয়, আমরা যাই। এই যে, আস্তে আজ্ঞে হক।

(সকলের প্রস্থান)

ছাতিম তলার মাঠ।

কাদম্বিনী, বিন্ধ্যবাসিনী, ছোট বৌ,

আর কনকমনি নাত বৌ সঙ্গে করিয়া উপস্থিত।

কাদ। এটী কাদের বৌ পিসী?

কন। আঁ্যা, কি বল্লি? রোগা হয়েচি। জ্বর হয়, খেতে পারিনে, অরুচি।

কাদ। (হাত তুলিয়া দেখাইয়া উচ্চৈঃস্বরে) মুগুরে বড়ি খেতে পারনি?

কন। ভগার মার অষুদ খেয়েচি, বড়ো রুক্ষী অষুদ, সেই অবদি আবো বেড়েচে, এত তেঁতুল গোলা আমানী খাচ্চি মা, তবু ভাল হয় না।

বিন্ধ্যা। আহা! জ্বরে জ্বরে সব সারা হয়ে গেল, এমন পোড়া জ্বরও এ

পোড়া দেশে এসে ঢুকেচে। কুষেণদের সব দশা দ্যাক, তবু বাছারা সব মরে মরেও খাটচে।

ছোট। না খাটলে চলে কই ঠাকুঝী, পেট আচে যে।

কাদ। (চিৎকার স্বরে) বলি পিসী, এ বৌটী কার?

কন। ওমা জানিসনে! আমার রতনের বৌ। (নাত বৌয়ের প্রতি) পেন্নাম কর, এঁরা তোমার পিসেস হন।

(নাত বৌ প্রণাম করিয়া কনকের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মানা)

বিন্ধ্য। (জনান্তিকে) ছোট বৌয়ের অদেষ্টে হলোনা। (প্রকাশে কনকের প্রতি) ওমা ছেলে মানুষ, এরই মধ্যে ঝাঁপটা তুলে ফেলেচে!

কন। পোয়াতি হয়েছেলো, বাপেরা আদর করে নিয়ে গেছলো। কত আহ্লাদ কচ্চি, তা এমনি কপাল, চার মাসে গা খসে গেচে।

বিন্ধ্য। বৌ বাপের বাড়ি থেকে এয়েচে কবে?

কন। রতন কাল বাড়ি এয়েচে, তা জল কাদা ভেঙ্গে পত চলে এসেই আবার জ্বর হয়েচে।

কাদ। (জনান্তিকে) বিন্দে দূতীর কর্ম্ম নয়। (উচ্চৈঃস্বরে) বলি, বৌকে এনেচো কবে?

কন। এই উলটো রতের দিন এনেচি, তা বৌ এসে পয্যন্ত রতন আর বাড়ি এসেনি, আবার এসেই ছাই জ্বর হয়েচে।

বিন্ধ্য। নে কদি, আর হাড় জ্বলাসনে, বেলা গেল, চল গা ধুয়ে বাড়ি যাই, তোর সঙ্গে এলেই দেরি হয়। নতুন পুকুরে হয় তো মিন্সেরা মাচ ধত্তে বসেচে, ছোট পুকুরে যাই চল।

কাদ। রোসনে একটু দাঁড়ানা, কনকী পিসীর সঙ্গে ভাল করে আর গোটা কত কতা কই। তোর জ্বালায় যে মানুষের সঙ্গে কতা কবার যো নেই। তোর ছেলে কাঁদ্চে বুজি।

বিন্ধ্য। তোর কি গলা কেতা করে না লা? আমরা বাবু সাত জন্মেও অমন ধারা করে চেঁচাতে পারিনে।

কন। (সক্রোধে) তোরা কি বিড় বিড় কচ্চিস্ লা?

কাদ। বলি, কোন্ পুকুরে গা ধুতে যাবে?

কন। কেন, নতুন পুকুরে।

কাদ। সেখানে মুকুয্যেদের ছেলেরা যে মাচ ধত্তে বসেচে।

কন। তা থাকলই বা, তাদের ঘরে আবার লজ্জাটা কি? হতে দেকেচি।

ছোট। না ঠাকুজ্জী, চল আমরা ছোট পুকুরে যাই।

সকলের প্রস্থান।

ছোট পুষ্করিণীর ঘাট।

কাদম্বিনী, বিন্ধ্যবাসিনী ও ছোট বৌ, পরে কাশীমণির প্রবেশ।

কাদ। ওমা, আমরা বলি, আমাদেরই বেলা গেচে! এই যে কাশী দিদী এখন আসচেন, বারয়ারির ধুমে পড়েছেলেন বুজি। হাঁ কাশী দিদি! তোদের পাড়ার পুজো কবে হবে গা?

কাশী। আর বোন পুজো, এবার পুজোর বড় গোল, হয় কি না।

কাদ। কেন, আদ্দিনে বিন্দুদের ছাত থেকে তোদের পাড়ার নিশেন দেকতে পেলুম যে। হ্যা দ্যাক কাশী দিদি! পরশু নতুন পুকুরে নাইতে যাচ্ছিলুম, তোদের পাড়ার ছোঁড়ারা সব বাঁশ ঘাড়ে করে যাচ্ছেলো। এক ছোঁড়া না আমাকে দেকে এক দিষ্টে চেয়ে রইলো, আবার ঠাট্টা করে কত কতা বল্লে, আমার গা কাঁপতে লাগলো, আমি অমনি ঘাড় গুঁজে চলে গেলুম। ছোট বৌকে দেকলে তাদের আরো মাতা ঘুরে যেতো।

কন। সে ছোঁড়া কে লা কদম, চিনতে পাল্লিনে।

কাদ। আমি ভাই তাকে কিন্তু আর কক্ষনো দেকিনি। সোন্দর হোনো, এক হারা ডিগ ডিগে, নাকটা লম্বা পরা, একটু কোল কুঁজো রকম। ছোঁড়া ভারি বেহায়া, আর সক্কাই কিন্তু তাকে বকতে লাগলো। আসবার সময় গয়লা পাড়া দিয়ে ঘুরে তবে বাড়ি এলুম, সেই অবদি ভাই আর নতুন পুকুরে নাইতে যাইনে।

কাশী। হয়েচে কদম, চিনিচিনি,সে কেতো জানিস্, ঐ চক্কবত্তিদের বাড়িতে এয়েচে, গোলক চক্কবত্তির শালা। তা সে ছোড়া ঐ রকমের লোকই বটে। আদ্দিনে ক্ষিতি ময়রার সঙ্গে ধরা পড়েছেলো, ধরে বারয়ারিতে দশ টাকা নিয়েচে।

কাদ। তোদের পাড়াটা অমন ধারা কেন কাশী দিদি? আমাদের পাড়ায় ভাই ও সব নেই।

কাশী। হবেনা কেন বলো বোন,কতক গুলো ছোঁড়া হয়েচে,গাঁজা,গুলী, মদ খায়, আর অই করে বেড়ায়। নেশা কত্তে শিকেচে এমনে হাতে নেই কড়ি, লোকের ঘটে বাটে নিয়েও টানাটানি করে। বলবো কি ভাই, বামুনের ছেলে সব কৃষেণদের সঙ্গে গাঁতা করে ক্ষেতে খাটতে যায়। পাড়ায় কি আমাদের আর মানুষ আচে, না কি সেকেলে দাব আচে, যে যা মনে করে সে তাই করে। "চাচা আপনার মান বাঁচা" আমাদের তাই হয়েচে।

বিন্ধ্য। হাঁ কাশী দিদী, তোদের পাড়ার ছোড়ারা কার পাঁটা চুরি করে খেয়েচে নাকি?

কাশী। তোরা আবার কার ঠেঁই শুনলি?

বিন্ধ্য। ছোটদা গপ্প কচ্ছেলো, তাই শুনতে পেলুম। বলছেলো তার জন্যে আবার মকদ্দমা হচ্চে নাকি।

কাদ। কি সব্বনেশে মকদ্দমা ভাই আমাদের গাঁয়ে এসে ঢুকেচে, কতায় কতায় মকদ্দমা। মকদ্দমা মকদ্দমা বই লোকের মুকে আর কতা নেই। কি হয়েচে দিদী? কে পাঁটা চুরি করে খেয়েচে?

কাশী। এই আমাদের পাড়ার গুণো পুরুষেরা, আর কে। কার একটা পাঁটা রত ভাঙ্গার পড়া থেকে ধরে এনে চক্কবত্তিদের বাড়িতে বেঁদে রেকেছেলো। তার পর মেলাই সব ছোঁড়া যুটে পুটে রাত করে সেটাকে কেটে তাদের চণ্ড মণ্ডলে রেঁদে খেয়েছেলো। পোড়ার মুকোরা আমাদের ঢেঁকীটে চুরি করে নিয়ে গেচে। সে

দিন ভাই আমরা চৌপর রাত ঘুমুইনি, ড্যাকরারা মদ খেয়ে পাড়া মাতায় করে বেড়য়েছেলো। বলতে গা শিউরে ওটে ভাই! বাঁড়ুয্যেদের মহিনী আর মেজো বৌ তাদের ছোট ঘরে শুয়ে ছেলো. এক ছোঁড়া না গিয়ে দোয়ারের হাঁসকল খুলে ঘর ঢুকে মহিনীর গায়ে হাত দিতে মত্তই মহিনী চেঁচয়ে উঠলো। ছোট বাঁড়ুয্যে অমনি একেবারে খাঁড়া হাতে করে বেরয়ে এয়েছিলো: তা ছোঁড়াকে দেকতে পেলেনা, দেকতে পেলে কেটে ফেলতো।

কাদ। এ কি সব্বনেশে কত্তা দিদী, এমন তো কখন বাপের জন্মেও শুনিনি। আমাদের গাঁয়ের দশা কি হলো ভাই। ভাল, আমাদের পাড়াতেও তো কেউ কেউ খায়, তাদের তো এমন ধারা রীত ভীত নয়। বাইরে বসে খেলে, হাসলে, গপ্‌প কল্লে, পড়া শুনো কল্লে, কি তাস খেল্লে, হলো বা গান বাজনা কল্লে, তার পর বাবু খেয়ে দেয়ে চুপ করে এসে শুলো। চুরি করা, লোকের ঘর ঢোকা এ আবার কি ভাই; তা ও ছাই না খাওয়াই ভাল, খেয়ে কি সুখ হয় তার নত্তি নেই। বল্লে মদ খেলে নাকি লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।

কাশী। ওলো এদের কি লক্ষ্মী ছাড়তে আজও বাকী আচে তা বলচিস্। তোদের পাড়ার তাদের এক কথা আলাদা, তাদের পেটে বিদ্যে আচে, চাকরি বাকরি করে, পরের ট্যাকা ঘরে নিয়ে এসে, এদের মতন মুক্‌খু নিথাঁমুদে তো নয়।

বিন্ধ্য। পাঁটার আবার মকদ্দমা কি কাশী দিদী?

কাশী। ওলো, যার পাঁটা চুরি করে খেয়েচে, সে মিন্সে ছোড়াদের নামে নাকি সায়েবের কাচে নালিশ করেচে।

বিন্ধ্য। তা বেশ হয়েচে, হাতে দড়ি দিয়ে জেলখানায় নিয়ে যায়, তবে আমার গায়ের জ্বালা যায়। হাঁ দিদী, তোমাদের পাড়ার পূজোর কি হচ্চে? আমাদের পাড়ায় ভাই লোকা ধোবা কেমন গেয়েগেচে।

কাদ। যৌ মাষ্টারের দলের সেই ছোঁড়া, কি মিষ্টি গলা ভাই। ছোট

বৌ, হাঁ কি বিন্দু, পেমদা। পেমদা, তোর মনে আচে তো, সেই যে লা, সেই কি, "ভাল বেসে অবশেষে কোণবসে কাঁদ্তে হলো"।

ছোট। " আমি যারে সদা চাই, সে নিধি পরের ঠাঁই, দিয়ে নিধি কেন বিধি ছল করে হরে নিলো "। আর একটা কলি মনে হচে না, সেটি কিন্তু বেশ।

বিন্ধ্য। " প্রকাশিতে নাহি পারি, মনে মনে পুড়ে মরি, এত যদি ছিল মনে কেন বিয়ে করেছিলো "।

কাশী। বাঃ! খাসা গানটি! মত্তে তোদের পাড়ায় যদি শুন্তে আসতুম তো বেশ হতো। কে জানে বোন, আমাদের এমন ধারা দশা হবে।

কাদ। হয়েচে কি কাশী দিদী, এত মাগ্গিগই হচ্চিস কেন, বলনা ভাই। পুজো হবে না কি?

কাশী। না ভাই, হবার গতিক দেখচিনে।

কাদ। কেন?

কাশী। কে করবে বলো, নিয়ে দিয়ে এক ভবদেব বাবু, তা তার যে বিপোদ। তার বাড়ির দরয়ানেরা পর্য্যন্ত বাইরে বেরুতে পারে না, যে লোকের কাচ থেকে জোর করে চাঁদা নিয়ে আস্‌বে।

কাদ। কেন, কি বিপোদ হয়েচে?

কাশী। শুনিস্‌নি পরশু দারোগা এয়েছেল।

কাদ। গাঁয়ে দারোগা এয়েচে তা শুনেচি, কেন তা জানিনে। কেন গা?

বিন্ধ্য। সেই পাঁচটা চোর ছোঁড়াদের ধত্তে এয়েছিলো বুজি।

কাশী। না লো, তা নয়। একটা মানুষকে নাকি গুম করেচে, তাই দারোগা মেজাই সব লোক জোন নিয়ে বাড়ি ঘিরে সদর খিড়কী বন্দ করে বাড়ির ভেতর পর্য্যন্ত গিয়ে খানা তল্লাসী করেছেলো।

বিন্ধ্য। গুম কি কাশী দিদী?

কাদ। (কীল উঁচাইয়া) আয় সেক্‌য়ে দিই।

কাশী। বেশ বলেচিস্‌। এত বয়েস হলো আজও গুম কাকে বলে

তা জানিস্‌নে, খালি খাস আর ঘুমুস। গুম কি তা জানিস, এই জমীদার লোকেদের যার উপুর বড় রাগ হয়, তাকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে এসে কোথাও লুকয়ে রেকে দেয়, কেউ টের পায় না, এমন ধারা জায়গায় রাকে।

বিন্ধ্যা। এমন ধারা কেন করে দিদী?

কাশী। কেন করে দিদী। আলাভূনী! ওই যে কিছুই বুজতে পারিস্‌নে, অবাক করেচিস! এই তোর যদি কারু উপুর রাগ হয় তাকে তুই জব্দ কত্তে ইচ্ছে করিস্‌নে।

বিন্ধ্যা। তা যেন করি। (সোৎসুকে) হাঁ গা, কেউ টের পায়না এমন ধারা জায়গায় যদি লুকয়ে রাকে তাকে খেতে দেয় কি? সে কি খায়?

কাশী। খাবে আবার কি, যদি খেতেই দেবে তবে তাঁর জব্দ করা হলো কি? অমনি না খেতে দিয়ে শুকয়ে শুকয়ে মেরে ফেলে।

বিন্ধ্যা। ওমা না খেতে দিয়ে শুকয়ে মেরে ফেলে, একি মানুষে পারে গা! আহা হা, দগ্‌দে দগ্‌দে প্রাণ বেরয়ে যায়! হাঁ গা, তার কি আর কেউ নেই? এর অবিক্কে আগুনে পুড়য়ে জলে ডুবয়ে মেরে ফেলা যে ভাল গা। বাপরে! এক একাদশীতেই অন্ধকার দেখয়ে দেয়!

কাশী। ওলো এমন ধারা সব নইলে জমীদারী কাজ চলেনা, লোকে ভয় করে না। থাকবেনা কেন, মাগ ছেলে থাকলেও ভয়ে কেউ কি কতা কইতে পারে, তারা চেঁচয়ে কাঁদতেও পারে না।

বিন্ধ্যা। পোড়া জমীদারী, অমন জমীদারী বেচে ফেলে চাকরি বাকরি করুগ্‌গে। হাঁ গা, এদের মনে একটু কি পাপের ভয় হয় না? এদের কি শরীরে দয়া ধর্ম্ম কিছু নেই? এদের খোঁতা মুক ভোতা হবে কবে।

কাদ। হাঁ কাশী দিদী, ভবদেব বাবুর মাগ নাকি বড় ভাল, দেবতা বামনে নাকি তার ভারি ভক্তি? সব্বাই কিন্তু তার সুখ্যেত করে।

কাশী। অমন ভাল দেকিনে, আমাদের পাড়ার ছেলে বুড়ো সব্বাই তাকে ভাল বাসে। লোককে দেওয়া থোওয়া আত্তি যত্ন কেমন, তার

কাচে গিয়ে বসলে পুত্র শোক ভুলে যেতে হয়। তা এখন কি আর ভালোর ভাল আচে, যে বেয়ামো হয়েচে, এখন বাঁচলে হয়।

কাদ। সে কি দিদী, বল কি? এই সে দিন যে খুব জাঁক করে বত্ত সারলে গাঁ.বামনদের ঘরে সব কাপড় জুতো ছাতি কত জিনিষ দিয়েছেল। আহা! কার যে কখন কি হয়, তা বলা যায় না। কি বেয়ামো হয়েচে কাশী দিদী?

কাশী। দুদিনকের জ্বরেই বিগের হয়েচে। আমি কাল বিকেল বেলা দেকতে গেছলুম, কেবল জল জল কচ্চে, এক একবার ঝোঁকে ঝোঁকে উটচে, ধরে রাখতে পাচ্চে না, কাকে কি বলে তার ঠিক নেই, কত এলো মেলো বকচে। আমাকে যে এত ভাল বাসতো, এক দিন না গেলে অমনি ডাকতে পাটয়ে দিতো, হয়তো আপনি আসতো, তা আমাকে চিনতে পাল্লে না। আহা! যে বিপীন অন্ত প্রাণ, দিবে রাত্তির বিপীন বিপীন করেই সারা হন, সেই বিপীন কাচে বসে মা মা বলে ডাকতে লাগলো, তা বাছাকে হাত দিয়ে ঠেলে ফেলে দিলে, বাছার আমার এক চক্ষে শতেক ধারা। মিন্সেও যেন কাটা ছাগলের মতন ধড় ফড় করে বেড়াচ্চে, ট্যাকা খর্চ কচ্চে। আগে এক জন ডাক্তর এয়েছেলো, তার পর আবার দুজনকে এনেচে, চিকিচ্ছের শুদ্দ মুদ্দ কচ্চে, তা এখন বাঁচলে হয়, নইলে অত বড় সংসারটা একেবারে গেল।

কাদ। ঐ একটী ছেলে, আর একটী মেয়ে বুজি?

কাশী। সরস্বতী বলে মেয়ে, কোন দেশ থেকে মস্ত কুলীনের ছেলে এনে বিয়ে দিয়েচে, জামাইকে বাড়িতে রেকেচে, তারি বা আদর কত। বাছার কি রূপ, সরস্বতী তো সরস্বতী। আহা! মায়ের মুক পানে চেয়ে খালী চকের জলে ভেসে যাচ্চে। ওদের ছোট বৌটীও লক্ষ্মী, বড় ভাল, জায়ের খুব কন্না কচ্চে।

(নেপথ্যে)

ছোট পিসী, তোদের কি আজ বাড়ি আসতে হবেনা? ছোট কাকা এসে কত বকতে নেগেচে।

ছোট। চল ঠাকুজ্জী চল, মালতী ডাকতে এয়েচে। আর কাজ নেই, চল ভাই, বেলা গেল, দিদী কত বকবেন এখন!

কাদ। ছোট বৌয়ের রকম দ্যাক বিন্দু, ছোটদার নাম শুনেই একেবারে হয়ে উটেচে, চল বুজেচি, যার যে খানে বেতা তার সে খানে হাত। কাশী দিদী, বলি একবার আমাদের বাড়ি যেও লো, আমার মাতা খাও, একটা কত্তা আচে, ভারি কত্তা, আর এক জিনিষ তোকে দেকাব, অবিশ্যি করে যেও।

কাশী। যে তোদের বৌ, যেন তলো হাঁড়ি নাবিয়ে বসে আচেন, দেখলে গা জ্বালা করে, সত্তি ভাই! যার বাড়ি যাই সে যদি কত্তা না ক তো সেখানে যেতে চিত্তি হয় না।

(সকলের প্রস্থান)

উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শয়নাগার।

উমাশঙ্কর ও প্রমদার প্রবেশ।

প্রম। পশ্চিম পাড়ার ছোঁড়ারা কার পাঁটা চুরি করে খেয়েচে নাকি?

উমা। তুমি আবার কার ঠেঁই শুনলে, তোমার কাছে গাঁয়ের সব খবরই যে আগে এসে দেখতে পাই। তারে এসে বুঝি।

প্রম। তুমিই বাড়িতে বসে গপ্প করেচো, তোমার ছোট বোন বলছিলো।

উমা। খেয়েচে বটে, এখন হজম কত্তে পাল্লে হয়। বোধ করি, কাল দারোগা আসবে তদারক কত্তে।

প্রম। কার পাঁটা?

উমা। উত্তর পাড়ার সুবল সর্দ্দারের পাঁটা। তার জন্যে ভারি ধুম যাচ্চে। গোপাল বাবু সুবল সর্দ্দারকে নালিশ কত্তে বলেচেন।

শুন্‌লাম বলচেন নাকি যে তুই পেচুসনে, যত টাকা লাগে সব আমি দেবো।

প্রম। গোপাল বাবুর এত মাথা বেতা পড়ে গেচে কেন?

উমা। বুঝতে পাচ্চোনা, ওরা সব ভবদেব বাবুর দলের লোক কি না, তাতেই গোপাল বাবুর এত জেদ দাঁড়য়েচে।

প্রম। অবাক্ করেচো! তোমাদের গাঁয়ের মতন গাঁ আমি কিন্তু কোথাউ দেখিনি। আমাদের সেখানে বাবু এত সব ঝকড়া ঝাঁটি নেই, সব্বাইকের সঙ্গে সব্বাইকের ভাব সাব আচে, কেউ কারু হিংসে দ্বেষ করে না। লোকের বিপদ সিপদে সব্বাই বুক দিয়ে গিয়ে পড়ে। আর বচ্ছর বাবার সেই ভারি বেয়ামো হয়েছেলো, আমাকে সেই তাড়াতাড়ি করে নিয়ে গেল, আমি গিয়ে দেখি বাড়িতে লোক ধরে না, অমনি গিস্ গিস্ কচ্চে, যাকে যা বলচে মুখের কথা খসাতে না খসাতে তখনি এনে দিচ্চে। ওবাড়ির বড় জেঠা, শিবু কাকা, জেঠাইমা আর মুনী পিসী, এঁয়ারা প্রায় আঠারো দিন সোমানে রাত জেগেছিলেন। বড় জেঠা আর শিবু কাকা এক একবার বাইরে গিয়ে শুতেন, তা থাকতে পাত্তেননা, আবার উটে আসতেন। তাঁরা যেন আপনার লোক কত্তেই পারেন, আমাদের পাড়া খানি শুদ্ধ লোক ঘমুতো না, যাকে যখন ডেকেচে, সে অমনি তখনি উটে এয়েচে, যেন এইখানে বসে ছিল। আপনার মা বাপের বেয়ামো হলে যেমন ধারা কত্তে হয়, তারা সব্বাই তেমনি করে রাতকে রাত বোধ করেনি, রদ্দুরকে রদ্দুর বোধ করেনি, বিষ্টিকে বিষ্টি বোধ করেনি। তারা সব বলা কওয়া কত্তো শুনতে পেতুম যে "পরমেশ্বর আমাদের ঘরে বুদ্ধি সাধ্যি দিয়েচেন, তাতে করে আমরা সব্বাই জড়য়ে সড়য়ে এক জায়গায় রয়েচি, কেন না আমার বেলা তুমি, তোমার বেলা আমি, তা নইলে কি কাজ চলে"। তোমাদের একাল্লকার

মতন দলাদলি আমাদের সেখানে নেই, সব্বাই সব্বাইকের বাড়িতে খায়, কারু বাড়িতে কুটুম এলে পরে এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে ব্যান্নন চেয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে কত ব্যান্নন দিয়ে ভাত খাওয়ায়। মকদ্দমার কথা আমরা কক্‌খনো শুনিনি, এই এখানে এসেই শুনতে পাচ্চি, আবার বলে গুম না কি, বাপের জন্মেও শুনিনি।

উমা। তোমাদের সে অজ পাড়াগা কি না। জমীদার লোক তো সেখানে নেই, তা থাকলে সব দেখতেও পেতে শুনতেও পেতে।

প্রম। তা বই কি, আমাদের সে পাড়াগাঁইতো বটে, কিন্তু দুটো স্কুল আচে, মেয়ে মানুষে পয্যন্ত লেখা পড়া শিখ্‌চে। আবার হাট বাজার আচে, তোমাদের এ সহরে হটাৎ একজন কুটুম এলে একেবারে অন্ধকার দেখতে হয়, কেবল খুঁড়ের ডেলের গুড়ন পাড়ন কত্তে হয়। আমাদের সেখানে দুপুর রেতে দশ জন কুটুম গেলেও ভাবতে হয় না।

উমা। ও সব জাঁক আর আমার কাচ্ছে কত্তে হবে না। আমি কি আর সেখানে কখন যাইনি, নাকি দেখিনি।

প্রম। আমি কি বলচি যে তুমি যাওনি, গেছলে, তা গিয়ে কি উপস করে ছিলে, নাকি ডেঙ্গোর ডাঁটা, ঝিঙ্গে আর খুঁড়ের ডেলের বড়া দিয়ে ভাত খেয়েছিলে। সেই কি এক জন মুলুকচাঁদ ছিল, তাকে হাজার ব্যান্নন দিয়ে ভাত দিলেও খুঁত ধত্তো, তোমার তাই হয়েচে। যাক ও সব কথায় আর কাজ নেই, তোমাকে কোন কথা বলতে ইচ্ছে করে না, বল্লেই রাগ করে ওটো। বলি, আমার ঝুমকো দুটো কি যাবে? বট্‌ঠাকুর্জী দিবে রাত্তির খ্যাচ্‌ খ্যাচ্‌ করে, বল্লে তারা আর রাখতে পারে না। বলছিলেন, হয় সব সুদ একেবারে খেয়ে দেও, না হয় জিনিষ এনে দেও।

উমা। বড় বৌকে বলেছিলে? বড় বৌকে বলো।

প্রম। বড় বৌকে বল্লে কি হবে?

উমা। তা হলে বড় দাদা শুনতে পাবেন।

প্রম। অবাক্! কি আশ্চয্যি বিবেচনা তোমার। তিনি শুনে কি করবেন বল। বঠাকুরের সময় দেখতে পাচ্চোনা, তিনি বাড়িতে বসে রয়েচেন, আজ দুবচ্ছর ধরে বেয়ারামে ভুগচেন, আর এই সংসার তাঁর ঘাড়ে। সংসারের যে দুঃখু যাচ্চে তা তুমিতো কিছুটের পাচ্চো না, দিদীর হাতে খালী খাড়ু গাছটী সার হয়েচে, তবু তিনি আমার গহনায় হাত দিতে দেননি। আমাকে যা দুই এক খানা দেওয়া তা বঠাকুরই তো দিয়েচেন, তোমার কুষ্টিতে সে সব তো আর লেখেনি। ঘোষেরা চাল দিতে বড্ডো দুঃখু দেয়, আর দিনে রাত্তির এসে টাকার জন্যে খ্যাচ্‌কায় বলে আদ্দিনে দিদী যখন মালতীর বাজু বাঁধা দিতে যান, তখন আমি বল্লুম, "দিদী, তুমি মালতীর বাজু রেখে আমার বাজু নিয়ে যাও"। দিদী বল্লেন, "ছোট বৌ, তুই ও সব কিছু মনে করিস্‌নে, আচেই বা কি, তা যা আচে তোর ও দুখানা থাক, নেমন্তন্নে যেতে হলে শুদু গায়ে গেলে লোকে ভাববে যে এরা দুঃখী হয়েচে, এদের কিছু নেই। আমি তো কোথাউ আর যাইনে, মালু ছেলে মানুষ, ভেঙ্গে ফেলচে, ছিঁড়ে ফেলেচে, কি খুলে রেখেচে বল্লেও সাজে। আমাদের এমনি দিন কিছু চিরকাল যাবে তা নয়, শরীরটে একটু সাল্লেই বেরয়ে চাকরি বাকরি করবে, তা কিছু এমন বুড়ো হয়নি, মুক্‌খু নয়, বেরুলেই চাকরি হবে, তুই ভাবিস্‌নে, তাহলেই আমাদের দুঃখু ঘুচবে। হরিশ্চন্দ্র রাজার গপ্প শুনিস্‌নি, রাজা হয়ে আবার মাগ বেচতে হয়েছিলো, শূয়ার চরাতে হয়েছিলো, তার পর আবার রাজা হয়েছিলো। মানুষের সকল দিন কিছু সোমান যায়না, কথায় বলে পুরুষের দশ দশা। দুঃখু ভাবতে গেলেই দুঃখু বাড়ে, তা কিছু না ভাবাই ভাল, কপালের লেখন কেউ কি ছাড়াতে পারে। তবু আমরা তো খেতে পাচ্চি, আবার এমন

ধারা লোক অনেক আচে,তারা আবার আমাদের কাচথেকে ভিক্ষে করে নিয়ে গিয়ে খায়, যে দিন ভিক্ষে না যোড়ে, সে দিন খেতে পায় না,উপস করে থাকে। তা বলে তুই ঠাকুরপোকে কোন কথা বলিস্‌নে, তারও তো শরীর ভাল নয়, মাজে মাজ আবার জ্বর হচ্চে। এমনো কপাল আমাদের”!

উমা। আমারও কি কখন চাকরি হবে না, বেরুলেই চাকরি করবো, টাকা আনবো।

প্রম। খুব বাহাদুর! তা তোমার চাকরি হলেই বা কি আর না হলেই বা কি। এই যে দুবচ্ছর চাকরি করে এলে, সংসারে কিছু দিয়েছিলে, নাকি আমাকেই দুখানা দিয়েছিলে। বাড়ার ভাগ চাকরি করে বাড়ি এসে আমার ঝুমকো দুটী বাঁধা দিলে, তাই জানলুম যে সংসারের উপকারে লাগলো, তাও তো নয়। সে দশ টাকা নিয়ে কি কল্লে বল দেখি? এক পয়সার নারকোল তেলের উপকারও তোমাকে দিয়ে হয়নি কখন।

উমা। আজকের কালে উপকার তো কেউ মানে না। তা থেকে দুটাকা তুমি নিয়েছিলে যে।

প্রম। (হাস্য করিয়া) অবাগিগের দশা আর কি! চাবির শিকলি গড়াব বলে দুটাকা নিয়েছিলুম বটে, মিথ্যে নয়, তা নিয়ে কি হবে? আমার বাক্সোয় কি বাস বাস্তে পেরেচে, তার দুদিন গৌণেই নিয়ে গেলে যে। মান থাকে না, ইয়ারদের ঘরে খাওয়াতে হবে বলে এসে জ্বাল দিয়ে বার করে নিয়ে গেলে, মনে পড়েনা বুজি। ঝুমকো থেকে আর দুটাকা আনা হয়েচে, তা মনে আচে তো?

উমা। কবে আবার দুটাকা আনা হলো?

প্রম। কেন, সেই যে কলকাতা যাবার সময় জুতো কিন্তে হবে বলে নিয়ে গেলে। তোমার সকলই অন্যায়, তোমার আবার চাকরি হবে, অধম তারণ রেলওয়ের কল্যাণে একবার হয়েছিল, সেই ঢের।

তোমার হুপ আচে, বুক আচে, না কি মুখ আচে। বাড়ি থেকেও তুমি আর বেরুতে পার না, পাঁচ ছোঁড়াতেই তোমার পরকাল খেয়ে দিচ্চে। তাদের কি? তাদের বাপ পিতমোর বিষয় আচে, তোমার কি আচে বল দেখি।

উমা। কেন, আমার কি বাপের বিষয় নেই? আমি কি দাদার ভাত খাচ্চি নাকি?

প্রম। তোমাকে কোন বিধাতায় গড়েচে, তার যদি একবার দেখা পাই তো গোটা কতক কথা বলি। হাড় জ্বালা করে কথা শুনে! ভারি তো বিষয়, এই পরিবার গুলি ছুমাস বসে খেতে হলে কোথা উড়ে যায় তার নত্তি নেই। অমন গুণের ভাই যেই পেয়েছিলে, তাই আজও এত নবাবি চলচে, নির্ভাবনায় গোঁপে তা দিয়ে ইয়ারকি মেরে বেড়াচ্চো, আর রাজা উজির মাচ্চো।

উমা। কেন,ভাই আমার কি করেচেন? ছেঁড়া কাপড় পরে প্রাণ বেরুলো।

প্রম। তোমার সাত গুষ্টি যে ছেঁড়া কাপড় পচ্চে, তার বেলা প্রাণ বেরোয় না। অমন ভেয়ের নিন্দে কর, ঐ পাপেই তো তোমার কিছু হয় না, তুমি আপনার মনের দোষেই কেবল দুঃখু পাচ্চো, পাকপেয়ে যাচ্চো, তোমাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ কল্লে কে? তোমাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে টাকা খরচ কল্লে কে? তোমার বিয়ে দিলে কে? তাকি সব ভুলে গেচো? আমি বারো বচ্ছরের বেলা ঘর কত্তে এয়েচি, সেই অবধি সব দেখতে পাচ্চি তো। তোমার এক এক দিনকের দৌরাত্তিতে গায়ের অদ্দেক রক্ত শুকয়ে গেচে, ঐ সকল দৌরাত্তি কে সয়ে থাকে বল দেখি। আরোতো সব লোকের ভাই আচে, কে এত সয়? তুমি তাঁর কত টাকা বরবাদ দিয়েচো, তাও তো সব শুনেচি আমি, কিন্তু তিনি এক দিনের জন্যেও সে কথা মুখে আনেন নি। আহা! আদ্দিনে দুঃখু করে বলতে লাগলেন যে "আমার সুরেন্দ্র বেঁচে থাকলে

আমাকে এত কষ্ট পেতে হতো না,সচ্ছন্দে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খেতাম আর ঈশ্বরের চিন্তা কত্তাম, তা হলে এত বয়েসে আমাকে আবার চাকরির চেষ্টা কেনই বা কত্তে হবে। আঠারো বচ্ছর বয়েসে এই সংসার ঘাড়ে করেচি, সেই অবধি এক দিনের জন্যেও বিশ্রাম কত্তে পাল্লেম না, বোঝা বইতে বইতে ঘাড় ভেঙ্গে গেল, কেবল পাতাই কুড়ুচ্চি, আগুণ পোয়ান আমার আর হলো না। আরও কত কাল বেঁচে থেকে এ যন্ত্রণা যে ভোগ কত্তে হবে তা বলতে পারিনে। বেয়ারামে পড়ে পড়েও সংসা-রের ভাবনা ভাবতে হয়েচে, এমন পোড়া কপালেও করে ভারতে এয়েছিলাম, যে সংসারের দায় থেকে এক দিনও কেউ আমাকে নিশ্চিন্ত কত্তে পাল্লে না। এমন পীড়া থেকে পরমেশ্বর আমাকে কেনই বা মুক্ত কল্লেন, বোধ হয় এই অনাথা পরিবার গুলির মুখ চেয়ে আমাকে আরোগ্য করেচেন, এদের অদৃষ্ট হতেই আমি বেঁচে উটেচি। তাঁর মনে যা আছে তাই হবে, মাত্তেও তিনি, রাখতেও তিনি"। এই সব কথা বল্‌তে বল্‌তে তাঁর চক ফেটে জল পড়তে লাগলো। দিদী "সুরেন্দ্র রে, বাবারে, কোথা গেলি রে!" বলে চেঁচয়ে কেঁদে উটলেন, আমরাও সব রান্না ঘরে বসে কান্তে লাগ্‌লুম। পেচন ফিরে শুলে যে বড়ো. রাগ হলো নাকি? বাপরে! কথা কবার যো নেই, নাকের আগায় রাগ। গা জ্বালা করে! মরণটা হয় তো বাঁচি।

উমা। ধন না থাকলে কারু কাছে মান সম্ভ্রম থাকে না। সর্ব্বাই লাথি ঝাঁটা মারে।

ধনে রূপ ধনে কুল ধনে মান যশ।
ঘরে যদি ধন রয় ধরা হয় বশ॥
ধনবলে দুর্ব্বলেও হয়ে থাকে বলী।
ধন হয় নির্ব্বোধের বুদ্ধির পুঁটলী॥

ধনেতে বেরয় মুখে কোরা কোরা বাত।
ধনাভাবে সকলের ঢাকা থাকে দাঁত॥
গেবে ভরা সিন্দুকেতে টাকা যদি থাকে।
দেও বা না দেও লোকে বাবু বলে ডাকে॥
বাবু যদি বলে বলে ঝিঙ্গেকে বেগুণ।
কাচকে কাঞ্চন বলে জলকে আগুণ॥
মন্দ কর ধরে মার কিছু ক্ষতি নাই।
" বাহাদুর " বলে যশ করিবে সবাই॥
কৃষ্ণ বর্ণ কদাকার হলে কালা খাঁদা।
সকলে আদর করে বলে লগ্ন চাঁদা॥
হাজার হাজার গুণ দেহে যদি রয়।
চাক্তির থাক্তি হলে সব বৃথা হয়॥
বুদ্ধিমান বলে যার আছে বড় নাম।
লক্ষ্মী বাম হলে হন ভেবা গঙ্গারাম॥
রূপ বুক মুখ তার শোভেনা সভায়।
লক্ষ্মী ছাড়া ক্ষেপা বলে খেদায় তাহায়॥
ভাই বল বন্ধু বল কেহ না আদরে।
বেঁচে থেকে লাথি ঝাঁটা গাল খেয়ে মরে॥
রমণী রমণ ছাড়ে মুখ হাঁড়ি হয়।
নাক তুলে নথ নেড়ে কত কথা কয়॥
দঁকে যদি বদ্ধ হয় করী মহাকায়।
ব্যাং এসে ঠ্যাং তুলে মূতে দেয় গায়॥
ধন হীন জন যথা শস্যহীন ধান।
ঢেঁকীর চাপটে তার সারা হয় প্রাণ॥

অনাদরে রাখে তারে এক পাশে ফেলে।
আগুনের মুখে দেয় পায়ে করে ঠেলে॥
তোমারে কি দোষ দিব কপালেতে করে।
" নির্ধন পুরুষ কুসি " ব্যক্ত চরাচরে॥

যাহক এবার চাকরি করে এসে তোমার ঝুমকো আগে খালাস করে দিয়ে এক পয়সার নারকেল তেল কিনে হাতে করে নিয়ে তবে বাড়ি ঢুকবো, আর নেগের লাথি খাওয়া যায় না।

প্রম। (হাস্য করিয়া) আমি কি তার জন্যেই তোমাকে এত করে বলচি। সত্তি, তোমাদের সংসারের দুঃখু আর বুড়োর দিকে রাত্তির গালে হাত দিয়ে বসে ভাবেন, এ সব দেখে এক দণ্ডও আমার মনে সুখ নেই, রাত্রে ভাল করে ঘুম হয় না। তোমার কি, তুমিতো দিব্বি ভোঁস ভোঁস করে ঘুমও। তোমার শরীরে যে একরত্তিও ভাবনা চিন্তে আচে তা বোধ হয় না। তোমার ভাবনার মধ্যে কেবল দেখতে পাই, জুতো আর কাপড় ছিঁড়লেই একটু ভাবনা হয়। আপনার খাওয়া পরা যদি ভাল হলো, তাহলে আর কিচ্ছুই চাইনে, তা বুড়োই মরুক আর চাকড়াই ছিঁড়ুক। সংসারে দয়ে দ পড়ে গেলেও একবার ফিরে তাকান নেই।

উমা। আজ ভারি বক্তার হয়েচো দেখতে পাচ্চি যে। লেখাপড়া ওয়ালা মাগ বিয়ে করে ঝকমারি হয়েচে, ডান হাতে করে খেয়েচি।

প্রম। কে কত্তে বলেছেলো। মাইরি, আমি তামাসা কচ্চিনে, (টিকটিকীর শব্দ শুনিয়া) সত্তি, সত্তি, বাড়ি থেকে বেরও, বেরয়ে গিয়ে চাকরি বাকরির চেষ্টা করগে। পাঁচ জন ইয়ারের সঙ্গে ঘুটে বাখাদ আর টাকা উড়ও না, বিদেশে বাবু হওয়ার চেয়ে দেশে বাবু হওয়া ভাল, সেখানে যেমন তেমন করে থাকনা কেন, কে দেখতে যাচ্চে বলো? আমি তোমাকে আর কিছু

বলিনে, এখন যাতে সংসারের দুঃখু যায়, মান সম্ভ্রম বজায় থাকে, আর যে দাদা তোমাকে ছেলের মতন আত্তি করে মানুষ করেচেন, তাঁকে যাতে সুখে রাখতে পার তার চেষ্টা কর। দিদীকে আর বঠাকুরকে যদি তুমি সুরেন্দ্রের শোক ভুল্‌তে পার তাহলেই জানলুম যে তোমার শরীর সার্থক। বাড়িতে বসে থাকলে তোমার রোগও সারবে না শরীরও গড়বে না। পশ্চিম থেকে দিব্বিটী হয়ে এয়েছিলে। বাড়ি এসেই যত রোগে ধরেচে।

উমা। তুমিই তো খুঁড়ে খুঁড়ে আমাকে সার্‌লে। আর বলতে হবে না, সব হাল ওয়াকিব হয়েচি। এখন ঘুমুতে হবে, না কি? রাত শেষ হয়ে এলো যে। শিওরের দিক্কের জানালাটা দিয়ে ভাল হয়ে শোও। আমি বাড়ি থেকে বেরুলেই তো তোমার মজা হয়, উৎপাত ঘুচে যায়।

যবনিকা পতন।

পঞ্চম অঙ্ক।

ভবদেব মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা।

ভবদেব, গোবর্দ্ধন ও ঘোষজ আসীন।

ভব। (স্বগত) উঃ, কি যন্ত্রণা! আর সহ্য হয় না, এর চেয়ে আমার মৃত্যু হওয়া লক্ষ্য গুণেভাল ছিল। মনকে আর বুঝয়ে রাখতে পারিনে যে, এক একবার মনে করি বিপীন আর সরস্বতীর মুখ দেখে শোক নিবারণ করবো, কিন্তু তাদের মুখ দেখলে আমার শোক যেন আবার নুতন ভাব ধরে। লোকে বলে যত দিন যায়, শোক তত খর্ব্ব হতে থাকে, তারপ্রমাণ আমিতো কিছুই দেখতে পাচ্চিনে, বরং এ কদিন লোকের গোলমালে এক প্রকার অন্য মনস্ক ছিলাম, আর যে তিষ্ঠিতে পারিনে। এত বড় সংসারটা একেবারে গেল। কি করি, কোথা যাই, বিপীন আর সরস্বতীকে ভূদেবের হাতে দিয়ে বিষয় আশয়ের মায়া ছেড়ে দিয়ে কাশী চলে যাই, তাই ভাল। (প্রকাশে) জোর করে টান। ভয়ানক গ্রীষ্ম, রাত্রে ঘুম হবার যো নেই।

গোব। দুঃখের কথা বলবো কি, হাসিও পায়। মধ্যে ব্রাহ্মণী ভাইপোর বিবাহে গিয়ে প্রায় মাস খানাক বাপের বাড়িতে ছিলেন, তাতে করে আমার যা হয়েছিল তা আমিই জানি আর অন্তরযামী ভগবানই জানেন, রাত্রে আসলে ঘুম হতোনা, হা করে পড়ে খালী শাঁড়োক গুণতুম। দুদিন বিচ্ছেদ সওয়া যায়না, এ এতো চির বিচ্ছেদ। যাহুক আপনাকে পুনরায় বিবাহ কত্তে হবে, নইলে এ গরমিত্ত যাবেনা, রাত্রে ঘুমও হবেনা।

ভব। (স্বগত) এত বয়েসে বিবাহ করা আর কোন মতেই ভাল দেখায় না, তা হলে লোকে পাগল বলবে, কিন্তু শরীরের রাগ এখনও

সম্পূর্ণ রয়েচে। আমার চেয়ে অধিক বয়েসে লোকে বিবাহ করেচে, ও তাদের সন্তান সন্ততীও হয়েচে, এমন ধারা অনেক লোক এই গাঁয়েই দেখতে পাচ্চি। না, দূর কর, বিবাহ করা কর্ত্তব্য নয়। আপনি চেষ্টা করে বিবাহের উদ্যোগ করা লজ্জাস্করও বড়। (প্রকাশে) ঘোষজা, থানার লোক ফিরে এয়েচে কি?

ঘোষ। আজ্ঞে হাঁ, রিপোর্টের নকল দেখলাম। ইনিস্‌পেক্‌টর মশায়ের সঙ্গে আমাদের যেরূপ কথোপকথন হয়েছিল, তার অনেক এ দিক ওদিক তিনি করেচেন। শুন্‌লাম গোপাল বাবুর লোকও নাকি থানায় গেছলো।

ভব। তা যাক, তার জন্যে ভয় করিনে, ওকে আমি লক্ষ্যও করিনে। হরির খুড়ো মাদাই দাস! উনি আবার আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে এসেন। দারোগা বেটাকে কিছু দেওয়ার পক্ষে আমার আস-লেই মত ছিলনা, কেবল তোমার আর ভূদেবের জেদ। কি বলবো অন্দরের বেয়ারামের জন্যে আমার মেজাজের ঠিক ছিল না, তা নইলে উনি কেমন দারোগার বেটা দারোগা তা একবার দেখয়ে দিতাম। মরুক, ও বেটা যেমন করে লিখুকনা কেন, তাতে কোন দোষ হবে না, ফলে সাক্ষী গুলোকে ভাল করে তালিম করে রাখা চাই। যাহক এখন এদিক্কের লেঠা ফটকা এক রকম চুকে বুকে গেল, আমারও অনেক সেজ্ঞার ঘুচে গেল, আর ভাবিনে, অনেক সার কাশ গেলাম। যত টাকা লাগুক এ মকদ্দমার তদবির ভাল করে কত্তে হবে। এ মকদ্দমা জিতলে আবার এতেই ওঁয়াকে উলটে ফেলে রিফরম নাকানি চোবানি খাওয়াব, ঘুঘু ডাক ডাকয়ে দেবো, কোন বেটা কত বুদ্ধি ধরে তা একবার দেখবো। হাঁ, দারোগা বেটা অনেক বেআইন কাজ করেচে, সন্ধ্যার পর কোথাউ যেওনা, এক খানা ম্যাজেষ্ট্রেটের মুশাবিদা কত্তে হবে, ও বেটা-কেও একবার দেখতে হবে। শালা! ঘুঘু দেখেচেন ফাঁদ দেখে-

ননি, ভবদেব শর্ম্মাকে চেনেন না, এই বারে বেশকরে চিনিয়ে দিয়ে তবে আর কাজ। এ আর ভোলা তাঁতির বাড়ি পাননি, যে যা মনে করবেন তাই করবেন। পিপীলিকার পক্ষ উঠে মরিবার তরে! হাল আইনেই ওঁয়ার দফা সারবো।

রমাকান্ত বিদ্যাবাগীশের প্রবেশ।

রমা। (বসিয়া ভবদেবের মুখের প্রতি দৃষ্টি করত) আপনি এই ক দিনের মধ্যেই কাহিল হয়ে পড়েচেন, শরীর আধ খানা হয়ে গেছে।

ভব। অপরাধ কি বলুন, চিন্তা মানুষের জ্বরের স্বরূপ, তা ছাই এক রকম নয়। আর আহার নিদ্রারও সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটেচে।

গোব। ঘটবেই তো, এতো ঘটবারই কথা। নারী যস্য গৃহে নাস্তি গৃহং তস্য অরণ্য বৎ। ভূতানাং ভোজনাভাবে জঠরং যন্ত্রণা ভবেৎ॥ ভার্য্যাচ প্রিয়বাদিনী। অমন মিষ্ট বোল আর কেউ ছাড়তে পারে না, কথাতেই পেট ভরে যায়।

ভব। গোবর্দ্ধনের একখানা টোল নইলে আর তো চলেনা দেখ্‌চি।

গোব। "করিমা ববক্‌সায় বর হাল না, হাবিবে খোদারা কমন্দে হাওয়া" জীবন কচু পাতের জল, টল টল কচ্চে, একটু ঠেকা লাগলেই সরে পড়ে। হাওয়ার মতন কমেন দিয়ে যে উড়ে যায় তার কিছুই বিলি করা যায় না। ওর ভবিতব্যই মূল।

বিদ্যা। তা যাহক, চিন্তা করে আর কি করবেন, কোন উপায় তো নাই, উপায় থাকলেও চিন্তা করবার হানি ছিল না। ঈশ্বরের কার্য্যের প্রতি মনুষ্যের বাক্য ব্যয় করা বৃথা। তিনি অতি পুণ্যবতী ছিলেন তাই স্বামী, পুত্র, কন্যা, জামাই, এ সকল রেখে চলে গেছেন। চন্দন ধেনু হয়ে শ্রাদ্ধ হওয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে কিছু সামান্য সৌভাগ্য নয়। শ্রাদ্ধও যা হয়েচে, তা সমারোহ পূর্ব্বকই হয়েচে, এতল্লাটে তৎকালে এমন ক্রিয়া আর কেউ কত্তে পারেন নি। কাঙ্গালীরে সব খুব সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। বাড়ির মেয়েরা বল্‌ছিল

শুন্‌লেম যে তারা সব দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ কত্তে কত্তে যাচ্চে। আশীর্ব্বাদ করবে নাই বা কেন, যে রূপ সব হাঁড়ি সাজান হয়ে ছিল, তাতে দুজন মানুষের খোরাক বেশ হয়, আর কোলের ছেলেটীকে পর্য্যন্ত সমানে পয়সা দেওয়া হয়েচে। দুঃখীদের দেও-য়াই দেওয়া, তাদের ঘরে খাওয়ানই খাওয়ান, আর তাদের ঘরে পরানই যথার্থ পরান, তেলা মাথায় তেল সব্বাই দিয়ে থাকেন, তাতে বাহাদুরী নেই। দুঃখীদের প্রতি দয়া প্রায় কেউই করেন না। এখানকার মধ্যে আপনাকেই দেখচি, আর ছিলেন কেশব বাবুর পিতা। এ কর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়েচে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের যা দেওয়া হয়েচে, তাও কিছু মন্দ হয়নি। ব্রাহ্মণ ভোজনের পরিপাট্য ও সুশৃঙ্খলা যেমন এ বাড়িতে হয় এমন আর কুত্রাপি দেখতে পাওয়া যায় না। এইতো সে দিনে গোপাল বাবুর মাতৃ শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণেরা কেঁদে গেছে। লুচি গুলো যাচ্ছে তাই, সন্দেশ গুলো চিনির ডেলা, তার উপর আবার পরি-বেশনের বিশৃঙ্খলা, আর কাঙ্গালীরে পেটের জ্বালায় যে প্রকার আশীর্ব্বাদ করে গেছে, তা স্বর্গীয় কর্ত্তারা পর্য্যন্ত বিলক্ষণ টের পেয়েচেন। আমাদের এখানে দ্রব্য গুলিন হয়েছিল অতি উত্তম, ব্রাহ্মণেরা তৃপ্তি পূর্ব্বক আহার করেচে, আর আপনি, কেশব বাবু, ছোট বাবু ও আমিও মধ্যে মধ্যে দেখচি,তাতে কার পরিবেশনের কিছুমাত্র বিশৃঙ্খলা হতে পায় নাই। এক এক জন বেঁধে নিয়ে গেছে কত মশায়! খেতে না জান্‌লে খাওয়াতে জানে না এ বড় ঠিক কথা। আরও কি জানেন এই পুণ্য অপেক্ষা করে, তাঁর জন্যে আমাদের গ্রামের ছেলে বুড়ো আদি করে তাবৎ লোকটাই কাতর হয়েচে। আহা! সাক্ষাত লক্ষ্মী ছিলেন! ব্রাহ্মণী সর্ব্বদা তাঁর কথা বল্‌চেন আর কাঁদচেন, তার চক্ষের জলের বিরাম এক দণ্ডও দেখতে পাইনে।

ভব। এমন আশ্চর্য্য দেখিনি, গরুগুলো পর্য্যন্ত ভাল করে খায়না, কেমন যেন মন মরা মন মরা হয়েচে, সব রোগা হয়ে গেছে।

বিদ্যা। অমন গিন্নী কি আর হয়, সব দিকে দৃষ্টি ছিল। যত তাঁর গুণ ভাব্‌বেন, তত শোক আরও বৃদ্ধি হতে থাকবে। অনর্থক চিন্তা করে আপনার শরীরকে কষ্ট দিয়ে আর নষ্ট করবেন না। চিন্তা করে তো পাবার যো নেই, টাকা দিয়েও পাবার নয়, লোক লস্কর দিয়েও আনবার নয়।

ধন দিয়ে জন দিয়ে কিম্বা দিয়ে প্রাণ।
পাওয়া যদি যায় তায় বিনিময়ে আন॥
উপায় যদ্যপি থাকে বসে চিন্তা কর।
নইলে কেন ভেবে ভেবে তনু তনু কর॥
যার লাগি ভাবি সদা দেহ কালী হয়।
সে যদি জানিতে পারে তবু সুখ হয়॥
যার তরে ভাবিতেছ সে না কহে কথা।
তবে কেন তার তরে এত মাথা ব্যথা॥
পিতা মাতা ভগ্নী ভ্রাতা বন্ধু সুত দারা।
সকলেই কালগ্রাসে পড়ে হয় সারা॥
যত কাল বেঁচে থাকে তোষ ততকাল।
মরে গেলে মনে ভাব ঘুচিল জঞ্জাল॥
আমি মনে করে যারে করিছ যতন।
রবেনা রবেনা হবে হবেই পতন॥
আপনার চেয়ে প্রিয় নাহি কেহ আর।
তার যদি নাশ ভাব সব অন্ধকার॥
(দেখাইয়া) এই ঝাড় এই ছবি এই স্বর্ণ ঘড়ি।
এই সাদা পাথা যায় শোভে রাঙ্গা দড়ি॥

এই ঘর এই দ্বার এই শ্বেত থাম।
এই বালাখানা যায় পঙ্খ চুনকাম॥
চিরকাল নহে কেহ যাবে ক্রমে ক্রমে।
তবে কেন মায়া করে সারা হও ভ্রমে॥
হয় ত সকলে ফেলে আগে যাবে তুমি।
কারে বা আমার বল মিছে আমি তুমি॥
যেমন জারজ সুতে পিতা যত্ন করে।
আদরে চুম্বন করে হৃদয়েতে ধরে॥
আমার আমার বলে যত স্নেহ করে।
প্রসূতী তাহার হাসে গাল কাত করে॥
এ আমার ও আমার বল তুমি যত।
হাসিছেন এক জন দেখে অবিরত॥
এই সব মায়া মোহ তেয়াগিয়ে যেই।
আগে ভাগে ভেগে যায় ধন্য সাধু সেই॥
অতএব তিনি অতি পুণ্যবতী সতী।
তাই আগে নিত্যধামে নিলেন বসতি॥

আর কেন মিছে ভেবে শরীর আর মনকে ক্লেশ দেওয়া মাত্র। যা হবার তা হয়ে গেছে, সাক্ষাৎ শিব এলেও তার আর অন্যথা কত্তে পারেন না। এখন পুনরায় বিবাহ করে যাতে এই রাজার সংসার বজায় হয়, তার চেষ্টা করুণ। গৃহে গৃহিনী না থাকা নিদারুণ কষ্ট. স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে শাস্ত্রে উল্লেখ করে, কারণ যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল সস্ত্রীক হয়ে কত্তে হয়, নচেৎ সিদ্ধ হয় না। দেখুন, রাজা রামচন্দ্র জানকীকে বনবাস দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় কেমন বিভ্রাটে পড়েছিলেন।

গোব। আপনি ধর্ম্ম কর্ম্মের কথা ছেড়ে দিন্। ভোজন শয়ন প্রভৃতি

সাংসরিক সামান্য কর্ম্ম সকলও স্ত্রী ব্যতীত সুসিদ্ধ হয় না। স্ত্রী না থাকলে সব অন্ধকার দেখতে হয় মশায়! গৃহিণী গৃহমুচ্যতে, গৃহিণী গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, গৃহের শোভা। মরা ওদিকে থাক, বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে দুদিন স্থির হয়ে থাকা যায় না, অমনি দৌড়ুতে হয়। ধন দৌলত লোকজন হাজার থাকুক্‌না কেন, গৃহিণী না থাকলেই গৃহ শূন্য বলে।

ধন জন পিতা মাতা, দাস দাসী ভগ্নী ভ্রাতা,
সন্তান সন্ততী দ্রব্য চয়।
যদি থাকে পোরা ঘরে, নারী না থাকিলে পরে,
সেই গৃহে গৃহশূন্য কয়॥
নারী যদি কাছে রয়, বন যেন ঘর হয়,
নারী বিনা ঘর বন ময়।
শয়ন ভোজনাগার, দিনে হয় অন্ধকার,
দশ দিশ বিষ বোধ হয়॥
দারুণ অরুণ করে, দেহ যদি দাহ করে,
শিলা জলে মাথা ভেঙ্গে যায়।
হাঁপাতে হাঁপাতে পরে, আসিতে পারিলে ঘরে,
মুখ দেখে সব দুখ যায়॥
শাস্ত্রে কয় লোকে কয়, নারী অর্দ্ধ অঙ্গ হয়,
ঠিক বটে কথা মিথ্যা নয়।
বিষম দুঃখের ভার, কাছে ফেলে দিলে তার,
হাস্য মুখে ভাগ করে লয়॥
(আহা) হাসি হাসি মুখ খানি, সরল মধুর বাণী,
দেখে শুনে সব যাই ভুলে।

সোজা মুখে যদি হেসে, বসে এসে কোল ঘেঁষে,
কত কথা কই মন খুলে ॥
যদি কোন কর্ম্মে রই, বলে যদি আছে অই,
প্রাণ ভরে বুকপুরে থাটি।
খেটে খুটে এসে পরে, তারে না দেখিলে ঘরে,
বসে পড়ি করে ধরে মাটি ॥
কোপানল শোকানল, মহাবল চিন্তানল,
দারা প্রেম জলে জল হয়।
রমণী রুচির তরী, তাহে আরোহণ করি,
সুখে লোক ভব পার হয় ॥
দারা ধন হারা যারা, বেঁচে থেকে মরা তারা,
কিছুতেই সুখ নাহি পায়।
ঘর দ্বার শয্যা বাস, আত্ম বন্ধু প্রিয় ভাষ,
সব যেন শেল ফুটে গায় ॥
বাপের শপথ করি, রাখিব হৃদয়ে ধরি,
কোথাও দিব না তায় যেতে।
চরণ স্মরণ করি, আমি যেন আগে মরি,
তার হাতে জল খেতে খেতে ॥

জান বিদ্যাবাগীশ মশায়, তা হলে আমরও তো চন্দনধেনু হবে। এ সকল পুণ্য অপেক্ষা করে, এখন রেখে যেতে পাল্লে হয়।

(সকলের হাস্য)

(নেপথ্যে বহুলোকের একত্র চিৎকার ধ্বনি)

ভব। একটা কি গোলমাল শোনা যাচ্চে নয়? একটু চুপ করুণ তো, (মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিয়া) ক্রমে বাড়তে লাগলো যে।

বিদ্যা। হাঁ, বটেই তো, ব্যাপার খানা কি ?

গোব। (বাহিরে গমন করত শুনিয়া) গোলটা যেন ডাকাত পড়ার মতন বোধ হচ্চে, দিনের বেলা তাইবা কেমন করে বলবো। ও কিছু নয়, হয়তো মেচনীরে ঝকড়া কচ্চে।

ভব। না, ঘরে আগুণ লেগেচে বোধ হচ্চে।

বিদ্যা। এই যে, শিবের তলার দিকে একবার তাকয়ে দেখুন। উঃ! সব গেল, ও পাড়াটা শুদ্ধ গেল! যেতে হলো।

[দ্রুতবেগে বিদ্যাবাগীশের প্রস্থান]

গোব। আমাকেও যেতে হলো, খড়ো ঘরে বাস করা প্রাণ হাতে করে থাকতে হয়। না, ভাল হচ্চে না, ব্রাহ্মণী একলা আচেন। (গমনে উদ্যত হইলে ভবদেব হাত ধরিলেন) না, ছেড়ে দিন্!

ভব। ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণী করেই যে সারা হলে দেখচি। হয় হয়ে যাক, তার আর ভাবনাটা কি, চন্দনধেনু করো, খরচ পত্র সব আমি দেবো, তোমার কিচ্ছু ভাবতে হবেনা।

গোব। না ভাব্বো কেন, একি আর ভাববার কথা। শনিবারের মড়া কি না, দোসর খুঁজ্জেন। খরচপত্র আর দিতে হবে না, এখন ছুপা তুলে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তিনি একশো বচ্ছরের হয়ে বেঁচে থাকেন, তাঁর হাতের লোয়া ক্ষয় যাক, আমি যেন হাসতে হাসতে সে জনার কোলে রওনা হই।

ভব। ভক্তি তো অচলা দেখচি, ব্রাহ্মণীর নামে লাল পড়ে। ভাল, মাকুষটো কেমন ধারা, কালো কি ধলো একদিন দেখালেনা হে।

গোব। বেশ বলেচেন,দেখাবার সময়েই এই বটে, আগে বিয়ে থা করুণ, ঘর ঘরকন্না হোক, তার পর সে কথা হবে, এত তাড়াতাড়ি কি। দেখবেন আর কি, ধান সিদ্ধ হাঁড়ির তলা, একটী চক কানা, দু পায়েই গোদ আচে। যাহক সে আজকেকার কথা নয়।

(প্রস্থান)

দিগম্বর হালদারের বাটীর উঠান।

দিগম্বর, কেশব, বিদ্যাবাগীশ ও প্রতিবাসীগণের প্রবেশ।

বিদ্যা। একি, সব যায় যে, তিন খানা তো গেছে, এখানাও যায়। কি হলো, হা বিধাতা! দাঁড়য়ে সর্ব্বনাশ।

প্রতি। জল আন, জল আন, শীগ্‌গির নিয়ে আয় রে, শীগ্‌গির,—মটকায় ঢাল। ওরে এদিক্কের চাল ধরে উটেচে, চাল কেটে ফেল, ঘোষেদের বাড়ি বাঁচা, চাল থেকে নাব, ঘোষেদের চালে জল দে।

বিদ্যা। কি হলো কেশব বাবু! দাঁড়য়ে পুড়ে গেল, চার খানি ঘরের এক খানিও থাকলো না, কেউ রক্ষা কত্তে পাল্লে না। আহা হা! বুক ফেটে যায় দেখে। জিনিষপত্র গুলো সব বার করা হয়েছিল তো?

কেশ। জিনিষের মধ্যে তিনটে বাক্স, একটা সিন্দুক, কতক গুলো কাপড় চোপড় আর পিত্তল কাঁশার বাসন খান কতক বার হয়েচে এই মাত্র। আমি না এসে পড়লে তাও হতনা। প্রথমে বড় ঘরে আগুণ হয়, বড় ঘর শেষ হয়ে গেলে পরে আমি এসে উপস্থিত হলাম। দেখি দিগম্বর দাদা বসে কেবল কাঞ্চেন। বিনোদের মাকে তবু বাহাদুর বলতে হবে, আঁচড়া পিঁচড়ি করে কতকগুলো জিনিষ বার করে ছিলেন। অদৃষ্ট হতে বিনোদ আবার আজ এখানে নেই।

বিদ্যা। কেন, বিনোদ কোথা?

কেশ। হেম একটা চাকরির যোগাড় করে বিনোদকে পত্র লিখেছিলেন, তাতেই তিনি এই বুধবার দিন কলকাতা গেছেন। আজ শনিবার, বোধকরি আসতে পারেন। হেমের আসবারতো নির্ঘাতকথা আছে।

বিদ্যা। আহা হা! এসে এই সর্ব্বনাশ দেখবেন আর কি। জিনিষপত্র যা বার করা হয়েচে সেগুলো সব সাবধান করে রাখা হয়েচেতো?

কেশ। সে সব আমার বাড়িতে পাটয়ে দিয়েচি।

বিদ্যা। ভাল হয়েচে, উত্তম করেচেন। কি বিড়ম্বনা!. এক খান ঘরও থাকলো না, তা ঘর গুলীও চালে চালে লাগাও, একটুও ব্যবধান নাই। স্থান অতি সংকীর্ণ, অপরাধই বা কি? ভাল, কেমন করে আগুণ হলো?

কেশ। তার কিছু নিশ্চয় পাওয়া যায় না। বিনোদের মা এত সাবধানী লোক যে প্রত্যহ রান্না বান্নারপরে উননের আগুণ নিবয়ে রাখেন, আর ঘুঁটের আগুণ অধিকক্ষণ থাকেও না, তাতে করে বাড়ির ভিতরের আগুণ থেকে যে আগুণ হওয়া তা কোন মতেই বোধ হয় না। শুন্‌লাম, জাঁতার খিল ভেঙ্গে গেছে বলে বিনোদের মা আহারাদির পরে ঘোষেদের বাড়ি থেকে কলাই ভেঙ্গে আন্‌তে গেছ্‌লেন; দিগম্বর দাদা বাইরের দোচালায় বসে মহাভারত পড়্‌ছিলেন; বৌমা দক্ষিণ দিক্কের ঘরে বসে সল্‌তে পাকাচ্ছিলেন, এমন সময় হটাৎ ধোঁয়া দেখে কারণ জানবার জন্যে বাইরে এসে দেখ্‌লেন যে বড় ঘরে আগুণ লেগেচে, অমনি চিৎকার করে কেঁদে উট্‌তেই দিগম্বর দাদা বাড়ির ভিতরে এসে দেখেন যে সর্ব্বনাশ। বাগানের দিক্কের চাল একে বারে ধূধূ করে জলে উঠেচে। চেঁচাচেঁচি কত্তেই ক্রমে সব লোক জন এসে জড় হলো।

বিদ্যা। তবে এতো অন্য কর্ত্তৃক আগুণ দেওয়া বল্‌তে হবে।

কেশ। তার আর সন্দেহ কি।

বিদ্যা। হালদার মহাশয় অতি নিরীহ লোক, কোন বিরোধে কি কারও কোন মন্দ কথায় কদাপি থাকেন না। স্ত্রী অতি সুশীলা, প্রতিবাসীদের বিপদে বুক দিয়ে গিয়ে পড়েন, আর ছেলেটী তো শিশু পরামাণিক, কোন দোষ শরীরে নাই, গ্রামের লোকের কিসে ভাল হবে এই চেষ্টাতেই বেড়ান, তবে কোন নিষ্ঠুর নরাধম এমন সৎ পরিবারের শাত্রবতা কল্লে? একেবারে নির্ব্বাসন।

কেশ। কেমন করে জানব ভাই। তোমাদের এখানকার লোকের মনে

কার যে কি আছে তা স্বয়ং ঈশ্বর জান্‌তে পারেন কি না সন্দেহ।

(দিগম্বর হালদারের বাহিরের দোচালা ব্যতীত সমুদয় ঘর দগ্ধ হইলে পর আগুণের আর আশঙ্কা না থাকায় প্রতিবাসীদিগের প্রস্থান)

বিদ্যা। আমি সেই পর্য্যন্ত কেবল বিনোদের জন্যই ভাবচি। সে এসে দেখে যে কি করবে, আর তাকে কি বলেই বা বোঝান যাবে, তার কিছুই স্থির কত্তে পাচ্চিনে। উঃ! কি ভয়ানক বিপদ, একেবারে সমূলস্য বিনশ্যতি। এখন এরা যায় কোথা? দাঁড়াবার স্থান দেখ্‌চিনে যে।

কেশ। ঈশ্বরই তার বিলি করে দেবেন, কিন্তু ভাই রে, বিপদ বলে বিপদ, এমন বিপদ মানুষের হয় না।

বিদ্যা। মিছে চিন্তা করা। যা বল্লেন ঈশ্বরের মনে যা আছে তা কে খণ্ডাতে পারে? তার জন্য অনুশোচনা করা বৃথা। বিপদের সময়ে যার বুদ্ধি অবসন্ন না হয় সেই মানুষই মানুষ।

দিগ। কেশব বাবু, তুমি আমার পরম আত্মীয় ও উপকারক, তোমার কথা আমি কোন মতে নাড়তে পারিনে। তুমি পরিবারদের লয়ে যাও। আমি এই চালায় পড়ে থাকি।

কেশ। দাদা, আপনি আমাকে ভাল বাসার মতন কথা বল্‌চেন না, আমাকে যেন নিতান্ত পর ভাবচেন, সে বাড়ি আপনার নিজের বাড়ি বোধ করুণ, আমিও এ বাড়ি যাওয়াতে যেন আমার বাড়ি গেছে এমনি বোধ কচ্চি, আমার যা হয়েচে তা আমিই জানি। কি বলব বলুন, বুক চিরে দেখাবার হলে এখনি দেখাতাম। সেখানে স্থান যথেষ্ট আছে। উত্তর দিক্কের নীচে উপর দুটো কুঠরি আমি আপনার ব্যবহারের জন্যে অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারব, তাতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হবে না। বোধ করি সেই দুটো ঘর হলেই আপনার সম্পাস্য হতে পারবে। দুটো জানালা একটু গর-মেরামত আছে, ঘরে তক্তা মজুদ রয়েচে, কালই ছুতার লাগয়ে

সারিয়ে দেব। আরও আপনার সম্পাস্য ও সুবিধার জন্যে যদি আর কোন মেরামতের আবশ্যক হয়, অনুগ্রহ করে বল্লেই তৎক্ষণাৎ করে দেব। আপনি যত দিন থাকুন আমার কিছুমাত্র গরসুবিধা হবে না, বরং আপনাকে পেয়ে আমি অনেক বিষয়ে লাভ বোধ করব। আসুন, আর বিলম্ব করবেন না. চলুন, সেই খানে গিয়ে তুভেয়ে বসে দুঃখের কথা কওয়া যাগ্‌গে। বিনোদ হেমের সঙ্গে আজ বাড়ি আসবে তার আর সন্দেহ নেই, সেও সেখানে হেমের সঙ্গে কথা বার্ত্তায় ভাল থাকতে পারবে। এই বিপদের জন্যে ষ্টেসনে লোক পর্য্যন্ত পাঠাতে পাল্লাম না, তাদের আসতে কষ্ট হবে দেখতে পাচ্চি, রাস্তা ভাল নয়, ভয়ও করে। বলচেন এই চালায় শুয়ে থাকি, সে কি কথা দাদা? আপনার এখানে থাকা কোন মতেই কর্ত্তব্য নয়, দুষ্ট লোকের অসাধ্য কি, রাত্রে যদি আবার এই চালায় আগুণ দেয়, তা হলে কি হবে বলুন দেখি? অপঘাতে প্রাণ নাশের সম্ভাবনা। শামার মাকে ডাকতে পাটয়েচি, এলো বলে। বিনোদের মা আর বৌমা, এঁরা শামার মার সঙ্গে ষষ্টিতলা হয়ে রায়েদের বাড়ির ভিতর দিয়ে বরাবর একেবারে আমাদের খিড়্‌কির পুকুরেরধারে গিয়ে উঠবেন, জনমানবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা নেই। জিনিষপত্র সব সেখানে পাঠিয়ে দিয়েচি। (হাত ধরিয়া) উঠুন, গা তুলুন। বিদ্যাবাগীশ ভায়াও এসো, তবু দুঃখের সময়ে দুই একটা শাস্ত্রীয় কথা শোনা যাবে।

(সকলের প্রস্থান)

কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দরজা।

কেশব, দিগম্বর ও বিদ্যাবাগীশ আসীন।

হেম ও বিনোদ প্রবেশ করত ক্রমান্বয়ে সকলকে প্রণাম করিয়া পদধূলী গ্রহণ।

দিগম্বর বিনোদের মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া চক্ষের জলে ভাসমান হইলেন, কিছুই বলিতে পারিলেন না।

কেশ। লোক পাঠাতে পারিনি, তোমাদের আসাতে কষ্ট হয়েচে দেখতে পাচ্চি। কে আছ হে ওখানে? বাড়ির মধ্যে বলে এসো যে হেম আর বিনোদ এসে পোঁছেচেন।

হেম। আজ্ঞে না, জ্যোৎস্নার আলো ছিল, বেশ এয়েচি আমরা, কষ্ট হয়নি। লোক না যাওয়াতে ভারি ভাবনা হয়েছিল, তার পর মদনপুরে এসে ভজহরি সরকারের কাছে সবখবর জান্‌তে পাল্লাম।

(নেপথ্যে চিৎকার স্বরে রোদন)

কেশ। স্ত্রীলোকের শোক অনিবার্য্য। তোমরা যাও, বাড়ির মধ্যে গিয়ে জল টল খাওগে, আর বৌ ঠাকুরুণকে ক্ষান্ত করগে। হাঁ হেম, বিনোদের সে চাকরির কি হলো?

হেম। আজ্ঞা হাঁ, হয়েচে। আমাদের আফিসেই হয়েচে। পঁচিশ টাকার রুম। কাল বেরয়েছিলেন, আজও বেরয়েছিলেন। সে কাজ বিনোদ বাবু বেশ কত্তে পারবেন। সাহেব পরীক্ষা করে বিনোদ বাবুর প্রতি খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন।

কেশ। দাদা, আর ভাবনা কি? এ কমাস চুপ করে থাকুন, জন মজুর পাওয়া যাবেনা, মাঘ মাস ডাকাডাকি আপনার সব ঘর হবে, নিশ্চয় জানুন, কিচ্ছু ভাব্‌বেন না।

হেম। আমি পথে আসতে আসতেই স্থির করেচি যে কলকাতার বাসা খরচ তো লাগবেই না। এখানকার খরচ তাও এক রকম চলে যাবে। বিনোদ বাবুর মাইনের টাকা গুলিন সব যাতে ব্যাঙ্কে জমা দিতে পারা যায় তার সম্পূর্ণ চেষ্টা কত্তে হবে।

কেশ। ধানের মরাই দুটি যেমন তেমনি আছে, কিছু মাত্র ক্ষতি হয়নি। থাকবার মধ্যে মরাই দুটি আর বাইরের চালাখানা।

বিদ্যা। ধান্য গুলো সেখানে থাকলে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। ধান্যের ঘর

এখন বেশ আছে; আমার বিবেচনায় ছেড়ে দিলে ভাল হয়। চেষ্টা কল্লে খদ্দেরও অনেক হতে পারে বোধ করি।

দিগ। হাঁ, খাবার উপযুক্ত রেখে বেচে ফেলাই কর্ত্তব্য হয়েচে। আপনি দেখবেন যদি খদ্দের হয়, তাহলে মরাই ভেঙ্গে ভাচার ধান অমনি সেই খান থেকেই বিলি করে দেওয়া যাবে।

কেশ। বিনোদ, যাওনা বাবা, একটু কিছু খেয়ে ঠাণ্ডা হওগে। হেম, যাও, বিনোদকে নিয়ে যাও। বলছিলাম কি ভাল, হাঁ, দাদা রাত্রে কি আহার করে থাকেন, বৌ ঠাকুরুণকে সেটা জিজ্ঞাসা করে তার উদ্যোগ কত্তে বলো গে। তোমার জেঠাই মাকে ভাল করে বোঝাও গে, বিনোদের চাকরি হয়েচে আর ভাবনা কি? আশীর্ব্বাদ করুণ আরো মাইনে বাড়ুক।

(হেম বিনোদের হস্ত ধারণ করত প্রস্থান)

বিদ্যা। কেশব বাবু, বিনোদের চাকরি হওয়ার কথা শুনে আমার দুঃখের অনেক শমতা হলো। একটা না একটা উপায় তিনিই করে দেন। বিপদ দিতেও তিনি, আবার বিপদ থেকে উদ্ধার কত্তেও তিনি। বিপদের সঙ্গে সঙ্গে সম্পদ, আবার সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে বিপদ। বিপদ প্রেরণ করে তিনি স্থির হয়ে থাকতে পারেন না, অমনি সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারের উপায় পাঠিয়ে দেন। সম্পদও কিছু চিরকাল থাকে না, সম্পদ মদে মত্ত হলেই অমনি বিপদ এসেউপস্থিত হয়। আমাদের প্রতিঈশ্বরের সম্পূর্ণ দয়া প্রতিক্ষণ প্রত্যক্ষ করা যায়, আমরা কিসে ভাল থাকব, কিসে আমাদের উন্নতি হবে, তার জন্যেই তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত। আমাদের যে বিপদ সিপদ হয় এমন ইচ্ছা তাঁর কখনই নয়, আমরা আপনাপন দোষেই কেবল বিপদে পড়ে থাকি। মনুষ্যের শিক্ষার নিমিত্তই যে বিপদের বিধান হয়েচে, তা কেউ মনে করে না। আর এক আশ্চর্য্য দেখুন, বিপদের সময় ভিন্ন তাঁকে আর আমাদের স্মরণ

হয় না, তখন তাঁকে স্মরণ করে করি কি, না তাঁর প্রতি দোষা-রোপ করি, কিন্তু এমন ভাবিনে যে আপনা হতেই আমরা বিপদ টেনে এনেচি। নিজের দোষ ঢেকে রেখে সেই পরমোপ-কারকের প্রতি দোষ দেওয়া যে কত বড় মূর্খের কাজ তা বলা যায় না। ঈশ্বরের আজ্ঞা ও নিয়ম যথা বিধানে প্রতিপালন কল্লে কখনই বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা থাকে না। আমি বলি, মানুষের বিপদ সর্ব্বদা হওয়া ভাল। মানুষ ফেরে না পড়লে পরমেশ্বরকে চিন্‌তে পারে না, আর কিসে কি হয় তাও শিখতে পারে না। কত ধানে কত চাল তা জানা আবশ্যক। তাঁর মতানুযায়ী চল্লে কিছুরই অভাব থাকে না।

তাঁর আজ্ঞা ধর কর নিয়ম পালন।
হবে না হবে না কভু বিপদ ঘটন॥
রবে না রবে না আর মনের বেদনা।
সবে না সবে না দেহ রোগের যাতনা॥
যাবে না যাবে না সুখ রবে কটি ধরে।
চাবে না চাবে না দুখ কট মট করে॥
যে করে তোমার সুখ সতত কামনা।
বহু কষ্টে করে তব ইষ্টের যোটনা॥
নিজ দোষে যদি সেই ইষ্ট নষ্ট হয়।
তাহারে ভৎর্সনা বিধি কখনই নয়॥
হস্ত পাদ নাসা কর্ণ মানব আকার।
যার দ্বারা লভিতেছ এত উপকার॥
চলিবার দোষে কারু হলে অপচয়।
নিজ দোষ ভিন্ন অন্য দোষী কভু নয়॥

ধরা দেবী যত দ্রব্য করেছে ধারণ।
মানবের স্থখ হেতু সব আয়োজন॥
এত খেয়ে এত পরে যে না মানে গুণ।
কপালে আগুণ তার মুখে কালী চুন॥
হায় হায় হাসি পায় সরে না বচন।
আপনি করিয়ে দোষ ঈশ্বরে অর্পণ॥
আময় আনিয়ে যথা অমিত আহারে।
ক্রোধ ভরে লাঠী ধরে সূপকারে মারে॥
অবোধ শিশুরা যথা পড়ে গেলে পরে।
কোপ দৃষ্টে ভূমি পৃষ্ঠে পদাঘাত করে॥
অসিতে অন্যের অস্থ স্বকরে বিনাশি।
আপনি পবিত্র হয় কামারের ফাঁসী॥
নিজ করে করে নরে বিপদ সঞ্চার।
তিনি কৃপা করে পরে করেন উদ্ধার॥
পাপের শাসন হেতু বিপদ বিধান।
তার তাপে করে পরে নরে শিক্ষা দান॥
সাবধানে অবধানে সোজা পথে চর।
চলিবার দোষে যেন পড়ে নাহি মর॥
পদ ভ্রমে যদি কভু পিছলিয়া পড়।
আপনি আপন গালে কসে মার চড়॥

কেশ। তা বই কি, সকলই তাঁর ইচ্ছা। কেমন, রাত্রি হয়েচে নয়? আজ ওটা যাক্। বিদ্যাবাগীশ ভায়া, কাল যেন একবার সাক্ষাৎ হয়। দাদা মশায়, চলুন, বাড়ির মধ্যে যাওয়া যাক্।

সকলের প্রস্থান।

কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অন্দর বাটী।

স্নুলোচনা ও আনন্দময়ী আসীন।

হেম ও বিনোদের প্রবেশ।

আন। (বিনোদকে দেখিয়া রোদন স্বরে) ওরে বিনোদ রে, কি সর্ব্বনাশ হলো বাবা! আমি আবাগী এই চকে দাঁড়য়ে দেখলুম রে বাবা—সোনার লঙ্কা ধু ধু করে জ্বলে গেলো রে বাবা—তোমার খাট গেলো, গদি গেলো, মশারি গেলো, কোতা তুমি শোবে রে বা বা। হায়, হায়, হায়! কোন্ আঁট খূড়ো আমার এমন সর্ব্বনাশ কল্লে গা, তার বাড়িতে কেন দ পড়েনা গা! প্রাতঃবাক্যে তার ভিটেতে যেন সন্দে দিতে কেউ না থাকে।

স্নলো। দিদী কেঁদোনা, কাঁদলে কি হবে বলো দেখি। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তোমার বিনোদ বেঁচে থাক, তোমার ভাবনা কি দিদী, আবার তোমার সব হবে, সারা খুণ্ডি চকের জল ফেল্লে ছেলের অমঙ্গল হয়, আর কেঁদোনা। বিনোদ, তুমিও যে কেঁদে কেঁদে চক রাঙা করেচো বাবা, বেটা ছেলে, ভাবনা কি? ভেবে ভেবে বাছার আমার মুখ শুকয়ে গেচে। দামিনী, তোর দাদাদের ঘরে জল খাবার এনে দে।

দামিনীর প্রবেশ।

দাম। এই যে, এই মাজের ঘরে ঠাঁই করেচি।

স্নলো। তুই এই খানে নিয়ে আয়, এই রোয়াকে দে।

হেম। জেঠাই মা, আপনি ভাবচেন কেন, বিনোদ বাবুর বেশ চাকরি হয়েচে। বাবা বলেচেন এই মাঘ মাসের মধ্যেই উদ্যোগ করে সব ঘর করে দেবেন। আপনি আর কাঁদবেন না; চুপ করুণ।

স্নলো। আহা! হক, হক। তাই তো বলি বাবা বুড়ো শিব কি মুখ তুলে তাকাবেন না। দিদি! মঙ্গল বার দিন বাবাকে দুদ গঙ্গাজল পাঠয়ে দিতে হবে। হাঁ হেম, কগণ্ডা টাকা মাইনে হয়েচে?

হেম। পঁচিশ টাকা, ছগণ্ডা এক টাকা। আবার হয় তো এই পৌষ মাসের ভিতরেই মাইনে বাড়বে। আমাদের ঐ এক আফিসেই কর্ম্ম হয়েচে।

সুলো। তা হলে কি পৌষ মাসে তোমারও মাইনে বাড়বে?

হেম। হাঁ, আমারও বাড়বার কথা আছে। সাহেব লিখেচেন, এখন সেখানকার মঞ্জুর হলেই হবে।

সুলো। তবে আর ভাবনা কি দিদী, তোমার যেমন গেচে তার চেয়ে আরো ভাল হবে। ছি, কেঁদোনা, তোমার কান্না দেখে বিনোদ কিচ্ছু খেতে পাল্লে না। (বিনোদের প্রতি) সব পড়ে রইলো যে, কিচ্ছু খেলে না যে বাবা, খালী ঢক ঢক করে এক ঘটি জল খেলে। আ আমার দশা! খাও বাবা খাও, লক্ষ্মী বাপ আমার, এই ক্ষীর টুকু খাও। পেঁপে কখানা খেয়ে ফেলো, শরীর ঠাণ্ডা হবে এখন।

হেম। বিনোদ বাবু, বিপদের সময়ে তুমি আর সকলকে প্রবোধ দেও, উপদেশ দেও, আপনার বেলা এত আলগা কেন বল দেখি।

বিনো। না, তা নয়, আজ শরীরটে কিছু অসুস্থ বোধ হচ্চে।

হেম। তবে চল, একটু বিশ্রাম করা যাগ্‌গে।

সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটী।

রাত্রিযোগে সকলের নিদ্রাবস্থায় অবস্থিতি।

নেপথ্যে ভয়ানক চিৎকার স্বরে।

তারা, রা—রা—রা। রে, রে, রে, হ্যা, হ্যা, হ্যা, হেইত, হেইত,

কেশ। (চমকিত হইয়া স্বগত) একি? ডাকাত পড়লো নাকি? (প্রকাশে) গিন্নী, গিন্নী, ওটো, ওটো, উটে দেখ দেখি, গোল-মাল হচ্চে কিসের?

সুলো। (উঠিয়া) তাই তো (জানালার দ্বার মোচন করত দেখিয়া) ওমা! একেবারে আলো কুরখুট্টি হয়েচে যে, আবার কাদের ঘরে আগুন লাগলো বুজি। ওমা! তা নয়, মেলাই সব লোক মশাল হাতে করে বেড়াচ্চে। ওমা! যাব কোথা। কত্তা আমাকে ধরো।

কেশ। বাড়ির ভেতরে এয়েচে নাকি? (জানালা দিয়া দেখিয়া) এ যে মেলাই লোক। ও গিন্নী, তলওার চক মক কচ্চে দেখ। চেঁচানি শুনে পেটের পিলে চমকে যায় যে। (কম্প) ও গিন্নী, কি করি, পালাবার তো যো নেই, যাই কোথা? চল, ঐ চোর কুঠরির ভেতরে লুকুই গে। আমার হাত ধর।

(কাঁপিতে কাঁপিতে চোর কুঠরির ভিতর উভয়ের প্রস্থান)

কোণ ঘেঁষে বসে থাক, কথা কইও না।

ডাকাইত দিগের প্রবেশ।

এক। হয়েচে, আয় সব ভেতরে আয়।

অন্য। এক শালা সরকার এই ঘরে থাকে, মার শালাকে। কেটে ফ্যাল।

এক। শালা পালয়েচে রে, এই বোনের ভেতর লুকয়েচে, খোঁজ বোন।

অন্য। মুই পারবোনা বাবা, সাপে খেয়ে ফেলবে।

এক। মশাল নিয়ে আয় এদিকে, দ্যাক শালার কি আচে। ভাল করে ধর। এই যে পেটরা, ভাঙ, ভেঙে ফ্যাল, মার নাথী।

পেটরা ভাঙ্গিয়া সর্ব্বস্ব গ্রহণ পূর্ব্বক সকলের বাটীর ভিতরে গমন ও দিগম্বরের শয়নাগারের কপাটে লাথী মারণ।

দিগ। (উঠিয়া) কেও? এত রাত্রে কপাটে ঘা মারে।

ডাকা। তোর বাঁপ। কপাট খোল, শালা।

দিগ। গিন্নী, দেখচো কি? গতিক ভাল নয়, কপাট খুলে দেও।

আন। (কপাট খুলিবামাত্র ডাকাইতদিগের বিকৃত মুখ দেখিয়া) ওমা, অ্যাঁ! (পশ্চাৎ হাঁটিয়া দাঁড়াইলে এক জন ডাকাইত তাহার নাসিকা হইতে নথ ছিঁড়িয়া লইল)

ডাকা। দে বেটী, তোর ঐ হাতের খয়ে নোয়া গাচটা খুলে দে, নইলে দেখচিস্ তো, (তলয়ার দেখান) তোর হাতের কবজা কেটে খুলে নোবো। আর কি আচে দে। নিয়ে আয় মশাল, বেটীর কাপড়ে ধরয়ে দে।

আন। এই ন্যাও বাবা (হাতের লোহা, গলার দানা ও কাণের নল খুলিয়া অর্পণ)

ডাকা। বুড়ো শালা,এই যে রে, ঘুপ্‌টি মেরে রয়েচে। নিয়ে আয় মশাল, পোড়া শালাকে, বল্ বেটা বল্, কোথা কি আচে?

দিগ। সাত দই বাবা, আমার কিচ্ছু নেই। ঘর পুড়ে আমার সব গেচে, আমি পরের বাড়িতে রয়েচি, সত্তি বাবা, আমার কিচ্ছু নেই।

ডাকা। কিচ্ছু নেই বাবা। শালা, ধান বেচা টাকা কোতা রাকলি রে বাঞ্চোত। নিয়ে আয় রে, মশাল নিয়ে আয়, পোড়া শালাকে, শালার ভুঁড়ি পুড়য়ে দে। (এক জন মশাল দিয়া দিগম্বরের উদর দেশ পোড়াইতে লাগিল, ও আর এক জন তলয়ার খুলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল)

দিগ। বাপরে, গেলুম রে, মলুম রে, ও বা বা! এই নে বাবা, সিন্দুকের

চাবি নে। ঐ সিন্দুকে রয়েচে, ছেড়ে দে বাবা, চাবি খুলে দিই। (কোমর হইতে চাবি খুলিয়া দিলে এক জন ডাকাইত সিন্দুক হইতে টাকার থৈলী বাহির করিয়া গণিতে আরম্ভ করিল)

ডাকা। সাত ট্যাকা কম হচ্চে কেন রে শালা ? কি কল্লি বল ? নিয়ে আয় বড়শা, শালার ভুঁড়ি গেলে দে।

দিগ। ও থেকে সাত টাকা খরচ হয়েচে বাবা। সত্তি বাবা।

ডাকা। খরচ হয়েচে বাবা। কেটে ফ্যাল শালাকে (এক জন তলওয়ার উঁচাইয়া গমন)

দিগ। দোহাই বাবা, কালীর দিব্বি। দুদের দুটাকা কাল গোয়ালাকে দিয়েচি, আর আমার ছেলে পাঁচ টাকা নিয়ে গেচে।

ডাকা। তোর ছেলের চার্কারি হয়েচে, সে আবার বাড়ি থেকে ট্যাকা নিয়ে যাবে কেনরে শালা ? ব্যাটা তোর সব ভিটকুমি। মার তলওয়ারের চোট, ব্যাটার মাতাটা মাটিতে লুটয়ে দে।

দিগ। মেরনা বাবা, দোহাই বাবা! ছেলে এখনো মাইনে পায়নি, তাই কাপড় চোপড় কেনবার জন্যে নিয়ে গেচে। সত্তি বাবা, কালী ঘাটের কালীর দিব্বি।

ডাক। আচ্ছা, ছেড়ে দে শালাকে। চল সব চল, কত্তা শালাকে খুঁজিগে। ঐ ঘরে রে, শালাকে আজ এক হাত দেকাতে হবে। কি বলবো তার ছেলে শালা আজ এখানে নেই, থাকলে তাকে কুচি কুচি করে কাটতুম। শালা মিয়াদ খালাসী ধরবার জন্যে দরখাস্ত দিয়েছিল, আবার কুল ড্যাক্তার ডাকাতির কতা ছাবয়ে দিয়েছিল, ব্যাটার কি কাঁচা মাতা দেবার ভয় হয়নি তকন ? আচ্ছা রাস্তায় দেকা যাবে, কিন্তু ব্যাটা আজ ভারি বেঁচে গেল। আচ্ছা, তার বাপ শালাকে দেকিগে চল। (কেশবের শয়নাগারে গমন) কৈ রে, শালাকে দেকতে পাচ্চিনে যে, শালা পালয়েচে, বুজি রে। খোঁজ, শালা কোতা গেল। শালা পালয়ে বাঁচবেন মনে করে-

চেন। (মশাল লইয়া ইতস্তত খুঁজিতে খুঁজিতে চোর কুঠরির ভিতরে গিয়া কেশবকে ধরিল) শালা এখানে এসে লুকয়ে রয়েচে রে। কাট শালাকে, একেবারে ওয়ার করে ফ্যাল।

কেশ। প্রাণে মেরোনা বাবা! এই চাবি ন্যাও, আমার যা আচে সব তোমরা নিয়ে যাও। আমার নগদ টাকা কড়ি কিছুই নেই বাবা।

ডাকা। চাবি ন্যাও, শালা চাবি, নগদ ট্যাকা। তোকে আর দিতে হবে না। জয় কালী! (বলিয়া তলওয়ারের কোপ উঁচাইলে)

সুলো। (গলা বাড়াইয়া দিয়া) তোমরা আমাকে কাটো বাবা, ওঁয়াকে কিছু বলোনা বাবা, সাত দই বাবা! তোমাদের পায়ে পড়ি বাবা (পা ধরিতে হস্ত বিস্তার)

ডাকা। (সুলোচনাকে ঠেলে ফেলে দিয়া কেশবকে আঘাত করিলে কেশব শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন) বস্, হয়ে গেচে। একন তোরা চাবি টাবি সব খুলে নে।

সুলো। (কেশবের দেহ আলিঙ্গন করত চিৎকার স্বরে রোদন) ওমা আমার কি হলো মা গো! ওমা আমার পোড়া কপাল পুড়ে গেলো মা গো! তোরা সব দেকে যা মা গো। হেম আমার কোথা রইলে বাবারে! কিছুই তুমি জান্তে যে পাল্লে না, বাবারে! কত্তার জন্যে কতো জিনিষ আন্‌লো তুমি বাবারে! সে সব আমি গঙ্গায় গিয়ে ভাসয়ে দেবো বাবারে! ও গো! তোমরা আমাকেও কেটে ফ্যালো, লক্ষ্মী বাবা, আমার মাতা খাও। (শিরে ও বক্ষে করাঘাত) ও গো আমার কি হলো গো! ওগো আমি কোতা যাব গো! (উন্মাদিনীর ন্যায় দণ্ডায়মানা ও বক্ষে করাঘাত) ওমা, আমি কিচ্ছু দেকতে পাচ্চিনে যে গা। ওমা আমি কোতা যাব গা, ও গো, ও বাবা, আমাকে কাটো। (ডাকাইতের হস্তস্থিত কেশবের শোণিত মণ্ডিত তলয়ার ধরিতে অগ্রসর)

ডাকা। যাও, তফাত। (ধাক্কা মারিলে সুলোচনার ভুমে পতন) বাঁদ

বেটীকে, ওর হাত পা মুক সব বেশ করে বেঁদে ঐ খানে ফেলে রেকে দে, যেন চেঁচাতে না পারে। বাঁদনা শালা, একনো দেরি কচ্চিস্ যে। (দৃঢ় বন্ধন পূর্ব্বক বাহিরের-বারাণ্ডায় ফেলিয়া রাখিলে স্থলোচনা গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল) ওঁয়ার হেম, আদর কাড়াচ্চেন, শালার অনেক পেরমাই তাই শালা আজ এখানে নেই, থাকলে তাকেও আজ বাপের সাতী হতে হতো। কি বলবো তুই মেয়ে মানুষ, তাই বেঁচে গেলি। ওরে! কত্তা শালার কোমর থেকে চাবি খুলে নে, ও বেটীর গায়ে যা যা আচে সব খুলে নে। দ্যাক, বেটীর কোমরে চাবি টাবি আচে কি না। (গহনা ও চাবি গ্রহণ) শীগ্‌গির জাল গুটো। জন কতক ওঘরে যা, যা যা থাকে সব নিয়ে আয়, হাত চালয়ে নে।

(ডাকাইতেরা সকলে মিলিয়া অন্যান্য ঘরে প্রবেশ করত সকলের গহনা ও সিন্দুক বাক্স ভাঙ্গিয়া সর্ব্বস্ব হরণ পূর্ব্বক বহির্গত হইল)

আনন্দময়ীর প্রবেশ।

আন। হেমের মাঁ, হেমের মাঁ। [উত্তর না পাওয়ায় বাহিরে আসিয়া] দাঁমিনী, দাঁমিনী, দাঁমিনী।

দামিনীর প্রবেশ।

দামি। [রোদন করিতে করিতে] কেন গা জ্যাটাই?

আন। একটু আগুন পাবোঁ কোতা মাঁ, পিদীপ জেলে একবার সঁব দেকি।

দামি। পিদীপ জ্বালি, এদিকে এসো জ্যাটাই, একবার দ্যাকসে। (দেশলাই ঘর্ষণ পূর্ব্বক প্রদীপ জ্বালিয়া প্রদীপ সহ বাহিরে আসিয়া) এসো দেকি জ্যাটাই দেকিগে। মা একবার চেঁচয়ে কেঁদে উটেছিলেন, তার পর মার আর কোন সাড়া শব্দ পাচ্চিনে। [আনন্দময়ীকে দেখিয়া] একি জ্যাটাই, কাপড় ময় রক্ত যে।

আন। আর বাঁছা, আমার নাঁক থেঁকে নঁতটা টেনে ছিঁড়ে নিয়েচে, আর

তোমার জ্যাটাকে মশাল দিয়ে পুঁড়য়েচে। পঁড়ে পঁড়ে কাতরাচ্চেন, জ্বলে জ্বলে খুন হয়ে গেল মাঁ।

[দামিনী প্রদীপ হস্তে অগ্রে ও আনন্দময়ী পশ্চাতে কেশবের ঘরে প্রবেশ করত দেখিতে না পাইয়া ইতস্তত খুঁজিতে খুঁজিতে কেশবের শোণিতাক্ত দেহ দর্শন]

দামি। কি হলো গো, বাবা গো! [মুর্চ্ছিতা হইয়া ভূমে পতন]

রামচাঁদ সরকারের প্রবেশ।

রাম। উপরে আলো আচে কি?

আন। কেঁও রামচাঁদ, এসো বাবা, এদিকে এসো। একবার দ্যাকোসে কি হলো। একটু ডাঁড়াও বাবা, ও ঘর থেকে পিদীপটে জ্বেলে আনি।

রাম। (প্রদীপ জ্বালা হইলে পর উপরে গিয়া কেশবকে দেখিয়া) একি সাক্ষাত শিব যে, তাঁর এমন দশা, অপঘাত! হা বিধাতা! তোমার মনে এই ছিল, এমন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মৃত্যু ডাকাতের হাতে লিখেছিলে। কি সর্ব্বনাশ, আহা হা হা! এই দেখবার জন্যে আমি কি পালয়েছিলুম। একটা ইন্দির পাত হয়ে গেল, এ গাঁয়ের শ্রী গেল। উঃ! রক্তে ঢেউ খেলয়ে যাচ্চে যে। ও দিকে কে? দিদী ঠাকুরুণ। যা! সব গেল। কই ওঁয়ার শরীরে তো কোন আঘাত দেখতে পাচ্চিনে।

আন। ওগোঁ, দামিনী এই মোত্তর পিদীপ হাঁতে করে আমার আগে আগে এলো, তার পর এখানে এসে ঠাকুরপোঁকে দেকে অমনি আচাড় খেঁয়ে পড়ে ভিরমী গেল। সেই অবদি এত ডাঁকচি তা উত্তর পাইনে। কি হবে বাঁবা?

রাম। মা ঠাকুরুণ কোথা? (প্রদীপ হস্তে ইতস্তত অন্বেষণ) এই যে এখানে পড়ে। (বন্ধন মোচন) বেটারা বেঁদেচে দেখ। মাঠাকরুণ, মাঠাকরুণ, (উচ্চৈঃস্বরে) মাঠাকরুণ, মাঠাকরুণ। (উত্তর

না পাইয়া আনন্দময়ীর প্রতি) আপনি এই খানে একটু থাকুন, আমি ভবদেব বাবুকে ডেকে আনিগে।

রামচাঁদের প্রস্থান।

আন। (স্বগত) এমন পোড়া কপাল আমার! ঘর দোর আর একটা সংসারের জিনিষ, তা সব ছাই হয়ে গেল পরে দয়া করে যেই আশ্রয় দিয়েচে, তাই একনো দাঁড়য়ে রয়েচি। ধান বেচে টাকা গুলি নিয়ে বুকে করে রয়েছিনু, মনে করেছিনু তবু এক খানা ঘরও তো কত্তে পারব, তাওতো ফুরয়ে গেল। যাদের ছিল্লেয় এলুম, তারাই ভাল থাক, না তাদেরও এই দশা হলো। আহা! ঠাকুরপো কত আদর করে আমাদের ঘরে এখানে এনেছিলেন, কত আত্তি যত্ন কত্তেন, আর দিবে রাত্তির কত ভাল কতা বলতেন, তা তিনিও তো গেলেন। আমরা কাকে নিয়ে আর এখানে থাকব, কে আর অত করে আদর করবে। এখানকার পাট আমাদের উটলো, আবার কোতা যাব, কে পাঁচ কতা বলবে। আমি আবাগা এদের বাড়িতে পা দিতেই এদের অমঙ্গল হলো, এরা মুখে যদিও কিছু না বলতে পারে, মনে মনে তো গালাগাল দেবে। মা গঙ্গা আমাকে স্থান দিলেন না, ফিরয়ে দিলেন, সেই বারে যদি মত্তুম, গঙ্গাতীর থেকে ফিরে না আসতুম, তা হলে আমাকে আর এত ভোগ ভুগতে হতো না। কপালের লেখন কে ঘোচাবে বলো। এ পোড়াকপালীর অদেষ্টে যে আরো কতো দুঃখ আচে তা তো বলতে পারিনে।

রামচাঁদ, ভবদেব ও লাণ্ঠন হস্তে চাকরের প্রবেশ।

ভব। লাণ্ঠন আগে নিয়ে যা, মোনাকাটা বেটা। (উপরে গিয়া) প্রদীপ হাতে করে ঘোমটা দিয়ে ওদিকে দাঁড়য়ে কে? বৌমা বুঝি?

রাম। আজ্ঞা না, বিনোদ বাবুর ঠাকুরুণ।

ভব। বৌ, তুমি আমাকে দেখে এত লজ্জা কচ্চো। ছি, একি লজ্জা কর-

বার সময়? ঘোমটা খোল। বড় কম নয়, একটি হাত মাপা।

আন। না ঠাকুরপোঁ, লজ্জা করবো কেন? আমি বলি আর কেঁ আসচে বুঁজি।

ভব। ভূতের মতন নাকে কথা কচ্চো যে?

রাম। ওঁয়ার নাক থেকে নত টেনে ছিঁড়ে নিয়েচে।

ভব। হা দশা! কি নিষ্ঠুর। [কেশবেবের দেহের প্রতি দৃষ্টি করিয়া] যেমন অবস্থায় আছেন অমনি থাকুন, নড়াবার আবশ্যক করে না। দামিনীর এমন অবস্থা কেন? কই তা তো তুমি আমাকে কিছু বলনি।

রাম। ও আর কিছু নয়, হটাৎ এসে কর্ত্তা মশায়কে এইরূপ দেখে মূর্চ্ছা গেছেন। মাঠাকরুণের অবস্থা দেখুন, বোধ হয় তিনিও মানব লীলা সম্বরণ করেচেন।

ভব। [দেখিয়া] বড় বৌ, বড় বৌ, হেমের মা। (বসিয়া নাসিকা দ্বারে হস্তার্পণ) ভয় নাই, নিশ্বাস বচ্চে। রামচাঁদ, তুমি হরিশ ডাক্তরকে ডেকে এনে দামিনী আর বৌ ঠাকরুণকে দেখাও। আমি চল্লাম, এখানে আর বিলম্ব কত্তে পারিনে। হেমের কাছে লোক পাঠাতে হবে। সাতটার গাড়িতে লোক গেলে তবে তাকে বাসাতেই ধত্তে পারবে, তাহলে এগারটার গাড়িতে সে বাড়ি আসতে পারবে। থানাতেও এত্তেলা পাঠাতে হবে। দারোগা না এসে পৌঁছলে কোন কার্য্যই হবে না। পূর্ব্ব দিক্ ফরসা হয়ে এলো, রাত আর নাই বোধ হচ্চে। টাকা কড়ি কেমন? হাতে কিছু আছে? লোকের গাড়ি ভাড়া চাই যে। কাকেই বা পাঠাই।

রাম। আজ্ঞা না, আমার পেটরাটি পর্য্যন্ত ভেঙ্গে সর্ব্বস্ব নিয়ে গেচে। যা লাগে আপনার তবিল থেকে এখন দিন। বাবু বাড়ি এলে চেয়ে নিয়ে আপনাকে দিয়ে আসবো।

সকলের প্রস্থান।

কলিকার বাসাবাটী।

হেম ও বিনোদ আসীন।

মাধব সদ্দারের প্রবেশ।

হেম। মাধব যে, বাড়িথেকে নাকি? সরকারী কার্য্যে এয়েচো বুঝি।

মাধ। আজ্ঞা না, আপনার কাচেই এয়েচি। বড় বাবু পাঠয়ে দিয়েচেন, পত্র আচে। [কোমরে বাঁধা চাদরের খুঁট হইতে পত্র অর্পণ]

হেম। কেমন, খবর সব ভাল তো? আমাদের বাড়ির সব ভাল আছে? কর্ত্তা ভাল আছেন?

মাধ। তা—তা—এই—এই, আজ্ঞে, পত্র পড়ুন।

[হেম ব্যগ্রতা সহকারে লিপি পাঠ করিতে করিতে চক্ষের জলে ভাসমান ও তাহা পাঠার্থে বিনোদের হস্তে অর্পণ।]

বিনো। আবার কি? [লিপি পঠন]

"পরম শুভাশীর্ষাং রাসয় সন্তু বিশেষ।

গত রাত্রে তোমার বাটীতে ভয়ানক ডাকাইতি হইয়াছে, দস্যু দিগের নিষ্ঠুর আঘাতে ৺ দাদা মহাশয় স্বর্গ গত হইয়াছেন, তুমি বাটী না পৌছিলে সৎকার্য্য সম্পন্ন হইবেক না, অতএব শত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও এই এগারটার গাড়িতে বাটী আসিবা। চৌকীদারের মারফত থানায় এত্তেলা করিয়াছি, সবইনেস্পক্টর অদ্যাই সরে জমীনে আসিবে। শ্রীমত্যা বড় বধু ঠাকুরাণীরও মমুর্ষাবস্থা, রীতিমত চিকিৎসা হইলে আরোগ্য হইলেও হইতে পারেন। শ্রীমান বিনোদবেহারী হালদার বাবাজীকেও সঙ্গে করিয়া আনিবা, ক্রূর কর্ম্মা দস্যুদিগের হস্তে তাঁহার পিতা মাতাও আহত হইয়াছেন। সকল কথা পত্রীয় নহে, আমার মগজের ঠিক নাই এ জন্য সকল কথা বিশেষ করিয়া লিখিতে পারিলাম না, সাক্ষাতকার কহিব জ্ঞাপন ইতি।

শুভানুধ্যায়ী শ্রীভবদেব শর্ম্মণঃ।"

"পুঃ। টাকা কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিবা, খরচ পত্রের অনেক প্রয়োজন, আর ভাল ডাক্তর এক জন তথা হইতে আনিবা, আপাতত হরিশ ডাক্তরকে চিকিৎসায় নিযুক্ত করিয়াছি ইতি"।

হেম। আর কাঁদলে চলবেনা। বিনোদ বাবু, ওটো, শরৎ বাবুর কাছে যাও। সেই খান থেকে একখানা গাড়ি ভাড়া করে অমনি একেবারে তাঁকে নিয়ে আসবে, কোন ওজর শুনবে না, আন্তেই চাও, একেবারে ষ্টেসন পর্য্যন্ত গাড়ি ভাড়া করো। আফিসে চিটী লেখবার ভার আমার আছে। কেমন, বাড়ির চিটী খানা শুদ্ধ পাঠয়ে দিই। তুমি আর দেরি করনা ভাই, এই এগারটার ট্রেনে আমাদের যেতেই হবে। টাকা কড়িও হাতে কিছু নেই, গোটা কতক টাকার আবার করি কি ছাই, যে কটি টাকার সমস্থান ছিল, তা তো রাজ মজুরেই খেলে, ভাঙ্গা ঘরে খোওা দিতে দিতেই আমার সর্ব্বস্বান্ত হলো।

বিনো। আছে কি না তা তো বলতে পারিনে।

হেম। তোমার সেই ধানের টাকা তো? সে প্রত্যাশা ছেড়ে দেও। (পত্রলিখন) এই খানা অমনি সারদা বাবুকে দিয়ে পঞ্চাশটে টাকা এনো। কি আশ্চর্য্য! কাঁদবার সময় পাইনে। তুমি যাওভাই।

সকলের প্রস্থান।

কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অন্দর বাটী।

আনন্দময়ী, দামিনী ও সুলোচনা উপস্থিত।

রামচাঁদ সরকার ও হরিশ পরামাণিকের প্রবেশ।

রাম। এই যে দিদী ঠাকরুণ উটেচেন, বাঁচলাম!

দাম। রাম দাদা, মা কত্তা কয়েচেন।

রাম। কি বল্লেন, মা ঠাকরুণ কথা কয়েচেন। পরমেশ্বর আছেন। (দ্রুত গমনে দেখিয়া) মাঠাকরুণ, আপনি কেমন আছেন?

সুলো। আমি বেশ আচি, আমাকে কত্তার কাচে ঢেকে এসো। হাঁ গা, হেম আমার বাড়ি এয়েচে ?

রাম। আপনি একটু সুস্থ হন, তার পর কত্তাকে দেখবেন এখন। বাবুর কাছে লোক গেছে, তিনি এখনি আসবেন।

আন। হাঁ গা, বিনোদকে আঁসতে বলে দিয়েচো তোঁ ?

রাম। ভবদেব বাবু পত্র লিখেচেন, তাঁরা দুজনেই আসবেন।

সুলো। (উঠিয়া বসিয়া) আমি কত্তাকে দেকবো।

(দামিনী সুলোচনাকে ধরিয়া কেশবের দেহের নিকট আনয়ন) ওমা! তোদের কেমন ধারা আক্কেল গা, তোদের শরীরে কি দয়া মায়া কিচ্ছু নেই, অমন করে ধুলোয় ফেলে রাকতে হয়। আহা হা! ধুলোয় পড়েই অজ্ঞান হয়ে ঘুমুচ্চেন। দে, পাকা দে, আমার হাতে দে (পাখা লইয়া বাতাস করণ) দামিনী, জল নিয়ে আয়, গামচা খানা নিয়ে আয়, বেশকরে গা ধুইয়ে পুঁচয়ে দে। দ্যাক, গঙ্গাজল আনিস্। (শিরে করাঘাত ও রোদন) ও গো আমার কি হলো মাগো! আমার দশায় এই ছিলো মা গো! না, আর কাঁদবোনা, অমঙ্গল হবে। তোমরা সব অমন ধারা কচ্চো কেন গা ? তারা কি একনো যায়নি ?

দামি। (কেশবের মুখে ও চক্ষে জল সেচন ও দেহের শোণিত ধৌত করিতে করিতে) মা, বাবা এই হাতটা যেন সরয়ে নিলেন।

সুলো। তুই আমার ঠেঁই জলের ঘটী দে, এই পাকা নে, খুব জোর করে বাতাস কর তো। (মুখে জল দিতে গিয়া দেখিল যে দাঁতে দাঁতে বদ্ধ হইয়াছে) রামচাঁদ এদিকে এসতো। হরিশকে ডাকো, কত্তার দাঁত কাপাটি লেগেচে।

হরি। (প্রথমে নাসিকা দ্বারে হস্তার্পণ, পরে হস্ত ধারণ) ভয় নাই, আপনারা উতলা হবেন না, কর্ত্তা জীবিত আছেন।

রাম। (আহ্লাদে অঙ্ক প্রদান করিলে শিকায় পাথর বাটীতে দই

পাতা ছিল মাথায় লাগিল ও পড়িয়া ভগ্ন হইলে পিছু হাঁটিয়া)
অ্যাঁ, তা কি হবে। আমি ভবদেব বাবুকে খবর দিই গে।

(দ্রুতবেগে রামচাঁদের প্রস্থান)

স্থলো। দামিনী, বেশ করে পুরু করে বিচানা করে দে।

হরি। মাঠাকরুণ, জাঁতি এক খানা চাই, আর আদা খান কতক ছেঁচে আন্‌তে বলুন। (দুই পাটি দাঁতের মধ্যে জাঁতির বাঁট প্রবেশ করান) এখন একটু একটু করে জল দিন দেখি। আর ভয় নেই।

স্থলো। হরিশ, তোমার ধার শুদ্দে পারবো না বাবা। হেম বাড়ি আসুক, তোমাকে ভাল করে বিদেয় করবো, এখন এই শাড়ী খানা নিয়ে যাও, বৌ পরবে। (বালুচরে চেলী একখান প্রদান)

হরি। আজ্ঞে, আপনাদের খেয়েই মানুষ আমরা। বাবা গল্প কত্তেন হেম বাবু হলে একশো টাকা আর এক যোড়া শাল পেয়েছিলেন।

(রামচাঁদ সহ ভবদেবের প্রবেশ)

ভব। (পথে আসিতে আসিতে স্বগত) হেমকে একেবারে তার পিতার মৃত্যু সংবাদ লিখলাম, হেম বাড়ি এসে দেকে কি মনে করবে। আমি অতি অর্ব্বাচীন ও মূঢ়ের ন্যায় কার্য্য করেছি, হেমের মার নাকে হাত দিয়ে দেখলাম, কিন্তু এঁয়ার বেলা সেরূপ বুদ্ধি আমার ঘটে ঘটল না। অগ্র পশ্চাৎ বিশেষ বিবেচনা না করে যে কাজ করে তার চেয়ে পাজি ভূ ভারতে নাই। হয় তো হেম এমন মনে কল্লেও কত্তে পারে যে তার বিপদে আমার আহ্লাদ হয়, হেমের মারও কিছু মন ভাল নয়, তিনিও মনে কত্তে পারেন যে ইনি জ্ঞাতিত্ব বাদ সাধচেন। যাহক, রামচাদের কাছে গাড়ি ভাড়ার টাকাটা চেয়ে ভাল কাজ হয়নি। (প্রকাশে রামচাঁদের প্রতি) কথা বার্ত্তা বেশ কচ্চেন কি?

রাম। আজ্ঞে না, কথা বার্ত্তা কি? জ্ঞানের সঞ্চারও হয়নি। আমি দেখে এয়েচি সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থা, স্পন্দন নাই, শুদ্ধ নিশ্বাস বচ্চেমাত্র।

ভব। হ্যা দ্যাখ রামচাঁদ, শুনে অবধি আহ্লাদে আর চকেকাণে দেখতে পাচ্চিনে। হাঁ রামচাদ, তুমিও কিছু পূর্ব্বে দেখে এমন স্থির কত্তে পারনি যে তিনি জীবিত আছেন। যাহক ভারি আহ্লাদের বিষয় হয়েচে। হাঁ বলছিলাম কি, গাড়ি ভাড়ার জন্যে মাধব সদ্দারকে একটা টাকা আমি দিয়েচি, তা আর হেমের কাছে চাবার আবশ্যক করে না, সামান্য বিষয়ের জন্যে ছেলে পিলেদের বলা উচিত হয় না, তবে আমার না থাকে তো সে এক কথা। হেম যেমন আমার বিপীনও তেমনি, বরং হেম উপযুক্ত সন্তান, আমার ডান হাত।

রাম। আজ্ঞে হাঁ, তার আর সন্দেহ কি! কর্ত্তা মশায় বিপীন বাবুকে কোলে কল্লে বুক থেকে নাবাতে চান না, বলেন বিপীনকে কোলে কল্লে আমার বুক জুড়য়। বিশেষতঃ কর্ত্রী ঠাকুরাণীর স্বর্গারোহণ অবধি বিপীন বাবুর প্রতি তাঁর আরো স্নেহ বেড়েচে, কোন উত্তম দ্রব্য বাড়িতে এলেই অমনি বলেন বিপীনকে ডেকে আন, আগে তাকে দেও; তিনিও কর্ত্তা ডাকচেন শুনলে ছুটে এসেন, তাঁর যত আবদার এই বাড়িতে। মাঠাকরুণও অত্যন্ত স্নেহ করেন. ওদিনে একটা পাঁকাটি ধরয়ে এনে বৌ মাঠাকরুণের এক খানা ঢাকাই কাপড় পুড়য়ে দিয়েছিলেন, তাতে বৌ মাঠাকরুণ একটু বেজার হয়ে ধমকে ছিলেন বলে, মাঠাকরুণ তাঁকে যাচ্ছে তাই বলতে লাগলেন, শেষে বল্লেন যে "তুই দ্যাওরের আবদার সইতে পারিস্‌নে, আমার কি আর পাঁচটা আচে, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ওরা দুটি ভেয়ে বেঁচে থাক, তা হলেই আমার সব"। তার পর তাঁকে কোলে করে কত আদর কত্তে লাগলেন।

ভব। তা বটেই তো, এই রূপই সম্বন্ধ বটে, আমাদের এই দুবাড়ী একই। (বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া) এখন কেমন আছেন?

সুলো। কেও, ঠাকুরপো? এসো। এই দুদ খেয়ে একটু ঘুমুচ্চেন।

ভব। যখন দাদা মশায় বেঁচে উঠেচেন তখন আর কিছু চাইনে, টাকা কড়ি জিনিষপত্র সব যাক তার জন্যে আর ভাবনা নাই, হেম বেঁচে থাক আবার সব হবে, এখন এসে পৌঁছিলে হয়। এখনো এলোনা কেন, ভাবনা হচ্চে।

কেশ। কে কথা কচ্চে?

ভব। আজ্ঞে, আমি ভবদেব।

কেশ। হেমকে পত্র লিখেচো?

ভব। আজ্ঞে হাঁ, খুব ভোরে লোক পাঠয়ে দিয়েচি, এই এগারটার গাড়িতেই আসতে লিখেচি, এলো বলে। বেলা প্রায় দুই প্রহর হয়ে এলো, আর হদ্দ এক ঘন্টা, এর মধ্যেই এসে পৌঁছবে। আপনি একটু নিদ্রা যান, আমি এখন চল্লাম। বৌ, হেম বাড়ি এলে আমি যেন খবর পাই। আমি আর বসতে পারিনে, আবার দারোগা বেটা এলে তাদের খাবার দাবার উদ্যোগ করে দিতে হবে। তোমাদের খিড়কির পুকুরে মাছ কেমন?

স্বলো। বলি ঠাকুরপো, তোমার এত সব বড় বড় পুকুর থাকতে আমার এই ডোবাটিতে তোমার দিষ্টি পল্লো কেন?

ভব। না, তার জন্যে নয়, বলি মস্ত পুকুর সব, জল অনেক হয়েচে, পাওয়া গেলে হয়। আমি জেলে ডাকতে পাঠয়ে দিয়ে তবে এখানে এয়েচি তা জান, যাই চেষ্টা দেখিগে।

(ভবদেবের প্রস্থান)

হরি। আঘাত যা দেখচি, শক্ত আঘাত হয়েচে, হাড়ে গিয়ে ঠেকেচে। তা ভাবনা নেই, দুদিনেই আরাম করে দেবো। দেখুন সরকার মশায়, ভবানী বাবুতে আর আমাতে যখন কাণপুরে থাকতুম, তখন আমরা আদ খানা গলাকাটা রুগী আরাম করেচি, হাত কাটা, পা কাটা, মাথা কাটা লোক তো আমাদের ডাক্তরখানায় আকচ্ছার আসতো। একবার দুজনে তলয়ার খেলতে খেলতে

এক জনকার হাতের কবজা কেটে ফেলেছিল, তার পর আমরা একটা মড়ার হাতের কবজা না কেটে নিয়ে তার হাতে যুড়ে দিলুম, আমরা দেখে এয়েচি সে সেই হাতে আবার বেশ তলয়ার খেলচে। আপনি একবার আসুন আমার সঙ্গে, একটা মলম তৈয়ের করে দিই গে, এক দিনেই ঘা শুকয়ে যাবে। একটা শিশী হাতে করে লোন, হালদার মশায়ের জন্যে এক রকম তেল দেবো, পোড়া ঘায়ের অমন ওস্তাদ আর নেই। আহার হুদসাবু করে দেবেন।

(রামচাঁদ ও হরিশের প্রস্থান)

দ্রুতবেগে হেম ও বিনোদের প্রবেশ।

হেম। বাবা কোথা ? মা কোথা ? (উচ্চৈঃস্বরে) মা—

সুলো। কেও হেম, এসো বাবা। বিনোদ এয়েচে তো ?

হেম। কেমন আছেন ?

সুলো। এতক্ষণ এই ঠাকুরপোর সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন। এসো তোমার জন্যে কত ভাবছেলেন।

কেশ। কেও, হেম, এদিকে এসো, কাচে বসো। ও দিকে কে ? বিনোদ, এসো বাবা, এই খানে এসো। তোমরা অতিশয় উতলা হয়ে এয়েচো বুজতে পাচ্চি, খাওয়া দাওয়ার কি হয়েচে ?

বিনো। আজ্ঞে, আমরা বাসা থেকে খাওয়া দাওয়া করে এয়েচি। আহারাদি করে আফিসে যাবার উদ্যোগ কচ্ছিলাম এমন সময়ে মাধব সদ্দার গিয়ে উপস্থিত হলো। পত্র পাঠ করে আমরা আর জীবিত ছিলাম না। উত্তর পাড়ার কয়েকটি স্ত্রীলোক গঙ্গা স্নানে গিয়েছিলেন, পথে তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে আপনার মঙ্গল সম্বাদ পেয়ে তবে স্বস্থ হওয়া গেল। তার পর ডাক্তর বাবুকে জলটল খাইয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে আসচি। ডাক্তর বাবুর আসতে অতিশয় কষ্ট হয়েছে, ওঁরাকে নিয়েই আমাদের এত বিলম্ব হল।

কেশ। তোমরা ডাক্তর মশায়কে ডেকে এনে একবার দেখয়ে তাঁকে নিয়ে একটু বিশ্রাম কর গে। আমার জন্যে তোমাদের আর ভাবতে হবে না, তোমরা যাও।

(হেম ও বিনোদের প্রস্থান)

হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দরজার কুঠরী।

হেম, বিনোদ ও শরচ্চন্দ্র মিত্র আসীন।

শ্যাম চাকর দণ্ডায়মান।

শর। এক আশঙ্কা জ্বরের, তার কোন চিহ্নই পাওয়া যায়না। আঘাত যা দেখলাম, সামান্য। বিনোদ বাবু, তোমার বাঁপের যদি পিলে টিলে থাকে রে ভাই, এই বারেই তার দফা রফা, বেটারা আচ্ছা পুড়য়েচে। তোমাদের সেই নাপতেটাকে ডাক দেখি, বলে কয়ে দিয়ে যাই, আমাকে আজই যেতে হবে। ভয়ানক রাস্তা, এখন পার করবার চেষ্টা কর ভাই, শেষে যে বলে বসবে হালে পানী পেলাম না তাহলেই গেচি। যদি বেয়ারা নাই পাওয়া যায় তা হলে কিন্তু তোমরা দুভেয়ে আমাকে কাঁধে করে ষ্টেসনে রেখে আসবে। যা হবার তা হয়েচে আর আমাকে কখন তোমাদের দেশে আসতে বলনা,তাহলে কিন্তু আর মুখ দেখা দেখি থাকবেনা।

বিনো। তা এত ভাবনা কি, নিদেন বাঁকাওয়ালা যুটে।

(ঔষধ হস্তে রামচাঁদ সরকারের প্রবেশ)

হেম। হাতে ও কি ? ফেলে দেও ঐ ডোবার জলে। শরৎ বাবু, যাবার জন্যে এত ভাবনা কি, যদি কিছুই না হয়, শেষ গরুর গাড়ি।

শর। তোমাদের হাতে পড়েচি যেমন করে হয় এখন চালান করে তো দেও। একে কাদা চটকে প্রাণ ঠোঁটে এয়েচে তার উপর আবার বাক্যের যন্ত্রণা সয়না। আচ্ছা পথ, কি বাবুর বাগান ওটা বলে; আমরা যেন পুরুষ মানুষ এক রকম যো সো করে পারহয়ে এলাম,

গিন্নীরে সব গঙ্গানাইতে যান তো ঐ পথ দিয়ে,তাহলেই চিত্তির। অশথ তলার ঐখানটায় হয়েছিল আর কি, এখন ধর্ম্মে ধর্ম্মে ফিরে বাড়ী যেতে পাল্লেই জান্‌লাম যে পুনর্জ্জন্ম।

হেম। তাহক, বলি যাবার জন্যে এত ব্যস্ত হচ্চো কেন? রামচাঁদ একটা পাঁটার চেষ্টা কর, পাঁটা হক খাসী হক যা পাও এখনি আনগে। ডাক্তর বাবু এলেন ওঁয়ার কল্যাণে ভাল করে খাওয়া যাক। দ্যাখ, জেলে চাই, অমনি পেঁচো জেলেকে ডেকে দিয়ে যেও।

শর। পাঁটা টাঁটা তোমরা খাও, আমার জন্যে বেয়ারা আনতে বল, আমি চলে যাই, আর গোল করনা। সত্য,আমি তামাসা কচ্চিনে, একটা শক্ত কেশ আমার হাতে আছে, যাওয়া খুব আবশ্যক।

হেম। আজকে বেহারা ঠিক ঠাক করে রাখা যাক, কাল মরনিং ট্রেনে চলে যেও কেউ তোমাকে ধরে রাখবে না। আমাদের দেশে এলে একটু আমোদ প্রমোদ কর, হলো বেড়য়ে চেড়য়ে আমাদের দেশটা একবার চর্ম্ম চক্ষে দেখ।

শর। আর কিচ্ছু ভাল লাগে না, এখন প্রাণ নিয়ে পালাতে পাল্লে বাঁচি। আবার তোমাদের দারোগা আসবে তো এখনি, সে আবার এক উৎপাত, ধর পাকড় হাঙ্গাম হুজ্জুত করবে, ও সকল গোলমাল ভাল লাগে না। শুনতে পাই দারোগারা মফস্বলের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, তাঁরা যা মনে করেন, তাই করেন, সাধকে চোর কত্তে পারেন, আবার চোরকেও সাধ কত্তে পারেন, কেবল রুধির নিয়ে বিষয়। সত্য, ভয় করে।

হেম। তাতে তোমার ভয়টা কি? " কতক গুলো শিয়াল পালাচ্ছিল দেখে এক জন জিজ্ঞাসা কল্লে যে তোরা এত তাড়াতাড়ি করে পালাচ্চিস্ কেন? তারা বল্লে যে রাজার হুকুম হয়েচে সব উঠ ধরে ধরে নিয়ে যাচ্চে। সে বল্লে তাতে তোদের ভয়টা কি? তারা বল্লে আমাদের ভয় নয় কেন? যদি উঠের ছানা বলে

আমাদের ঘরে ধরে নিয়ে যায়”। তোমার ঠিক সেই রকম ভয়।

শর। (হাসিয়া) তা শিয়ালেরা মন্দই বা বলেছিল কি? পাড়াগেঁয়ে লোকের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নয়, যদি বলে এও ডাকাতদের এক জন, তা হলে আপাতক ধরে তো টানা টানি করুক, তার পর অদৃষ্টে যা থাক।

(ভবদেবের প্রবেশ)

ইনি আবার কে? বাবা! কেঁদো লাশ।

ভব। (হেমের প্রতি) এসে পৌঁছেচো রে বাপু, বাঁচলাম। সব দেখে শুনে আমি হত্ত ভম্বা হয়ে গেছলাম, বিপদের সময় বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ হয়ে যায়। যাহক ঈশ্বরেচ্ছায় দাদা মশায় যে জীবন লাভ করেছেন এর বাড়া আনন্দ আর কিছুই নাই; আহ্লাদে আমার দিক্ ভ্রম হয়েচে। আমি সকাল বেলা অবধি এই খানেই ছিলাম, বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় বাড়ি গিয়ে তবে স্নান আহার করি। ডাক্তর আনা হয়েচে তো? এদিক্কের খরচ পত্রেরও অনেক আবশ্যক হবে।

হেম। আজ্ঞে হাঁ, ডাক্তর আনা হয়েচে। এই বাবুর নাম শরচ্চন্দ্র মিত্র, ইনি মেডিকেল কালেজের এক জন প্রধান সুশিক্ষিত ছাত্র।

ভব। ভাল হয়েচে, আমি আরও ভাবছিলাম। (ডাক্তরের প্রতি) কেমন দেখলে গো? হেম আমার ভ্রাতষ্পুত্র।

শর। ভাল দেখলাম, ভয় নাই। (হেমের প্রতি চুপি চুপি) ইনিই বুঝি তোমার বাপের কেষ্টপাওয়ার কথা লিখেছিলেন? (প্রকাশে) তোমাদের সেই পরামাণিকের পোকে ডাকাও না হে।

হেম। শাম, তুই এখান এক ছিলিম তামাক দিয়ে হরিশ ডাক্তরকে চট্ করে ডেকে নিয়ে আয় তো।

(শ্যাম চাকরের প্রস্থান)

ভব। সবইনস্পেক্টর এয়েচে, তাদের খাওয়া দাওয়ার উদ্যোগ আমার

ঐ খানেই করে দেওয়া হয়েচে, অনেক চেষ্টা করে ছোট পুকুরে সের খানাক একটিমাছ পাওয়া গেছলো তাই মান রক্ষা হয়েচে। গোপাল বাবুর বাড়ির যেদো সদ্দার বেটা এর ওস্তাদ, বেটা সব জানে। পূর্ব্ব সন্ধান ভিন্ন ডাকাতি হয় না। তোমার উপর বেটাদের ভারি রাগ, তুমি কি ডাকাতির কথা নাকি গেজেটে ছাপয়ে দিয়েছিলে, ভাগ্যে কাল রাত্রে তুমি বাড়ি ছিলেনা, গুরুদেব রক্ষা করেচেন। যাহক এখন ভদারকটা ভাল করে করয়ে দিতে পাল্লে নিশ্চিন্ত হই। কাল সমস্ত রাত্রি চকের পাতা বুজিনি, একবার এ বাড়ি একবার ও বাড়ি টানা পড়েন কত্তে হয়েচে।

শর। হেম বাবুকে সর্ব্বদা বলি যে, মিছে পাড়া গেঁয়ে গোলমালে থেকোনা, আবার দেশ হিতৈষী হতে যান, এই তো রিজল্ট। যদি সুখে থাকতে ইচ্ছা হয় তবে এখানকার বাড়ি ঘর বেচে কলকাতায় গিয়ে বাড়ি কেনোগে। ভারি তো গাঁ, না আছে স্কুল, না আছে ডাক্তর খানা, না আছে রাস্তা, বাড়ির ভিতরেও জুতো পায়ে দিয়ে চলা যায় না। এমন ভয়ানক জঙ্গল তো কোথাও দেখিনি, বাঘ লুকয়ে থাকতে পারে, আর প্রায় সকল পুস্করিণীই অপরিষ্কার। এ বাবু ও বাবু অনেক বাবুর নাম তো শুনতে পাচ্চি, কিন্তু কাজে তো কিছুই দেখতে পাইনে।

হেম। (চুপি চুপি শরতের গা টিপিয়া) থাম, আর বাড়াবাড়িতে কাজ নেই। (প্রকাশে ভবদেবের প্রতি) আপনি কর্ত্তা আছেন, যাতে ভাল হয় করবেন, আমাকে বলা বাহুল্য, আমি ও সব হাঙ্গামে থাকতে ইচ্ছাও করিনে। (শরতের প্রতি) আমাদের দেশটা এপিডেমিকেতেই উচ্ছন্ন হয়েচে, চিকিৎসার অভাবে কত লোক অকালে কাল কবলে যে পতিত হয়েচে তার সংখ্যা করা যায় না, অনেক বৃহৎ অট্টালিকা বন সার হয়েচে। তুমি যদি একবার এদিক ওদিক বেড়য়ে দেখ, তা হলে চক্ষের জল সম্বরণ কত্তে পারবেনা।

আমাদের গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থা পূর্ব্বাবস্থার সঙ্গে তুলনা কত্তে গেলে আর জ্ঞান থাকে না, পূর্ব্বে আমাদের এই গ্রাম সমাজ বলে বিখ্যাত ছিল, এক্ষণে সে আকারটা লোপ হয়ে গেছে।

ভব। কি বল্লে, হাঙ্গামে থাকতে ইচ্ছা করে না। বাপু হে! সব দিক চাই, খালি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে বেড়ালে কাজ চলে না, আজকের কাল বড় শক্ত "আটে পিটে দড়, তো ঘোড়ার উপর চড়"। দেখ, ভদারকে কি দাঁড়ায়, হয় তো চাকী শুদ্ধ সমরণ। মকদ্দমা কল্লেই হয় না, আর টাকা খরচ কল্লেই কিছু মকদ্দমা হয়না, বুদ্ধি চাই, কৌশল চাই, হোমরা চোমরা অনেক বেটাকেই দেখা গেছে।

হরিশ ডাক্তরের প্রবেশ।

শর। ইনিই বুঝি? আপনার নাম হরিশ? আপনি চিকিৎসার কাজ কি রীতি মত লেখা পড়া করে শিখেচেন?

হরি। আজ্ঞে, লেখা পড়াই বটে। আমি ভবানী বাবুর কাছে অনেক দিন ছিলাম, আর সোণাডাঙ্গার ডিসপেনসরিতেও কিছুদিন ছিলাম।

শর। ড্রেশ কত্তে জান তো?

হরি। আজ্ঞে হাঁ জানি।

(শ্যাম চাকরের প্রবেশ)

শাম। ডাক্তর মশায়ের জল খাবার উজ্জুগ হয়েচে।

ভব। কেমন ডাক্তর মশায়, আর কোন ভয় নাই? তবে এখন আমি চল্লাম, দেখিগে আবার ওদিক্কের কি হচ্চে, আপনারা সহরে মানুষ এসব বড় একটা বুজবেন না।

শর। আজ্ঞে হাঁ, আসুন। আশীর্ব্বাদ করুণ যেন আমাদের ও সব বুজতে না হয়। দারোগা ভদারক কত্তে এখান পর্য্যন্ত আসবে নাকি?

ভব। হাঁ, অকুর স্থান দেখতে আসবে বইকি।

(ভবদেবের প্রস্থান)

শর। অকু কাকে বলে হে?

হেম। আমাদের এখানে এসে অনেক শিখে নিলে। অকু বলে ঘটনার স্থানকে, যে স্থানে কোন ক্রিমিন্যাল কর্ম্ম করা হয়।

শর। তবে তার মানে তোমাদের এই বাড়ি। তা হক, বলি যিনি এসেছিলেন ঐ লোকটা টাকাওয়ালা বটে, চেহারা খানা দেখতে তো খুব জাঁকাল, কথা গুলোও খুব হাতেওসারে। বিদ্যে সাধ্যি আমারই মতন বোধ হচ্চে। ভারি অহঙ্কারী,তামাক খাবার রকম দেখেই আমার চক্ষু স্থির হয়ে গেছে। গুড় গুড়ি কি সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ায় নাকি? তোমাদের এখানকার যে কটি লোকের সঙ্গে দেখা হলো তার মানুষের মতন তো একটিও দেখলাম না, সকলই হাম বড়ার দল। ভাল, লেখা পড়ার চর্চা কি খবরের কাগজ দেখার রীতি কি এখানে নাই।

বিনো। (স্বগত) বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট কিছুই অপ্রকাশ থাকে না। (প্রকাশে) শরত বাবু, ঘন্টা দুদিনের মধ্যেই আমাদের এখানকার সব হদিশ মেরে নিলে যে দেখতে পাই।

হেম। শরত বাবু, কটা মানুষের সঙ্গেই বা তোমার দেখা হয়েচে।

শর। ভাল, এখানে কি খবরের কাগজ কেউ লয় না?

হেম। অনেক চেষ্টা করে আমার ঐ খুড়ো মশায়কে একখানা বাঙ্গালা কাগজেরগ্রাহক করে দিয়েছিলাম, তা দিন কতক নিয়েই বন্ধ করে দিলেন, বলেন অনর্থক পয়সা খরচ, ছাপাওয়ালারা ফাকী দিয়ে পয়সা লয়। যে কদিন কাগজ লয়েছিলেন, তা যে পড়তেন এমন বোধ হয় না, তবে কোন অদ্ভুত সমাচার পেলেই নিয়ে আমোদ করা ছিল। ওঁয়ার টাকা আছে বটে, উনি এক জন মস্ত জমীদার, তা হলে কি হবে। মামলা মকদ্দমা ও অলীক জাঁক জমকের জন্যে অকাতরে ব্যয় কত্তে পারেন, এ দিকে এক জন আতুর ভিক্ষুককে একমুটো ভিক্ষা দিতে বিরক্ত হন। ও দুঃখের কথা কেন বল শরৎ বাবু! আমাদের এখানে গোপাল বাবু বলে আর এক

জন জমীদার আছেন, তিনিও ঐরূপ, এক ভষ্ম আর ছার। আমি অনুমান করি যে এই দুই জন ধনী জমীদার মকদ্দমা বারয়ারি পূজা ইত্যাদি কার্য্যে বৃথা গৌরব লাভের আকাঙ্ক্ষায় প্রতি বৎসর অন্যূন চার পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করে থাকেন, এর উপর আবার যদি রোক চড়ে, তা হলে আর দিক্ বিদিক্ জ্ঞান থাকেনা, টাকাকে টাকা জ্ঞান করেন না, জলের মতন খরচ করেন, কিন্তু রাস্তা ঘাট ও পুষ্করিণী এ সকলের দশা সব দেখচো তো। এই দুই জনে অতিশয় বিবাদ, তাতে করে দলাদলি হয়ে অন্যান্য ব্যক্তিরাই পরস্পর সর্ব্বদা বিবাদ করে থাকে, এখানকার মাটি এমনি গরম হয়ে উঠেচে, যে স্ত্রীপুরুষেই সদ্ভাব দেখতে পাওয়া যায়না।

শর। ভাল, তোমাদের গ্রামে কি স্কুল নাই?

হেম। স্কুল! গুরু মশায়ের এক পাঠশালা আছে, তাতেই লেখা পড়া শিখে সকলে পণ্ডিত হয়েচেন ও হচ্চেন, বাবুরা সব সেইখানকার আউট। দুঃখের কথা কেন কও, একটি স্কুলের জন্যে আজ দুবৎসর ধরে বাবুদের পায়ে মাথা খুঁড়চি, তা সে কথায় কেউ কাণ দেন না, বরং নানা প্রকার কুতর্ক ঘটয়ে দ্বেষ ও রিশের কথা কন। আর ও সব দুঃখের কথায় কাজ নাই ভাই, চল এখন জল খাওয়া যাগ্‌গে।

(রামচাঁদ ভিন্ন সকলের প্রস্থান)

কনষ্টেবেল সহ দারোগা ও ভবদেবের প্রবেশ।

ভব। হেমচন্দ্র কোথা?

রাম। আজ্ঞে, বাড়ির মধ্যে, ডাক্তর বাবুকে নিয়ে জল খেতে গেচেন।

ভব। খবর দেও যে দারোগা মশায় এসেচেন, বাড়ির ভিতর পর্য্যন্ত তদারক কত্তে যাবেন।

রামচাঁদের প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ।

রাম। আসুন আপনারা, বাবুর সঙ্গে সেই খানেই দেখা হবে।

ভব। তুমি দোয়াত কলম আর কাগজ এক তক্তা নিয়ে সঙ্গে এসো। (কাণে কাণে) গোটাকতক টাকা, পঞ্চাশটের কম নয় হেমের কাছ থেকে চুপি চুপি চেয়ে নিয়ে আমাকে এনে দাও, খবরদার, কেউ যেন টের নাপায়, এযা হয়েচে তা আমার খাতিরেই হয়েচে।

(দারোগা বাটীর মধ্যে গমন করত স্বচক্ষে সমুদায় দৃষ্টি করিয়া লিখন ও সকলের একত্রে বাহিরে প্রত্যাগমন)

দার। (ভবদেবের প্রতি) যাদু সর্দ্দার কি গোপাল বাবুর ইশমনবিশীর চাকর?

ভব। তার আর ভুল নাই। যাদু সর্দ্দারের সঙ্গে গোপাল বাবুর বখরা আছে। গোপাল বাবুর যা কিছু সঙ্গতি এই রকম করেই হয়েচে। ডাকাতের সর্দ্দার।

দার। আপনি তা প্রমাণ করে দিতে পারবেন?

ভব। অনায়াসে, সত্য কথার প্রমাণ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। যাদু সর্দ্দারকে পীড়ন কল্লেই আপনি সব জান্‌তে পারবেন, আর বমাল শুদ্ধ ডাকাত ধত্তে পারবেন। গোপাল বাবুর খানা মহছেরা কল্লেই অনেক মাল বেরবে।

বিনো। [চুপি চুপি হেমের প্রতি] তোমার খুড়ো তোমার মাথাতেই কাঁঠাল ভাঙ্গলেন বোধ হচ্চে।

হেম। যাহক ভাই এখন চুকে গেলে বাঁচি। তা আমার বেশ হয়েচে, মড়ার উপর আবার খাঁড়ার ঘা।

দার। হনুমান সিং, ঘোড়া লাও। [ভবদেবের প্রতি] তবে চলুন, আপনার ঐখান দিয়ে হয়ে যাওয়া যাক।

[সকলের প্রস্থান]

সপ্তম অঙ্ক।

ভবদেবের অন্দরবাটী।

মাতঙ্গিনী ও সরস্বতীর প্রবেশ।

মাত। সর! এখানে চুপটি করে ঘাড় গুঁজে বসে রয়েচ কেন মা? ওমা! ফুঁপয়ে ফুপয়ে কাঁদ্চে যে। কেন, কি হয়েচে সর? (দাড়ি ধরিয়া মুখ তুলিলে সরস্বতীর আরো রোদন) একি, কেঁদে কেঁদে চক ফুলেচে যে। বেমলা কোথা গেল। (উচ্চৈঃস্বরে) বেমলা, বেমলা, (উত্তর না পাইয়া) কোথা গেল আবার মত্তে। সর! তুমি তো আমার কাচে মনের কথা সব খুলে বল, আজ কিছুই বলচো না যে, আমার মুখপানে তাকয়ে চকের জল আরো বাড়ল যে। লক্ষ্মী মা আমার, কি হয়েচে বল। সর, তোর কান্না দেখলে আমার বুক ফেটে যায়। আমার মাথা খাস্, আমার মরা মুখ দেখিস, সত্তি কি হয়েচে বল।

সর। (রোদন করিতে করিতে) তোর মরামুখ আমাকে যেন দেখতে না হয় কাকী, তোরা আমার মরামুখ দেখ। মা আমাকে ডেকে নিন, মা যে পথে গেচেন আমি সেই পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাই।

মাত। ষাট, ষাট, ষেটের বাছা! অমন কথা কি বলতে আচে। তোরা ছুটি ভাই বোন আমাদের সর্ব্বস্বধন, তোরা আমার পেটে হসনি, কিন্তু তার চেয়েও বাড়া। তোর কাকা বল্লে "বিপীন আর সরস্বতীর মুখ দেখলে আমার সব দুঃখ যায়, আমি সব ভুলে যাই"। তোর কি দুঃখ মনে হয়েচে আমায় খুলেবল, তাকে বলিগে, আয়।

সর। কাকী, সে বলবার কথা নয়, আমার যা হয়েচে তা আমিই জানি। মা আবাগে আমার এই খোয়ার হলো, কোথা থেকে একটা

রাক্ষসী এসে আমার মার বিচানায় শুলো, আমার এমন বাবাকে একেবারে ভ্যাড়া করে ফেল্লে, যেমনে ফেরায় তেমনে ফেরেন, যা বলে তাই করেন। আমাদের উপুর বাবার আর এক রত্তিও দয়া মায়া নেই। বাবা বিপীনকে একটু চক রাঙ্গালে মা কত কথা শুনয়ে দিতেন, বাবা অমনি চুপ করে থাকতেন, এখন সেই বিপীন হয়ে কে কথা কয় বল দেখি, বিপীন কিছু অজ্ঞান নয়, সব বুজতে পারে, খালী মন গুমরে গুমরে থাকে। কণ্ঠার হাড় বেরয়েচে, বাছার সোণার মুখে যেন কালী মেড়ে দিয়েচে।

মাত। তুই বিপীনের জন্যে এত ভাবচিস্, তা তোর ভাবতে হবে না। তোর কাকার বিপীন অস্ত প্রাণ, বলে "বিপীন আমার বুকের ধন"। না সর, তোর মনের ভেতর আর কি দুঃখ হয়েচে আমি বুঝতে পাচ্চি, তুমি তো বাছা আমার কাচে কোন কথা লুকয়ে রাখ না, সত্যি, কি হয়েচে আমাকে ভেঙ্গে বল।

সর। বিপীনকে কাকা খুব ভাল বাসেন, তা আমি জানি, তা হলে কি কি হবে বল, কাকা কি বাবার সঙ্গে ধমকে কথা কইতে পারেন, তা তো প্যারেন না, বাবা আরো ধমকে উঠলে কাকা চুপ করে থাকেন, বরং সেখান থেকে পালয়ে যান। এই বিদ্যেবাগীশ মশায় আর গোবর্দ্ধন বাঁড়ুর্য্যে এঁরা দুজন বাবার সঙ্গে ধমকে কথা কন বটে, তা হলেই বা কি হবে, তাঁরা তো আমাদের ঘরের ভেতরকার কথা কিছু টের পাচ্চেন না। মা গপ্প কত্তেন যে বচ্ছর আমি হই সেই বচ্ছর পদ্দায় চড়া পড়ে আমাদের কত টাকা খাজনা বেড়েছেল, আর বাবা ভারি ভারি তিনটে মকদ্দমা জিতে-ছিলেন, বাবাকে কএদ হতে হতো এমন ধারা সব মকদ্দমা। মা যখন তখন বলতেন সরস্বতী আমার বড় পয়মন্ত মেয়ে, তা কাকী আমার আর পয়ে কিছু হয়নি, সেই সতী সাবিত্রী যিনি আমা-দের মায়া দয়া একেবারে কাটয়ে স্বর্গে গেচেন, তাঁরি আয় পয়ে

এই সব হয়েছেল। তাঁর হয়ে যদি আমি মত্তুম তো বেশ হতো, আমাকে এত জ্বালা আর সইতে হতো না। কাকী, আমার সে দিন কি আর আচে ?

আগেতে ছিলাম ভাল, সুখেতে কাটিত কাল,
স্নেহ করে সদা কাল, সবে কোলে করিত।
যতনে হৃদয়ে ধরে, হাসি দেখিবার তরে,
কত দ্রব্য দিয়ে করে, কত ভঙ্গি ধরিত॥
আধ আধ কথা বলে, ধরিতাম গিয়ে গলে,
জননী অমনি গলে, হেসে ঢলে পড়িত।
সব কাজ পরিহরি, বদন চুম্বন করি,
আমারে হৃদয়ে ধরি, যেন স্বর্গে চড়িত॥
শুনিলে রোদন ধ্বনি, জননী গিয়ে তখনি,
কেন কাঁদ যাদুমণি, বলে কত তুষিত।
আদরে আঁচল নিয়ে, নেত্রে বারী মুচাইয়ে,
অদন বদনে দিয়ে, প্রিয় ভাষে ভূষিত॥
খেলিতে খেলিতে খেলা, যদ্যপি করিয়ে হেলা,
বাবার খাবার বেলা, ভুলিতাম আসিতে।
বসিয়ে আসনোপরে, ডাকিতেন উচ্চস্বরে,
মা অমনি ঘরে ঘরে, ছুটিতেন শাসিতে॥
সে দিন দিয়েছে ফাকী, জ্বালার নাহিক বাকী,
আরো বাকী আছে বা কি, তাতো কাকী জানিনে।
পাপিনী সাপিনী ঘরে, রহিয়াছে ফণা ধরে,
খেলে খেলে ভয় করে, মনে মানা মানিনে॥
নিশ্বাস লাগিয়ে গায়, কলেবর জ্বলে যায়,
কে বল জ্বালা নিবায়, আর জ্বালা সয় না।

অনেক আদর করে, পেলেছিলে করে করে,
এখন সে সব সয়ে, দেহে প্রাণ রয় না ॥
আর বাছা মিছে কেন, প্রবোধ বচন হেন—

(চমকে উঠিয়া) কাকা আসচেন বুঝি। আমি এখানথেকে যাই।

(সরস্বতীর প্রস্থান)

(ভূদেবের প্রবেশ)

ভূদে। বাঃ! তুমি এখানে? ঘর খাঁ খাঁ কচ্চে যে। ও গেল কে? সরস্বতী নয়? ও মেয়েটার প্রতি তোমাদেরও যত্ন নেই।

মাত। আমার নাকি আর পাঁচটা আচে, তাই ওদের ঘরে ভাল বাসিনে, বলতে একটু লজ্জা হলো না? আমার আর কে আচে বল দেখি, ওদের দুটিকে নিয়েই আমি ভারতে আচি।

ভূদে। তা থাক, বলি আমাদের কি ধোবা নাপিত বারণ হয়েচে নাকি? সরস্বতীর অত কাল কাপড় কেন?

মাত। আহা! বাছা এই খানে একলাটি বসে কাঁচ্চেলেন।

ভূদে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হা পরমেশ্বর! দাদা খেপেচেন, দাদার বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপাপত্তি হয়েচে। আমিও আর সইতে পারিনে, এক দিক বাগে যাই চলে।

মাত। (অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) কেন, কি হয়েচে?

ভূদে। হয়েচে আমার মাথা আর মুণ্ডু। আজ ভোরে উঠে জামাই যে কোথা চলে গেচেন, তার কিছুই ঠিকানা কত্তে পাচ্চিনে।

মাত। ওমা! তাতেই বুজি সরস্বতী অমন ধারা হয়েচে। ভাল, জামাইকে তো সব্বাই ভাল বাসে, সব্বাই আদর করে, তবে তিনি রাগকরে গেলেন কেন? দিদী গিয়ে পর্য্যন্ত আমি জামায়ের সঙ্গে কথা কইচি, তিনিও সেই পর্য্যন্ত আমাকে মা বলে ডাকেন, আমাকে কত ভক্তি কত্তেন। জামায়ের শরীরে যে এত গুণ আচে তা আগে আমি জানতুম নো। বিপান আমার কাচে যেমন খায়া আবদার

করে, তিনিও তেমনি ধারা আব্দার করেন। পরশু পাঁটা খেতে হবে বলে দুটো টাকা আমার কাচ থেকে চেয়ে নিয়ে গেলেন।

ভূদে। জামাইটি বড় ভাল, ভাল হলেই বা কি হবে। যে সর্ব্বনাশী এসে আমাদের বাড়িতে ঢুকেচেন, তিনি সব খাবেন।

মাত। কেন জামাইকে নতুন দিদী কি কিছু বলেচেন নাকি?

ভূদে। নতুন দিদী বলুন না বলুন ধর্ম্ম জানেন, নতুন দাদা বলেচেন বটে। ছেলে পিলে কোথা কে কি কল্লে, পাঁচ জনে মিলে আমোদ করে খেলে, গান বাজনা কল্লে, তা বলে কি জুতো নিয়ে মাত্তে যেত্তে হয়। একি খেপার কাজ নয়? আজকের বাজারে অমন ধারা সর্ব্বাই করে থাকে। অত বড় কুলীন পাওয়া ভার, তাকে আন্তে আমি সাত ঘাটের জল এক ঘাটে করেচি।

মাত। এমন ধারা আহ্লাদ আমোদ জামাই তো আগেও কত্তেন, কই, তাতে বট্‌ঠাকুর তো কিছু বলতেন না, আজ কেন জুতো নিয়ে মাত্তে গেলেন? ছি! এমন কাজ কি কত্তে আচে।

ভূদে। দাদা আমার আর সে দাদা নেই। নতুন বৌ কি অষুদ বিষুধ করেচে বোধ হয়। শুনেচি নতুন বোয়ের মা নাকি ভারি ওস্তাদ ছিল। ওঃ! বসো তুমি, আমি আসচি এখনি।

(ভূদেবের প্রস্থান)

বিমলার প্রবেশ।

মাত। কোথা গেছলি বেমলা? এতক্ষণ তোকে খুঁজে খুঁজে সারা হলুম, ডেকে ডেকে গলা ভেঙ্গে গেচে।

বিম। গেছনু ঘোষেদের বাড়ি আর কোতা যাব। এক জন বল্লে জামাই বাবু জেঠা মশায়দের বাড়িতে লুকয়ে রয়েচে, তাই খুঁজতি গেছনু; আমাদের কি এমন কপাল তা সেখানে থাকবে, কাল অবদি সেখানে যায়নি। দিদীকে তো রাকা ভার, বলচে গলায় দড়ি দি মরবো, আমি এতো কল্লে বুজুনু তবু তার কান্না থামাতি পারনু না।

মাত। সরস্বতী কোথা ? এখনো কাঁদ্চে নাকি ?

বিম। একটু থেমেছেন। জেঠা মশায়দের বড় বৌয়ের কাচে চুপটি করে বসে রয়েচে, বড় বৌ কি বই পড়চে তাই শুনচে।

মাত। থাক, তবু ভাল। হাঁ বেমলা, বট্‌ঠাকুর জামাইকে নাকি জুতো মাত্তে গেছলেন ? কেন তা তুই কিছু জানিস্ ?

বিম। জানলেও জানি না জানলেও জানি, কিন্তু আমি সে কথা বলতি পারবনা, আজ হক কাল হক টের পাবে। আমি দুঃখী সুঃখী লোক আমার কোন কতায় কাজ কি বাছা ?

মাত। দেই বেমলা, আমার মাথা খাস্, এখনি বলতে হবে। আমি কিছু আর কাক সাক্ষাতে বলতে যাচ্চিনে।

বিম। ওমা ! ভর সয়না যে। একান্তই কি ছাড়বেনা, বলতিই হবে, তবে এগয়ে এস, কাণে কাণে বলি। (কাণের কাছে মুখ অর্পণ) ধম্ম জানেন মা, নতুন মার বাপের বাড়ির দেশের যে মাগী নতুন মার কাচে থাকে, সেই চাকামুখী মাগী নাকি গল্প করেচে, জামাই বাবু নাকি মদ খেয়ে নতুন মাকে ধাত্তে গেছলো, তাই নাকি নতুন মা বড় বাবুকে বলে দিয়েচে, তাতেই বড় বাবুর এত রাগ হয়েচে।

মাত। না বেমলা, এসব মিছে কথা। জামাই তো তেমনধারা রীতের লোক নন। জামাই খান শুনেচি, কিন্তু বাছা আমরা কক্‌খনো তা টের পাইনি। (ক্ষণেক চিন্তা) না, এ কথাই নয়, সে দিন জামাই যখন ঘরে এসেন তা আমি জানি, তার অনেকক্ষণ আগে কিন্তু বট্‌ঠাকুর ঘরে এসে শুয়ে ছিলেন। (টিকটিকির শব্দ শুনিয়া) সত্তি, সত্তি !

বিম। কে জানে মা, কার মনে কি আছে তা কেমন করি বলবো বল। দেখে শুনে সব অবাক হয়ে গেচি। নতুন গিন্নীরও কিছু রীত ভীত ভাল নয়। চাকামুকী এসে অবদি আমি বড় একটা ওদিক বাগে আর যাইনে, বড় বাবুও আর আমাকে ডাকেন না। ও মাগীকে দেকলে আমার গা জ্বালা করে, একেত্তো নাকের মাঝখানটা নেই,

তবু ডগা তুলে তুলে কতা কন, কত্তা গুনো শুনে হাড় জ্বালা করে, গায়ে যেন বিষ ছড়ায়ে দেয়। ঠিক সেই ভরতের মার দাসীর মতন আমাদের রামকে বনে পাটালে। হাঁ মা, কিরূপ! দেক্‌ল চকের পাপ পালায়। আমাকে কত ভাল বাসতেন, ঠাকুর্জী বলে কত তামাসা কত্তেন। আহা! তোমার সোণার পিতিমে ধুলোয় পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে, একবার এসে দেকে যাও; আমরা তোমাকে ধরি রেকবোনা।

মাত। তুই যা দেখি, সরস্বতীকে একবার ডেকে আনগে যা।

উভয়ের প্রস্থান।

ভবদেবের বৈঠকখানা।

ভবদেব আসীন।

গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।

গোব। কাল রাত্রে গোপাল বাবুর মেয়ের বিয়ে হয়েচে, তার কিছু খবর রাখেন?

ভব। তুমি কেমন করে জান্‌লে? ছুচি পটেছিল বুজি। কি রকম বিয়ে, গান্ধর্ব্ব না কি? কার সঙ্গে? গিরের বেটার সঙ্গে নয় তো। কটা গর্ব্ভপাতের পর?

গোব। এত করেও তো কিছু কত্তে পাল্লেন না, এবার আচ্ছা দাদ তুলেচে। ছেলেও তেমনি চাঁদ ছেলে পেয়েচে, কুলীনের চূঁড়ামণি।

ভব। কি বল্লে? দাদ তুলেচে, তার মানে কি?

গোব। তার মানে আপনার বুদ্ধি আর শুদ্ধি।

ভব। আমার বুদ্ধি! এত বড় কথা? ঐ গোপালেকে চরকী পাকে ঘর-য়েচি, তাকি তার মনে নেই, নাকি তোমরাই তা জাননা।

গোব। জানবনা কেন, সব জানি, কিন্তু এবার পরকালে হস্তার্পণ।

ভব। কি খেপার মতন বকচো? ব্যাপারটা কি ভেঙ্গেই বলনা কেন।

গোব। আচ্ছা মজা করেচে, এবার সাত চোঙ্গার বুদ্ধি এক চোঙ্গায় পুরেচে। আপনি যেমন বুনো ওল সেও তেমনি বাঘা তেঁতুল!

ভব। বিষয় কর্ম্মে মস্করামি ভাল লাগে না, তোমার কেমন স্বভাব, সকল তাতেই তামাসা। সত্তি, কি হয়েচে বল্?

গোব। ব্যস্ত হচ্চেন কেন, বিদ্যাবাগীশ মশায় এলেই সব শুনতে পাবেন।

ভব। দ্যাখ গোবরা, তুই মার না খেলে আর বলবিনে দেখতে পাচ্চি, (হাত বাড়াইয়া) গলা টিপে ধরবো, বল্ বলচি।

গোব। আজ কাল আপনি তা অনায়াসে পারেন, বিচিত্র নয়। যখন জামাইকে জুতো মাত্তে গেছেন, তখন আমরা তো কিসের কি। ঐ ন্যাও তোমার বিদ্যাবাগীশ মশায় আসচেন, এখন যা হয় করুন। যাচ্চেন কি আসচেন তাও ছাই বোঝবার যো নেই।

(ভবদেব অন্য মনস্ক হইয়া তামাক টানিতে লাগিলেন)

(বিদ্যাবাগীশের প্রবেশ)

আসুন, আসুন, আস্‌তে আজ্ঞা হক। বাঁচলাম, হাড় জুড়লো। মাত্তে হয় গলাটিপি দিতে হয়, ঐ ওঁয়াকে দিন। এতক্ষণ আমাকে নিয়ে ছড়াছড়ি কচ্ছিলেন। খুব সময়ে এয়েচেন মশায়, তেরেস্তার উপর সরে গেচেন, আর অধিক কি বলবো। এখন গোপালবাবুর মেয়ের বিয়ের কথাটা বলে বাবুর ধুক ফুকুনিটে ঘুচয়ে দিনতো।

বিদ্যা। গোপাল বাবুর কন্যার বিবাহের কথা আপনি কি শোনেন নি?

ভব। কই না, বিশেষ কিছু শুনি নি তো।

বিদ্যা। আপনার জামাতার সঙ্গেই তাঁর কন্যার বিবাহ হয়েছে, গত রাত্রে বিবাহের কার্য্য সম্পন্ন হয়ে গেছে, অদ্য কুষণ্ডিকা শেষ হলে আগত কল্য মহা সমারোহ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজন হবে অমন কুলীন অমন নিখুঁত আঁটা ঘরের ছেলে গোপাল বাবু বলে খালী নয়, এ তল্লাটের মহা মহোপাধ্যায়দের কোন পুরুষে আনতে পারেন নি। আপনকার মা বাপের পুণ্যে ও ছোট বাবুর বিশেষ

যত্নে এই সুপাত্রটি পাওয়া গিয়েছিল, তা আপনি হাতের লক্ষ্মী পায়ে করে ঠেলে দিলেন, আমরা তার আর কি করব বলুন।

ভব। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) ভাল, কুষণ্ডিকা না হলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না নয় ?

বিদ্যা। কুষণ্ডিকা না হলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না, শাস্ত্রে এরূপ উল্লেখ করে বটে, কিন্তু দেশাচারে তা চলিত নাই।

গোব। সে গুড়ে বালি, এতক্ষণ সে কাজ শেষ হয়ে গেল। বাবুর আমাদের বুদ্ধিটে উত্তর উত্তর কটের মার গোচের হয়ে আসচে। আর কেন বুদ্ধি খরচ করেন, পুঁটুলী বেঁদে রেখে দিন, পাকুক।

ভব। ভাল, কাল কি আপনারা এব কোন বো বাস টের পান নি ?

গোব। টের পেলেই বা কি হতো ?

ভব। (সক্রোধে) তোমার শ্রাদ্ধ হতো।

গোব। আমাকে পিণ্ডি অনুগ্রহ করে সব্বাই দেন, তা আবার সর্ব্বাগ্রে।

বিদ্যা। কাক পক্ষীও টের পায় নি, তারআমরা কি। জামাই বাবু এবাড়ি থেকে গেছেন কবে ? পরশু নয় ?

গোব। একেই বলে এড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা। নাবুঝে খাইলে কচু—

বসন্ত সিংহের প্রবেশ।

বস। ছোটা বাবু বিদ্যাবাগীশ বাবুকো বোলাতে হেঁ। বাঁড়ুজ্জা বাবুকো ভি চাহিয়ে।

বিদ্যা। বল যে আসতা হেয়।

ভব। (অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধে থাকিয়া) দেখো, ঘোষজাকো বোলা দে যাও।

বস। জো হুকুম মহারাজ।

বসন্ত সিংহের প্রস্থান।

বিদ্যা। আপনি এ সকল প্রশ্ন এখন কেন কচ্চেন, তার ফল কি ?

গোব। তার ফল বুড়ো আঙ্গুল আর কি। যা জানেন তা করুণ, আপনি আর উলুবনে মুক্ত ছড়ান কেন ?

বিদ্যা। (সক্রোধে) ওটো গোবর্দ্ধন, ওটো।

বিদ্যাবাগীশ ও গোবর্দ্ধনের প্রস্থান।

ভব। (স্বগত) রাগটা মানুষের পরম শত্রু, রাগে জ্ঞান হত ও অন্ধ হতে হয়। আমাকে সকলেই তিরস্কার কচ্চে, আমি কারু কাছে মুখ তুল্‌তে পাচ্চিনে। জামাই যে অপরাধ করেচেন তা রক্ত মাংসের শরীরে সহ্য হওয়াও ভার, হাতের ঢিল ছেড়ে দিলে আর পাওয়া যায় না। সকলই গ্রহের ফের, আমার এক স্ত্রী যাওয়াতেই আমার সব গেচে, আমার লক্ষ্মী ছেড়ে গেচে। কি শুভক্ষণে আমি তাকে বিবাহ করে এনেছিলাম, যে দিন সে আমার বাড়িতে পা দিয়েচে সেই দিন থেকেই আমার সকল বিষয়ের সুপ্রতুল হয়েচে। সে বেঁচে থাকতে আমি কখন শত্রুর নিকটে পরাভব হই নি, যা মনে করেচি তাই সফল হয়েচে, ধূলো মুটো ধরেচি তো সোণা মুটো হয়েচে। এখন আমাকে শত্রুর নিকটে পদে পদে অপমানিত হতে হচ্চে। যেখানে সিংহ হয়ে কাল কাটয়েচি সেখানে শৃগাল হয়ে বাস করা বিধেয় নয়। কি করি, কোথা যাই। পরমেশ্বর শেষ দশায় আমাকে যে এমন উৎকট বিপদে ফেলবেন তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তাম না। বোধ করি আমার এই স্ত্রী যাবতীয় অমঙ্গলের মূল। বিপীন ও সরস্বতীর প্রতি এর তাদৃশ যত্ন দেখচিনে, এত বুঝয়েও তো পাল্লাম না, তাতে করে বোধ হয় ভূদেবেরও আমার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মেচে; কেননা বিপীন আর সরস্বতীর প্রতি তার অত্যন্ত স্নেহ। তাদের গর্ভধারিণী বর্ত্তমান থাকলে আমার সব দোষ ঢেকে যেতো, এখন বিন্দু সিন্ধুবৎ হয়ে উঠবে। আমর চেয়ে নিষ্ঠুর নরাধম প্রথিবীতে আর নাই, যে স্ত্রীহতে আমার শ্রী, ও যা হতে আমি পুত্র কন্যা পেয়েচি, তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আমি আবার অন্য স্ত্রী গ্রহণ কল্লাম। শুনেচি ইংরাজেরা এক বৎসর

শোক চিহ্ন ধারণ করে, আমার দুদিনও দেরি সইল না।

নীলমাধব ঘোষের প্রবেশ।

(চমকে উঠিয়া) আঁা! হাঁ। (প্রকাশে ঘোষজর প্রতি) বলছিলাম কি, গোপাল বাবুর মেয়ের বিয়ের ব্রাহ্মণ ভোজন নাকি কাল হবে?

ঘোষ। আজ্ঞে হাঁ, বোধ হচ্চে কালই হবে। আজ সকাল বেলা আমি যখন বাগান থেকে আসছিলাম, তখন দেখলাম গোপাল বাবুর বাড়ির কয়েক জন চাকর ঝাঁকা মাথায় করে উত্তর মুখো যাচ্চে, আমি জিজ্ঞাসা কল্লাম, কিন্তু তারা কোন উত্তর কল্লেনা। পরম্পরায় জান্‌তে পাল্লাম যে তারা হাটে যাচ্চে।

ভব। আচ্ছা, সন্ধান কর দেখি, কোন ময়রাকে সন্দেশের বায়না দেওয়া হয়েচে, আর কোন গোয়ালাকেই বা দুধ দয়ের ফরমাস দেওয়া হয়েচে। সত্বর জেনে আমাকে সম্বাদ দেওয়া চাই।

ঘোষ। যে আজ্ঞা।

(উভয়ের প্রস্থান)

ভূদেবের বৈঠকখানা।

ভূদেব আসীন।

বিদ্যাবাগীশ ও গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।

ভূদে। আসুন, বসুন, (অনেকক্ষণ পরে) আপনারা দেখচেন কি? আমাদের এ শ্রী আর থাকে না। আপনারা অনুগ্রহ করে আমাকে পৃথক করে দিন, আমার সন্তান সন্ততী কিছুই নাই, আমার ভ্রাতষ্পুত্র ও আমার ভ্রাতষ্কন্যা এরাই আমার সন্তান আর সন্ততী, এদের কষ্টে আমার সমূহ কষ্ট বোধ হয়। দাদা তো উন্মাদ হয়েচেন, তাঁর বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে লোপ হয়ে গেছে। আমি এত দিন বিষয় কর্ম্ম কিছুই দেখি নাই, দাদা কর্ত্তা আছেন তাই জানি, আমাকে দয়া করে যা দেন, আমি তাই যথেষ্ট বোধ করে সন্তুষ্ট

হই ও সুখে কাল যাপন করি। আমি কস্মিনকালে এমন কথা বলি নাই যে আমার এতে হবে না এত চাই, কি ভাল পোশাক চাই, কি ভাল খাবার চাই; যা ওঁয়ার কাছথেকে আবদার করে চেয়ে নিয়েচি তা কেবল বিপীন আর সরস্বতীর জন্যে। উনি বিবাহ করে অবধি বিপীন আর সরস্বতীর প্রতি যেরূপ অযত্ন কচ্চেন, তাতে করে ওঁয়ার সঙ্গে আমার বনি বনাও হওয়া সুকঠিন। বিষয় কিছু ওঁয়ার স্বোপার্জ্জিত নয়, বিষয় আশায় বলুন, বাড়ি ঘর বলুন, সকলই আমার পিতামহ ঠাকুর করে গেছেন. তার পর পিতা ঠাকুরও অনেক বৃদ্ধি করেচেন, ওঁয়ার আমলে যা বৃদ্ধি হয়েচে তা অদৃষ্টাধীন, বরং উনি মিথ্যা মামলা মকদ্দায় বিস্তর টাকা বরবাদ দিয়েচেন। যা হক, সে কথা আমি এখন ধরি না, ফলে পৈতৃক বিষয়ে বঞ্চিত হয়ে বাঁদুরের বাঁদরের মত আমার আর থাকা ভাল দেখায় না। এ পর্য্যন্ত আমি বিস্তর সয়েচি, কিন্তু আর পারি না। আমার নিজের সহস্র কষ্ট ও ক্ষতি আমি অম্লান বদনে সহ্য কত্তে পারি, কিন্তু বিপীন কি সরস্বতীর কিছু মাত্র ক্লেশ আমি সহ্য কত্তে কখনই পারব না, তাতে এসপার কি ওসপার যাহয় একখানা হয়ে যাবে। ওদের জন্যে আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করেচি। আপনারা ভদ্র লোক ও আমাদের পরম আত্মীয় ও হিতৈষী, আপনারা মধ্যস্থ হয়ে আমাদের পৈতৃক বিষয় গুলিন বন্টন করে দিন। এই আসনে বসে প্রতিজ্ঞা কল্লাম যে, আমি আজ থেকে বিপীন আর সরস্বতীকে ওঁয়ার মহলে যেতে দিব না, তাতে যা হয় হবে।

বিদ্যা। ছোট বাবু, আমরা বড় বাবু অপেক্ষা আপনাকে অধিক মান্য করি, যে হেতু আপনার শরীরে বিদ্যা আছে, আপনি অনায়াসে মনকে বুঝিয়ে শান্ত কত্তে পারেন। বড় বাবুর সম্পূর্ণ দোষ তার আর সন্দেহ নাই, কি করবেন, আকাশে থুতু ফেলতেগেলে

গায়ে পড়ে, আপনি রাগকরে শত্রু হাসাবেন না। বড় বাবুর বিবাহে উদ্যোগী হয়ে আমরা আপনকার কাছে অপরাধী হয়েচি বটে, কিন্তু কি করি, ভাবলাম এক, হলো আর। যাহক, আপনাদের ভেয়ে ভেয়ে সদ্ভাব আছে বলেই আপনারা সকল বিষয়ে জয়ী হচ্চেন। আপনাদের ঘরাও মনান্তর শুন্‌লে শত্রু পক্ষরা নেচে উঠবে। ভ্রাতৃ বিরোধের বাড়া বিরোধ আর নাই, প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বে এর প্রতীকার লেখে না। ভ্রাতৃ বিরোধে অনেক বড় বড় ঘর পয়মাল হয়ে গেছে। কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধটা একবার ভেবে দেখুন দেখি। আপনাকে বোঝাই এমন সাধ্য আমাদের নাই, বৃহস্পতিকে বুদ্ধি দেওয়া বড় কঠিন। আপনি না বুঝলে কেউই বোঝাতে পারে না, ফলতঃ ক্রোধের বশীভূত হয়ে এত বড সংসারটা ছারখার করবেন না,আপনাকে আর অধিক কি বলব।

ভুদে। বাঁড়ুয্যে যে বড় ঘাড়গুঁজে রইলে, কিছুই বলচোনা যে?

গোব। আপনার কাছে আমাদের আর মুখ তোলবার যো নেই। মারুন আর কাটুন বড় বাবুকে একচোট বলব, তা যাথাকে কপালে। সকাল বেলা জামায়ের কথা নিয়ে আমার সঙ্গে বেশ এক হাত হয়ে গেছে, শেষ রাগটা তামাকের উপর দিয়েই গেল। ছোট বাবু! আপনাদের শ্রী থাকলেই আমাদের ডান হাত চলবে, আপনাদের যাতে মঙ্গল হয় তা আমাদের কত্তেই হবে,তা বলে আপনি এত উতলা হয়ে সংসারটা খানেখারাপ করবেন না।

বিদ্যা। চল তো গোবর্দ্ধন, এখনি যাওয়া যাক। বলতেও তো আর বাকী করা যায়নি, যা বলবার তা অনেক বলচি। এবার যদি না শোনেন, তা হলে আমরা ছোট বাবুর পক্ষ অবলম্বন করব। ছোট বাবু যা বলচেন সকলই ন্যায্য কথা।

গোব। (জনান্তিকে) বিদ্যাবাগীশ মশায়, চল, মজা বেদেচে।

সকলের প্রস্থান।

ভূদেবের শয়নাগার।

ভূদেব ও মাতঙ্গিনীর প্রবেশ।

ভূদে। আমাদের জামায়ের সঙ্গে গোপাল বাবুর মেয়ের বিয়ে হয়েচে।

মাত। হিঁ, বেমলা বলছেলো বটে। কবে হলো? এই পরশু তিনি বাড়ি থেকে এয়েচেন গিয়ে বই তো নয়। তারা কি পথে বসে ছেল না কি? সে জামাই কি পড়তে পায়, একে মস্ত কুলীন, তাতে আবার যেমন রূপ তেমনি গুণ, দেখলে চকের পাপ পালায়।

ভূদে। তাই তো, জামাই যে শাশুড়ীদের পর্য্যন্ত পটয়েচেন দেখচি।

মাত। তা বইকি, আমি তো আর তোমাদের নতুন বড়বৌ নই, যে জামায়ের পানে হা করে তাকয়ে থাকবো, আর লুকয়ে লুকয়ে জানালা দিয়ে ঢিল মারবো।

ভূদে। সে কি, এ যে আবার নতুন কথা, কার ঠেঁই শুনলে?

মাত। যার ঠেঁই শুনিনে কেন, তোমার সে কথায় কাজ কি।

ভূদে। সত্তি বল, আমার মাথা খাও।

মাত। আমি তো আর শিয়াল কুকুর নই যে লোকের মাথা খেয়ে বেড়াবো। সত্তি, তোমাদের বাড়িতে যা কক্খনো হয়নি তা তোমাদের এই নতুন বৌটি হতে হবে। জামায়ের তো কোন দোষ নেই, যত দোষ ঐ খানকীর। জামাই আর পেটের ছেলে সোমান, তা পোড়ার মুকীর একটু লজ্জা হলো না, (দাড়িতে অঙ্গুলী দিয়া) অবাক করেচে মা! ওর মাও লোক ভাল ছেলনা, ওদের সাত গুষ্টি অমনি, ওরা কুজড়োর ঝাড়। ওর একটা রাঁড় বোন ঘরে আচে, তার আর চলাতে বাকী নেই, কলঙ্কের ডালি মাথায় করে নিয়ে বেড়াচ্চে। ঐ যে চাকা মুকী এয়েচে সে মাগী একটি আসল, মাগী যেন রায় বাগিনী, দেখলে ভয় করে। বাছার যেমন রূপ তেমনি গুণ! আবার ঠ্যাকারে মাটিতে পা পড়ে না, এমনি চোঁপা, কথা গুলো শুনলে গা জ্বালা করে, সত্তি

কিন্তু। কি বলবো, বটাকুর কি আর কোথাও কনে পাননি, এমন ধারা সব দেখে শুনে কেন বিয়ে কত্তে গেলেন। ভাল, তোমাদেরই বা কি বিবচনা, আন্‌লে তো ভদ্র লোকের ঘরের মেয়ে আন্‌তে পাল্লে না।

ভূদে। বিবাহের কথা আমি কিছুমাত্র টের পাইনি, পাছে অমত করি বলে আমাকে সব বিষয় গোপন করেচেন, বিবাহ হয়ে গেলে তার পরে জান্‌তে পাল্লাম। বিদ্যাবাগীশ মশায় আর গোবর্দ্ধন বাঁড়ুর্য্যেকে জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা বল্লেন যে এ বিবাহে তাঁরাও মত দেন নি। তাঁরা সুবর্ণপুরের চৌধুরিদের বাড়িতে কথার স্থির করেছিলেন, ছোট মেয়ে বলে দাদার আমার তাতে মত হয়নি। এই মেয়েটি সুন্দরী ও বয়স্থা শুনে আপনি লুকয়ে দেখতে গেছলেন, যেমন দেখতে যাওয়া অমনি একেবারে বিয়ে করে আসা; সুতরাং তাঁরাই বা কি করবেন আর আমিই বা কি করব বল।

মাত। তা যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল মশা মাত্তে গালে চড়। যেমন তোমাদের ঘরে বলেননি তেমনি বেশ হয়েচে, আপনার বুদ্ধির দোষে আপনিই সাজা পাচ্চেন। এর পর আরো কত খোঁটা হবে।

ভূদে। সাজা পাচ্চেন আর কই, মজা মাচ্চেন বল। রাত্রে হাসির হোর্রায় আমাদের পর্য্যন্ত ঘুমের ব্যাঘাত হচ্চে, আবার সাজা। কই এই বিপীনের মা তো ছিলেন, তাঁর গলার শব্দ কখন শুনতে পেয়েচো।

মাত। কার সঙ্গে কার কথা, তাঁর কথা ছেড়ে দেও, অমন সতী লক্ষ্মী কি আর হয়, তাঁর মতন লোক পাঁচ খানা গাঁয়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি গিয়েই তো আমাদের লক্ষ্মী ছেড়ে গেচে, এত খোয়ার হচ্চে। আমার মা যে মরেচেন তা আমি এক দিনের জন্যেও টের পায়নি, তিনি যাওয়াতেই আমার মা মরার সব দুঃখ এসে উপস্থিত হয়েচে। তাঁর কথা মনে হলে আমার আর জ্ঞান থাকে না। আহা! ঠাকুরপো কি খাবে, ঠাকুরপো এখনো

খেলেনা, বেলা হলো এখনো নাইলে না, তাই নিয়েই ব্যস্ত। যখন তখন বলতেন "কত্তা যেন দরবেরে পুরুষ দরবার নিয়েই মেতেচেন, খাওয়া দাওয়া মনে থাকে না, ঠাকুরপো তো সে রকমের লোক নয়, তবে তার নাইতে খেতে এত বেলা হয় কেন? ছোট বৌ তুই কি আজো কচি খুকিটী আচিস্, ছেলে হলে এদ্দিনে যে পাঁচ ছেলের মা হতিস্, এখনো তোর লজ্জা গেলনা। বলতে পারিস্‌নে যে সকাল সকাল করে নাও, সকাল সকাল করে খাও। হ্যা দ্যাখ্, মেয়ে মানুষদের ধম্ম কম্ম আর কিচ্ছু নেই, স্বোয়ামীর সেবা কল্লেই তাদের পরকাল ভাল হয়"।

ভুদে। তাতেই বুঝি এত উঠে পড়ে লেগেচো বটে।

মাত। আর ঠাট্টা কত্তে হবেনা, সকল তাতেই আমাকে ঠাট্টা করেন। তুমি যদি সকাল করে না নাও, সকাল করে না খাও, তার আমি কি করিব, ছেলে মানুষটি নও যে মেরে ধরে গিল্‌য়ে দেব। বাপরে! এক একবারকার চকরাঙানী দেখলে গায়ের অদ্ধেক রক্ত শুকয়ে যায়। বাইরে থেকে রাগ করে এসে ঝাল ঝাড়েন আমার উঁপুর, ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো আমিই আচি বই তো নয়। আবার দিদী গিয়ে পয্যন্ত আমি যেন কোম্পানির নাগরা হয়েচি। তা যাহক, এখন কি ঠাওরাচ্চো বল দেখি।

ভুদে। ঠাওরাব আর কি। আজকে বিদ্যাবাগীশ মশায় আর গোবর্দ্ধন বাঁড়ুয্যেকে ডেকে বল্লাম যে দাদাকে গিয়ে বল, বিপীন আর সরস্বতীকে নিয়ে আমি পৃথক হব, তিনি মাগ নিয়ে আলাদা থাকুন। আর তোমাকেও বলচি, বিপীন কি সরস্বতীকে কদাচ দাদার মহলে আর যেতে দিওনা; জানি কি, কোন দিন বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবে। বংশের মধ্যে ঐ একটি ছেলে আর ঐ একটি মেয়ে, এই তো বংশ-বৃদ্ধি। তোমার ভরসা তো বাঁয়ে ছুরি, চুঁ শব্দটি নেই।

মাত। পুরুষ মানুষেও নাকি বাঁজা হয় শুনেচি, তা তুমি বাঁজা কি আমি বাঁজা তা কেমন করে জানবো।

ভূদে। তা জানবার এক ফিকির আছে। তুমি একটা বিয়ে কর, আর আমি একটা বিয়ে করি, দেখা যাক কার ছেলে হয়। চুপ করে রইলে যে, কথা কচ্চোনা যে বড়?

মাত। চুপ করে থাকব না তো কি, তোমার যত উচ্ছিষ্টির কুচ্ছিষ্টি, তোমার কথার গড়ন দেখে গা জ্বালা করে। সত্তি কিন্তু, মেয়ে মানুষের যদি বিয়ে কত্তে থাকতো, তাহলে আমি কালই সরস্বতীর বিয়ে দিতুম, যেমন জামাই গেচে তার চেয়ে ভাল জামাই ঘরে আনতুম। ভাল, সরস্বতীর জন্যে তোমার কি একটুও ভাবনা হচ্চেনা?

ভূদে। বুক চিরে দেখাবার হলে দেখাতাম। সরস্বতী এ সকল কথা শুনেচে বোধ করি।

মাত। শুনেচে বই কি, এই শুনে পর্য্যন্ত একটু হাসচে টাসচে দেখতে পাচ্চি, সে রকম কান্না কাটনা এখন আর নেই। আমার সাক্ষাতে কোন কথা ভেঙ্গে বলেনা, বেমলার সাক্ষাতে বলেচে নাকি শুনলুম "হ্যা দেখ বেমলা, গোপাল বাবুর মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েচে বলে তোরা এত দুঃখ কচ্চিস কেন, সে আরো বেশ হয়েচে। আমি ভাবছিলুম যে রাগ করে গেল, কোথা যাবে তার ঠিক নেই, হয় তো বাগে খাবে কি ভালুকে খাবে কি ডাকাতে মেরে ফেলবে, তা নাহয়ে তার যে একটা ছিল্লে লেগেচে, তাতে আমার খুব আহ্লাদ হয়েচে। আমাদের বাড়ির চেয়ে সে গোপাল বাবুদের বাড়িতে খুব আদরে থাকবে, কেননা গোপাল বাবুর মেয়ের মা আচে, সে তাকে আত্তি করবে। আমাদের বাড়িতে থাকলে হয় তো কোন দিন তাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলত, কি পাগলা গুঁড়ো খাইয়ে দিত, শুনেচি নতুন মার

বাপের বাড়ির ঐ মাগী নাকি অনেক গুণগান জানে। তোরা আশীর্ব্বাদ কর,আমার হাতের নোয়া আর শিঁতের সিঁদুর থাকুক, তাহলেই আমার ঢের। মা সিদ্ধেশ্বরী আমার কাকা আর আমার ভাইটিকে বাঁচয়ে রাখুঁন, আমার ভাবনা কি, সচ্ছন্দে খেয়ে পরে ধম্ম কম্ম কত্তে পারব, তা হলেই এক রকমে দিন কেটে যাবে"। (চক্ষু মার্জ্জন) এমন পাকা পাকা কথা কারু মুখে শুনিনি, বাছা আমার ঠিক মায়ের ধাত পেয়েচেন। তুমি আদ্দিনে আমাকে ধমকে উটলে, তা আমি কি করব বল দেখি, বাছার ঘরের আল-নায় থরে থরে সব ভাল কাপড় সাজান রয়েচে,তা পরবেন না। যে দিন অবদি জামাই এখান থেকে এয়েচেন, সেই দিন অবদি বাছা আমার কাল কাপড় পরে থাকেন, দাঁতে মিশি দেন না, পান খান না, ধূলয় কাদায় পড়ে থাকেন, বিচানায় শোন না।

ভুদে। (চক্ষুমার্জ্জন করিয়া গদ গদ স্বরে) আমার এ প্রাণ থাক আর যাক জামাইকে বাড়িতে এনে তবে আমার আর কাজ, চেষ্টায় অসাধ্য কি আছে। হেমের সঙ্গে জামায়ের অত্যন্ত প্রণয়, বোধ করি হেম এ সকল সম্বাদ পায়নি, পেলে সে ছুটে আসত। কালই হেমকে পত্র লিখব, আর দাদা রাগ করবেন, তা করুণ, সকাল বেল্লা বিপীনকে একবার জামায়ের কাছে পাঠয়ে দেব।

মাত। আমি বলি বিপীনকে পাঠয়ে কাজনেই, তাহলে বট্ঠাকুর ভারি রাগ করবেন। চুপি চুপি বেমলাকে পাঠয়ে দেওয়া যাক। সর-স্বতী যে সকল কথা বেমলার সাক্ষাতে বলেচে, বেমলা গিয়ে সেই সকল কথা জামায়ের সাক্ষাতে বল্লেই জামায়ের মন নরম হবে।

ভুদে। তা হল, বেমলাকেই যেন পাঠান গেল, কিন্তু বেমলাকে তারা যে বাড়ি ঢুকতে দেবে এমন বোধ হয় না। দেখ দেখি,গ্রামের লোকের সঙ্গে অনর্থক ঝকড়া করে মুখ দেখা দেখি থাকে না, তারা আমা-দের মন্দ চেষ্টা করে, আমরা তাদের মন্দ চেষ্টা করি, একি খাট

দুঃখের কথা! এক গ্রামে একত্রে বাস করবার [illegible], না তুমি আমাকে সাহায্য করবে, আমি তোমাকে [illegible]ব। ঝকড়া করবার জন্যে কিছু একত্রে বাস করবার [illegible]নি, তা হলে মানুষেতে কুকুরেতে তফাত কি। একটু অ[illegible] কার হলে প্রতিবাসির বাড়ী থেকে আনতে হয়। এম[illegible] তোমার যা নেই তা তুমি আমার বাড়ী থেকে নেবে [illegible] আমার বাড়ীতে যা নেই তা আমি তোমার বাড়ী থেকে নেব [illegible] বাসির সঙ্গে প্রতিবাসির সম্বন্ধ এইরূপ, ঈশ্বরের অভিপ্রায়[illegible] তা নইলে একজন কেন এ মাঠে আর একজন কেন ও মাঠে বাড়ী করে না; কিন্তু আমরা এমনি বোকা, ঠিক তার উলটো কাজ কচ্চি। গোপাল বাবুর সঙ্গে আমাদের বিবাদের মূল ধত্তে গেলে আর জ্ঞান থাকে না। প্রথমে একটি খেজুর গাছ নিয়ে ঝকড়ার সূত্রপাত হয়, তার দাম আট গণ্ডা পয়সা, বড় জোর একটা টাকা। সেই খেজুর গাছ নিয়ে উত্তর উত্তর বিবাদ বৃদ্ধি হয়ে কমবেশ এ পক্ষের পঞ্চাশ হাজার ও পক্ষের পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হয়ে গেছে, এই টাকা কেবল বার ভূতের ভোগে লেগেছে। এই তো টাকা খরচ, তার উপর আবার ছোট লোকের খোসামোদ, ঘরের টাকা দিয়ে লোকের খোসামোদ করা, এর বাড়া পেজমো কাজ কি আর কিছু আছে। স্কুল, রাস্তা, ঘাট কি কোন সাধারণ উপকারের কাজে একটি টাকাও দাদার হাত থেকে বেরয় না, কিন্তু মকদ্দমার নামে হুড় হুড় করে টাকা ঢালেন। দেখ দেখি, আমাদের এখানকার কতলোক আহার অভাবে কষ্ট পাচ্চে, কত লোক চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্চে, গাঁয়ে মড়া পড়ে থাকে, ওঠে না, তার বেলা একটি পয়সা কারু হাত দিয়ে বেরয় না, একটি লোকও কারু বাড়ী থেকে বেরয় না; এমনে সাক্ষির নামে টাকাও হুড় হুড় করে বেরয়, লোকও পালেপালে যোটে। একি

...! যাহক, গোপাল বাবুর সঙ্গে প্রণয় করা আমাদের ...চিত হয়েচে। আমাদের গ্রামে কোন বিবাদ বিসম্বাদ না ... হেমের সম্পূর্ণ ইচ্ছা, হেম ছোকরাও অতি সুবোধ ও ...বান। আমি বোধ করি, হেমের দ্বারা এ কাজ অনায়াসে ...সিদ্ধ কত্তে পারব। আমার এই অভিপ্রায় শুন্‌লে সে আহ্লাদে নেচে উঠবে, তার আর ভুল নেই। বিনোদও সেখানে আছে, সেও এবিষয়ে খুব উদ্যোগী। আমার পত্র পেয়ে তারা যে কত আহ্লাদ করবে, তা আমি এইখানে বসেই বেশ টের পাচ্চি।

মাত। ভাল, বট্‌ঠাকুর যদি এতে রাজি না হন, তাহলে কি হবে?

ভুদে। তিনি কেন রাজি হবেন না, এত আর মন্দ কথা নয়। আরও আমি যদি একটু বেঁকে বসি, তা হলে তাঁকে রাজি হতেই হবে।

মাত। আমার ভাবনা হচ্চে, পাছে পরের কোঁদল ঘরে এসে পড়ে।

ভুদে। তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। দাদা কিছু এত নির্ব্বোধ নন, তাঁকে আমরা ভাল করে বোঝালে অবশ্যই বুঝবেন। যাহক্, কাল হেমকে তো পত্র লিখি, হেম বাড়ী আসুক, তার পর সর্ব্বাই যুটেপুটে দাদাকে গিয়ে ধরব। দাদাকে রাজি কত্তে পাল্লেই কাজ হবে, কেন না গোপাল বাবু এক রকম সাদা সিদে লোক; আর গোপাল বাবুর কাছে লোকের এক্তত আছে, তিনি লোকের মান মর্য্যাদা ও উপরোধ অনুরোধ রক্ষা করে থাকেন; দাদার কাছে তা নেই, ইনি কেঁতো ঘোড়া, কাঁছনি শোনেন না। আগে বেশ ছিলেন,এদানি আফিম খেয়ে ভারি কুরুটে হয়ে পড়েচেন। যেমন করে হয় রাজি করবই করব, তাঁর পায়ে রক্ত গঙ্গা হব। আরও কি জান, এত দিন এ সকল বিষয়ে ভাল করে চেষ্টা করা হয়নি। আমিও এপর্য্যন্ত বরাবর দাদার মতেই মত দিয়ে গেচি, আর সকলেও দাদাকে উৎসাহ দিয়েচেন, তাতে করে এ গুলো যে মন্দ কাজ তা তিনি এ পর্য্যন্ত জানেন না। আর সকল

কা.জতেই প্রায় জয়ী হতেন, তাতে করে উত্তর উত্তর আরো বুক বেড়ে গেছে, এখন ঠেকেচেন অবশ্যই শিখবেন। ঈশ্বরেচ্ছায় ঝকড়া ঝাঁটি গুলো মিটে গেলে দেখতে পাবে যে আমাদের গাঁয়ের কেমন সুখ হবে; রাস্তা, ঘাট, স্কুল, সব হবে। গাঁয়ে দলাদলি থাকলে তাবৎ লোকই আসকারা পায়, কুকর্ম্মের শাসন হয় না, যে যা মনে করে সে তাই করে। এ দলে আঁটা আঁটি কত্তে গেলে ও দলে গিয়ে আদর পায়। ঝকড়া ঝাঁটি থাকতে এ গাঁয়ের আর ভদ্রস্থ নেই। যে গাঁয়ে দলাদলি এসে ঢোকেন, সে গাঁ থেকে মা লক্ষ্মী বাপ্ বাপ্ করে পালিয়ে যান। যাহক, কাল এর একটা হেস্ত নেস্ত করে তবে আর কাজ।

যবনিকা পতন।

শিবতলা।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ভগবান রায় আসীন।

বিশ্ব। এখনকার কালে ভাল মানুষের ভাল দেখতে পাওয়া যায় না। দেখ, দিগম্বর হালদার মানুষটি অতি নিরীহ, কারু পাত খানি কেটে ভাত খায় না, তার ঘর গেল, বাড়ী গেল, কেদে সানবেচে যে টাকা গুলি পেলে তা শুদ্ধ গেল। আর দেখ, কেশব মুখুয্যের তুল্য সৎলোক আজকের বাজারে পাওয়া যায় না, তার দশা দেখ; তবু ব্রাহ্মণ যে বেঁচে উঠেচে এই ঢের।

ভগ। দিগম্বর হালদারের ঘরে আগুন দেওয়ার বিষয়ে অনেকে গোরাচাঁদ চাটুয্যেকে সন্দেহ করে।

বিশ্ব। কেমন করে জানব বল ভাই, আবার কেউ কেউ বলে গোবিন্দ ভটচায্যির কর্ম্ম। যে করুক, এমন কাজ কি কত্তে আছে।

ভগ। বিনোদ হালদারের উপর এদের দুজনকারই ভারি রাগ দেখতে

পাই, বলে বেটার অতিশয় দেমাক হয়েচে, সকলের মুখের উপর শক্ত বলে, কিসের দেমাক করে তার ঠিক নেই।

বিশ্ব। কই, বিনোদ তো অশিষ্ট নয়, বিনোদ এমনে মাটির মানুষ, তবে কিছু মুখফোড় হয়, অন্যায় সইতে পারে না, মুখের উপর পট করে বলে ফেলে! আমি বলি ও রকম মানুষ এক প্রকার ভাল, দোষের কথা সাক্ষাতে যে বলে সেই তো বন্ধু, আর দোষের কথা লুকিয়ে যে অন্যের সাক্ষাতে গল্প করে সে শত্রু। এতে যিনি রাগ করেন, তিনি ঘরের ভাত জেয়াদা করে খান্।

ভগ। তুমি যা বলচো দাদা, সে কথা ঠেলতে পারিনে, তবে কি জান, এই আমাদের যে দেশে বাস, সেখানে ও সব রকম চলে না।

বিশ্ব। চলে না, দুঃখী বল্লেই চলে না, যাদের টাকা আছে, বাড়ীতে পাক সিক আছে, তারা কারু বাড়ী থেকে নাগ কেড়ে নিয়ে গেলেও তো কেউ কিছু কত্তে পারে না, করা ওদিকে থাক, মুখেও আনতে পারে না, বরং তাদের আরো ভয় করে খোসামোদ করে। এই দেখ, ভবদেব বাবু একটা মানুষকে গুম করে অনায়াসে পার পেয়ে গেল, কই, কেউ কিছু তার কত্তে পাল্লে।

ভগ। হাঁ, সে গুমের মকদ্দমার কি হলো দাদা?

বিশ্ব। হবে আর কি, জিঁতেচে নাকি শুনচি। মকদ্দমা রে ভাই সাক্ষির মুখে, হয় কে নয় করে ফেলে, প্রমাণ না পেলে হাকিম কি করবেন। আরো কি জান, এই টাকার জোর থাকলেই সব দিকে জয়, ওঁর এখন খুব সময়, যা ধচ্চে তাই করে তুলচে। কেমন কালের গতি, এমনে দেখ দিগম্বর হালদারের ঘর পুড়ে গেল, কেশব মুখুয্যের বাড়ীতে ডাকাত পড়ে যথা সর্ব্বস্ব নিয়ে গেল। যুধিষ্ঠির বনে গেল, আর দুর্য্যোধন রাজা হল, ওর কিছুই বলা যায় না।

ভগ। কজন ডাকাত ধরা পড়েচে তা শুনেচেন, জিনিষপত্র সব বেরয়েচে।

বিশ্ব। কই না, তা তো কিছুই শুনিনি। গোপাল বাবুর বাড়ী থেকে যাদু সদ্দারকে ধরে নিয়ে গেছে এই পর্য্যন্ত জানি রে ভাই।

ভগ। সেই যাদু সদ্দারই সব সন্ধান বলে দিয়েচে। দারোগাটা খুব সেয়ানা লোক, যাদু সদ্দারকে বলেচে মালের সন্ধান করে দিতে পাল্লে বক্‌সিস পাবি, তাই যাদু সদ্দার সব দেখয়ে দিয়েচে নাকি। ডাকাতি কমিসনর হয়ে দিন কতক লোকের খুব উপকার হয়েছিল, চোর ডাকাত বেটারা আচ্ছা জব্দ হয়েছিল, ধড়াধড় বেঁধে নিয়ে গিয়ে তুরুং ঠুকত। সেটা উঠে গিয়ে কিন্তু ভাল হয়নি, আবার উৎপাত আরম্ভ হয়েচে। যাদের টাকা আছে তাদেরই ভাবনা।

বিশ্ব। তা হক রে ভাই, এখন দিগম্বর হালদারের টাকা গুলো পাওয়া গেছে কি না বলতে পারিস্।

ভগ। প্রায় সব পেয়েচে, কিছু নাকি এদিক্ ওদিক্ হয়েচে। শুনলাম দারোগা বেটা কিছু হেতয়েচে।

বিশ্ব। কি খুসীই কল্লে ভাই, তবু ভাল, এখন জান্‌তে পাল্লাম যে ঈশ্বর আছেন।

ভগ। ঈশ্বর নাই কে বলে দাদা, সে কি কথা, এত বড় রাজ্যের সমুদায় কার্য্য কে করে, তিনিই একাকী স্বহস্তে সব কচ্চেন। চন্দ্র, সূর্য্য, অনল, অনিল প্রভৃতি সব্বাই তাঁর আজ্ঞা মাথায় করে যথা নিয়মে ফিরচেন ও বিধিমতে আমাদের উপকার কচ্চেন।

প্রভাকর খর কর শিরে করে ছুটিয়ে।
যথা স্থানে অবস্থান ভোরে ভোরে উঠিয়ে॥
ক্রমে ক্রমে পথ ভ্রমে দীপ্ত দেহ দুলিয়ে।
চারি যাম সারি কাম বাড়ি যান চলিয়ে॥
যশোধর শশধর ব্যোম যানে আসিয়ে।
কান্ত করে শান্ত করে ধ্বান্ত হরে হাসিয়ে॥

মহীসতী বুক পাতি নগ নদ বহিছে।
তাঁর ভয়ে মাটি হয়ে কতভার সহিছে॥
উৰ্দ্ধ শিরে ঘুরে ফিরে হুতাশন ধাইছে।
অনিবার সবাকার ঘর দ্বার খাইছে॥
অনলের বিরাগের বারণের কারণে।
জল আছে পড়ে কাছে ঢেলে দেও চরণে॥
গন্ধসহ গন্ধবহ ইতস্তত যেতেছে।
সবাকার নাসিকার দ্বারে গিয়ে দিতেছে॥
ঘন চয় করে ভয় শূন্যময় ঘুরিছে।
মাঝে মাঝে ধরা মাঝে বৃষ্টি ধারা পূরিছে॥
পেয়ে জল করে বল শস্য দল বাড়িছে।
বায়ুপেয়ে খুসী হয়ে মাথা সব নাড়িছে॥
ফল ভরে সবে পরে নত শিরে দুলিছে।
কৃষাণের জীবনের আশা তায় ঝুলিছে॥
যাহা দেখ যাহা শুন ঘোরে তাঁর মায়াতে।
আমি বল তুমি বল বাঁচি তাঁর দয়াতে॥
মায়া ভুলে মন খুলে ধর তাঁর চরণে।
সদাশিব পাবে জীব ভয় যাবে মরণে॥
শুন শুন বলি মন নিত্যধন ধর রে।
হরি কাম করি নাম পরিণাম তর রে॥

বিশ্ব। তাও সব দেখতে পাচ্চি, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারা যায় না, বড় কঠিন ব্যাপার।

ভগ। কঠিন কি দাদা, কঠিন ভাবলেই কঠিন। আমি তো সোজা স্মজি এই বুঝি যে, ঈশ্বর আমাদের সকলের পিতা, আমাদের ঘরের

পিতার অপেক্ষাও তিনি বড়; কেননা এ পিতার অনাবধানতা জন্য কখন কখন আমাদের ঘরে আহারের কষ্ট পেতে হয়, ও সুখ হতে ভ্রষ্ট হতে হয়, কিন্তু সেই পরম পিতা আমাদের আহারের ও সুখের বিলি একেবারে করে দিয়েচেন, ও সে সকল আহরণের জন্য আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও বুদ্ধি সঙ্গ দিয়েচেন, আমরা নিয়ে থুয়ে খেয়ে দেয়ে সুখ কত্তে পাল্লেই হলো। মনে মনে ভাবতে হবে যে যাঁর দ্বারা আমরা এত উপকার পাচ্চি, তাঁর আজ্ঞাবহ হওয়া ও তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা খুব উচিত। সত্য কথা, আর পরোপকার, এই দুটিকে বদ্ধ কল্লে কোন ধর্ম্মেরই আর অনাটন থাকে না। আরও ভাবতে হবে যে আমরা যত লুকয়ে যত কুকর্ম্ম করি নে কেন, সব তিনি দেখতে পান, ও তার জন্য শাস্তি দেন, তাহলে কুকর্ম্ম কত্তে ভয় হবে, সুতরাং কুকর্ম্ম না ঘটলে বিপদ ঘটবারও সম্ভাবনা আর থাকে না। কুকর্ম্ম কল্লে যে দণ্ড হবে না, তা কখনই মনে করবেন না, আজই হক, কি দুদিন গৌণেই হক, হবেই হবে। সুকর্ম্মেরও ফল তেমনি জানবেন। ভাল কাজ আর মন্দ কাজ এ সর্ব্বাই বুজতে পারে, দিবসের শেষে যখন আমাদের আর কোন কাজ কর্ম্ম না থাকে, তখন ভেবে দেখা উচিত যে আজ আমরা কি কি কাজ কল্লেম। যদি কোন মন্দ কাজ করে থাকি, তার জন্য দুঃখ করা ও ঈশ্বরের কাছে মাপ চাওয়া আমাদের কর্ত্তব্য, তা হলে কাল আবার তেমন ধারা কাজ কত্তে ভয় হবে। আর একটা কথা বলি, এই আমাদের এখানে সব যেমন ধারা কচ্চেন, ধন থাকলেই যে মস্ত হয়ে লাফালাফি কত্তে হয়, তা নয়। খুঁড়য়ে বড় হতে গেলেই আছাড় খেতে হয়। তোমার টাকা আছে, বেশ তো, সেই টাকা দিয়ে লোকের উপকার কর, যারা খেতে না পায় তাদের খাওয়াও, যারা পরতে না পায় তাদের পরাও, কাণা

খোঁড়া প্রভৃতি যাদের সম্পূর্ণ অভাব, তাদের ঘরে দেও যে কত আশীর্ব্বাদ করবে।

রূপে মেতে গুণে মেতে আর ছার ধনে।
হর কাল পরকাল নাহি ভাব মনে॥
আছে বটে রূপ গুণ আছে বটে ধন।
তার তরে তম তব কিসের কারণ॥
তোমা চেয়ে তাবড় তাবড় বহু আছে।
কোথায় লাগ বা তুমি তাহাদের কাছে॥
তবে কেন বড় বলে কর অহঙ্কার।
করিতেছ চক বুজে পর অপকার॥
হরিতেছ পর ধন মারিতেছ দীন।
তার প্রতি খুব জোর যারা অতি ক্ষীণ॥
বসে কসে মার সার সে জন না ঝোঁকে।
ল্যাজ তুলে মার দৌড় বড় যদি রোকে॥
মশা মাছী মেরে কেন কর ফতো জাঁক।
যাওনা বাঘের কাছে পোস্বা হবে চাক॥
বসিয়াছ বন গাঁয়ে হয়ে শ্যাল রাজা।
করিতেছ দুঃখীদের হাড় ভাজা ভাজা॥
বালীশেতে ভুঁড়ি কাত মুখে আলবোলা।
হুকুম সাদের যেন নবাবের পোলা॥
এইরূপে হরিতেছ ভরিতেছ থলে।
মরণ সময়ে নাহি বেঁধে দিবে গলে॥
বড় যদি হতে চাও ছোট হও ভাই।
হিংসা তাপে তনু পুড়ে হবেনাকো ছাই॥

অধ দিকে দৃষ্টি ভাই যতই করিবে।
মানসিক তাপ তুমি ততই হরিবে॥
দয়া দেবী দেহে আসি দীপ্তি প্রকাশিবে।
দুর্গত দীনের দুঃখ হাসিয়ে নাশিবে॥
বিবাসে বসন দিবে অশন ক্ষুধিতে।
বিমল শীতল জলে তুষিবে তৃষিতে॥
শোকাতুরে দিবে প্রিয় প্রবোধ বচন।
রোগাতুরে করাইবে ঔষধ সেবন॥
যেখানেতে দয়া থাকে ধর্ম্ম তথা যায়।
অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে পাপ তাপেরে তাড়ায়॥
আত্ম তুল্য সবে ভেবে যদি কর কাজ।
কোন কালে কারু কাছে পাবেনাকো লাজ॥
অন্য হতে যে কারণে কষ্ট বোধ কর।
সে কারণ অন্য প্রতি সম্বর সম্বর॥
যে ধন করে না পর দুঃখ বিমোচন।
যে মন না ধায় পর হিতের কারণ॥
যে দেহ করেনা কভু পর উপকার।
বৃথা ধন বৃথা মন বৃথা দেহ তার॥
তাই বলি পর হিতে দেহ দেহ মন।
মিথ্যা পরিহরি লও সত্যের শরণ॥
তোমার মঙ্গল যিনি অহরহ চান।
কৃতজ্ঞতা স্বরে কর তাঁর গুণগান॥

বিশ্ব। পরোপকারই বল, আর সত্য কথাই বল, তা আমাদের এখানে পাবার যো নেই। উপকার করা চুলয় পড়ুক, সব্বাই সব্বা-

কের মন্দ চেষ্টাই তো করে দেখ্‌তে পাই। কি আশ্চর্য্য! কেউ কারু ভাল দেখতে পারে না হে! স্থুসন্ধে আঁচয়ে পান খেয়ে ফরসা কাপড় পরে যদি বেরুলে, তো কিসে বেটা উচ্ছন্ন যায়, সব্বাই তারি চেষ্টা করে, কিছুতে না পাল্লেও অল্পে ছাড়েনা। নিদেন ঠাট্টা করে নিন্দে করে তাকে একেবারে মাটি করে ফেলে। কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করা উদিকে থাক, বরং আরও জড়য়ে ফেলবার চেষ্টা করে : এমনে মুখে এমনি জানায় যে তার বাড়া আত্মীয় তোমার আর নেই। প্রথমে বন্ধু হয়ে প্রবেশ করে বিশ্বাস জন্মে তার পর সর্ব্বনাশ করে। কেউ কেউ বলেও থাকেন শুন্‌তে পাই যে আত্মীয়তা না কল্লে মন্দ করবার খুব বাগ পাওয়া যায় না। বাগে পেলে তো কেউই ছাড়েন না দেখচি। এখানকার তাবৎ লোকটাই প্রায় পরশ্রী কাতর, কেউ কারু ভাল দেখতে পারে না, সব হিংসায় পোরা। তারা মনের দোষে আপনা-পনিই কিন্তু সাজা পায়। আরও হয়েচে কি জান ভাই, এই উপকার কল্লেও কেউ মানেনা, এই দেখ, কেশব মুখুয্যের বাপ পিতমোর না খেয়েচে এমন লোকই প্রায় এখানে নেই, আর ওরাও বাপ পোয়ে সাত গুষ্টি লোকের কিসে ভাল হবে তারি চেষ্টা করে থাকে, কিন্তু তাদের এই বিপদে অনেকে হেসেচেন। এই এক জন ভবশঙ্কর বাঁড়ুয্যে, ওর যখন সময় ভাল ছিল, তখন অনেকের চাকরি করে দিয়েচে, বাসায় যে গেছে তাকেই আদর করে খাইচে পরয়েচে, যার চাকরি করে দিতে দেরি হয়েচে, তার বাড়ির খরচ পর্য্যন্ত আপনার গেঁটে থেকে দিয়েচে, কিন্তু তার এই দুঃসময়ে কেউ একবার উঁকিটি মারেন না; বরং তার একজন পরমাত্মীয়, যার পেটে আজও ভবশঙ্করের ভাত গজ্ গজ্ কচ্চে, সে ওদিনে ভবশঙ্করের যৎপরোনাস্তি অপমান কল্লে। আহা! ব্রাহ্মণের কান্না দেখে আমি আর কেঁদে বাঁচিনে। এখানে আর এক

মজা দেখেচো, এই সব ফুল তুলে বিল্লিপত্র পেড়ে পূজো আহ্নিক নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, তার পর লম্বা লম্বা ফোঁটা কেটে নামাবলি খানি গায়ে দিয়ে বকাধার্ম্মিকের মতন আস্তে আস্তে পা ফেলেন, তাঁদের ঘরে সব চেন তো? তাঁরা আরও ভয়ানক লোক। তাঁরা আপনাদের দোষকে আমল দেন না, কেবল পরের নিন্দে নিয়েই হেসে হেসে কাল কাটান, চক বুজে নাক ধরে প্রতিবাসির সর্ব্বনাশের পন্থাই কেবল ঠাওরান, মালা হাতে করে মুখে হরি হরি বলেন, কিন্তু মনে মনে কেবল এর হরি, ওর হরি, ওকে হরি, তাঁদের প্রায় সকল ইন্দ্রিয়ই প্রবল। এখানকার লোক সব ভারি বিশ্রী রে ভাই, ভুলেও সত্য কথা কেউ মুখে আনেনা, বরং মুক্তকণ্ঠে বলে যে মিচে কথা না কইলে ভাত হজম হয় না।

ভগ। যা বল্লেন হিংসক লোকেরা আপনা হতেই কষ্টপায়, তারা মনের ক্লেশ ডেকে আনে। সুখ দুঃখ সব আপনার মনে, মনকে যদি খাটী করা যায় তো দুঃখ কাছে ঘেঁষতে পারে না, মন্দকে যদি ভাল ভাবা যায়, সেও ভাল হয়, আবার ভালকে যদি মন্দ ভাবা যায়, সেও মন্দ হয়, আমি তো মোটামুটি এই বুঝি দাদা। সন্ধ্যা আহ্নিকের কথা বলচেন, এখানে ঈশ্বরের উপাসনা কচ্চি বলে কি কেউ সন্ধ্যা আহ্নিক করেন? কত্তে হয়, কল্লে লোকে ভাল বলবে, তাই করেন। সন্ধ্যা আহ্নিক যা করেন তার অর্থ প্রায় কেউই জানেন না, অর্থ জানা ওদিকে থাক, শুদ্ধ করে আওড়াতেও কেউ পারেন না, ঠিক পাখির রাধা কৃষ্ণ বলা; এমনে আবার মনে বিশ্বাস আছে যে ত্রিসন্ধ্যা কল্লেই দিনগত পাপ ক্ষয় হয়। এই বিশ্বাস আরও সর্ব্বনাশের মূল; এমন ধারা বিশ্বাস আছে বলে তাঁরা পাপ কর্ম্ম কত্তে ভয় করেন না, মনে স্থির করে রেখে দিয়েচেন যে এখনি বাড়ী গিয়ে সন্ধ্যা করব, তা হলেই হলো, আর ভাবনাটা কি, সব পাপ কেটে যাবে। আমি বলি ওরকম

সাপের মন্ত্র আওড়ান অপেক্ষা ঈশ্বরেরপ্রতি যথার্থ প্রীতি থাকলে মনোগত ভাবে আপন বাক্যে তাঁর উপাসনা করা ভাল। বাক্য বিন্যাস করে তাঁর উপাসনা করা বাহুল্য, তাঁকে কর্ত্তা বলে জেনে সেইরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি করে তাঁর আজ্ঞা প্রতিপালন কল্লেই তাঁর প্রিয় কার্য্য করা হয়, ও তাতেই তিনি সন্তুষ্ট হন ; তার প্রমাণ দেখুন, যে ছেলে কথা শোনে তাকে কত ভাল বাসতে হয়, আর যে ছেলেটা বল্লে শোনে না, তাকেইবা কত ভাল বাসা যায়। মন যুগয়ে কাজ করুক বা না করুক বল্লে কল্লেও ভাল বাসতে হয়। দেখুন, আপনার সন্তান অবাধ্য হলে লোকে তাকে ত্যাজ্যপুত্ত্র করে থাকে। দাদা! সকলই বৃথা! মলেই সব ফুরুলো, তবে যে কটা দিন বাঁচতে হয়, লোকে যাতে সুখ্যাত করে তাই করা উচিত। এই তো শরীর, কখন আছে কখন নেই, হয় তো এখনি প্রাণ বেরয়ে যেতে পারে, তা হলে সব পড়ে থাকবে, কেউ সঙ্গে যাবে না ; তবে কেনরে বাবু! এত দেমাক করিস্, আর বিষয়ের প্রতি লোভ করে পরের মন্দ করিস্। মরে গেলে কিছুই থাকবে না, থাকবার মধ্যে সুখ্যাত আর অখ্যাত, এই বিবেচনা করে কাজ কল্লেই সব দিক বজায় থাকবে। সংসার ধোঁকার টাটি, যাত্রার আসর।

সংসার সাজ ঘরে সেজে নানা সঙ।
ঘুরে ফিরে নেচে গেয়ে করে নরে রঙ॥
কেহ বা পুরুষ সাজে কেহ বা কামিনী।
ধরায় পতিরে পায়ে হইয়ে ভামিনী॥
কেহ ভিস্তি ঘাড়ে করে কেহ ঝাড়ু ধরে।
"তলব নামিলে বাবু" বলে গান করে॥
কেহ রাজা কেহ প্রজা কেহ কাঁধে বয়।
কেহ গোঁপে চাড়া দিয়ে চড়া চড়া কয়॥

কেহ প্রভু বেশে দাসে ভাষে কটু বাণী।
কেহ ঢলাঢলি ভজে ভাঁড়ে মা ভবানী॥
কেহ হনুমান কেহ কেহ সীতা রাম।
কেহ বা রাবণ হয়ে বলে "বড়া হাম॥
ধর ছাতি মার জুতি বোলাও বেহারা"।
ভয়ে ছেলে কেঁদে উঠে দেখিয়ে চেহারা॥
কড়া বলে কোড়া মারে দশ মুণ্ড নাড়ে।
শেষ সব ঝোঁক পড়ে মশালচীর ঘাড়ে॥
মুনি এসে বাসদেবে মারে চড় কীল।
রোগা ঘোগা হলে তার দাঁতে লাগে খিল॥
কেহ মারে কেহ খায় কেহ গালি পাড়ে।
কেহ লাফ দিয়ে কারু চড়ে বসে ঘাড়ে॥
কাণা ভিক্ষু হয়ে কেহ ফিরে দ্বারে দ্বারে।
কেহ কিছু দেয় কেহ কেহ ধরে মারে॥
বেশ করে বেশ করে লও এই বেলা।
ভেলা নাচ ভেলা গাও দেনা পাবে পেলা॥
ভাল গান শুনে সবে লভিয়ে উল্লাস।
কবে বেশ বেশ ভাই সাবাস সাবাস॥
যদি না লাগাতে পার কর ভেড়া গোল।
মেরে ধরে খেদাইবে কেড়ে নিবে ঢোল॥
নিশা কালে এইরূপ কত খেলা খেলে।
উষা এলে চলে যাও ভূষা সব ফেলে॥
কিছুই কিছুই নয় জেনে রাখ সার।
নয়ন মুদিলে ভাই সব অন্ধকার॥

পাইয়াছ হস্ত পাদ চক্ষু কর্ণ নাসা।
পাইয়াছ বুদ্ধি বল সব চেয়ে খাসা॥
ভাল করে কাজ করে লও এই বেলা।
ফুরালে মানের ঘর নাহি পাবে পেলা॥
হেলা করে বেলা আর ভাল নয় ফেলা।
মেলা মনে ঠেলা মেরে কব তাঁর চেলা॥
কই কই করে কেন কর হই হই।
হাতে দই পাতে দই তবু কও কই॥
কেহ নাই দিতে ভাই এক তিনি বই।
ভুলোনা ভুলোনা তাঁরে কই পই পই॥

সম্পূর্ণ